বিবিধ পর্ব ও মহাপর্ব

২৫শে জানুয়ারী

প্রেরিতদূত পলের অন্তরে খ্রীষ্টবিশ্বাসের জাগরণ

সুসমাচার পাঠ - মার্ক ১৬:১৪,১৫-১৮

পুনরুত্থিত হওয়ার পর যীশু সেই এগারোজনকে দেখা দিলেন, ও তাঁদের বললেন,

‘তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।’

নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির পত্রাবলি **পত্র ৫**

আমরা যেভাবে দীক্ষাস্নাত হয়েছি সেভাবে বিশ্বাসও করি, ও যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে উপলব্ধিও করি

এসো, একথা স্বীকার করি যে, আপন শিষ্যদের কাছে ভালবাসার রহস্য সম্প্রদান করায় খ্রীষ্ট যে শিক্ষা তাঁদের দিয়েছেন, তা হল স্থিতমূল ও পরিত্রাণদায়ী বিশ্বাসের শিকড় ও ভিত্তিমূল; এ কথাও বিশ্বাস করি যে, পরম্পরাগত শিক্ষার চেয়ে উৎকৃষ্ট, শক্তিদায়ী ও সুনিশ্চিত বলতে কিছু নেই। প্রভুর শিক্ষা এ: *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর।*

যারা মৃত্যু থেকে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে নবজন্ম নিয়েছে ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তেমন অনুগ্রহলাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে, যেহেতু তারা পবিত্র ত্রিত্বেরই দানের ফলে জীবনদায়ী শক্তির সহভাগী হয়ে ওঠে, সেজন্য পরিত্রাণদায়ী দীক্ষাস্নানে ত্রিত্বের একটা নাম মাত্রও উচ্চারিত না হলে অনুগ্রহটি পূর্ণাঙ্গ নয়; কেননা নবজন্ম-রহস্য পবিত্র আত্মায় ছাড়া কেবল পিতা ও পুত্রে সাধিত নয়; একই প্রকারে পুত্রের নাম উচ্চারণ না করলে কেবল পিতা ও পবিত্র আত্মার নামে পূর্ণাঙ্গ ঐশজীবন-দায়ী দীক্ষাস্নান কার্যকর নয়; আবার আত্মাকে বাতিল করলে কেবল পিতা ও পুত্রে আমাদের পুনরুত্থানের অনুগ্রহ সাধিত নয়। এজন্য যে তিন ব্যক্তিত্ব এ নাম দ্বারা নিজেদের জ্ঞাত করেছেন, আমরা আমাদের আত্মা ত্রাণ করার সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রত্যয় সেই তিন ব্যক্তিত্বেই রাখি; এবং আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই পিতায় বিশ্বাস করি যিনি জীবনের উৎস, পিতার সেই একমাত্র পুত্রে বিশ্বাস করি যিনি—প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে—হলেন জীবন-প্রণেতা, ও সেই পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি যাঁর বিষয়ে প্রভু বলেন, *আত্মাই জীবনদায়ী।*

আর যেমনটি বলেছি, যেহেতু মৃত্যু থেকে মুক্ত এই আমাদের কাছে পবিত্র দীক্ষাস্নানে পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস দ্বারাই অমরত্বের অনুগ্রহ দান করা হয়, সেজন্য এই বিশেষ কারণ দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে আমরা একথা সমর্থন করি যে, হীন কিবা সৃষ্ট কিবা পিতার ঐশমর্যাদার

অযোগ্য প্রকার কোন কিছুই পবিত্র ত্রিত্বকে আরোপণীয় নয়; এর কারণ হল এ যে, পবিত্র ত্রিত্বে বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যে জীবন প্রাপ্য, আমাদের সেই জীবন একটিমাত্র; আর তেমন জীবন বিশ্বজগতের ঈশ্বর থেকেই ঠিক যেন এক উৎস থেকেই নির্গত হয়ে ও পুত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পবিত্র আত্মায় সিদ্ধি লাভ করে।

তেমন স্পষ্ট নিশ্চয়তায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে ও দেওয়া আদেশ অনুসারেই আমরা দীক্ষাস্নাত হই, ও যেভাবে দীক্ষাস্নাত হয়েছি সেভাবে বিশ্বাসও করি, ও যেভাবে বিশ্বাস করি সেভাবে উপলব্ধিও করি; যার ফলে দীক্ষাস্নান, বিশ্বাস ও আমাদের উপলব্ধি পূর্ণ ঐক্য অনুসারেই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিরাজিত।

২রা ফেব্রুয়ারী

মন্দিরে প্রভুকে উপস্থাপন

সুসমাচার পাঠ - লুক ২:২২-৪০

যখন মোশীর বিধান অনুসারে তাঁদের শুচীকরণ-কাল পূর্ণ হল, তখন যীশুর পিতামাতা তাঁকে যেরুসালেমে নিয়ে গেলেন যেন প্রভুর সামনে তাঁকে হাজির করেন,—যেমনটি প্রভুর বিধানে লেখা আছে, প্রথমজাত প্রত্যেক পুত্রসন্তানকে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করা হবে;—আর যেন প্রভুর বিধানের নির্দেশমত একজোড়া ঘুঘু কিংবা দু'টো পায়রার ছানা বলিরূপে উৎসর্গ করেন। সেসময়ে যেরুসালেমে সিমেয়োন নামে একজন ছিলেন, যিনি ধার্মিক ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের সান্ত্বনার প্রতীক্ষায় থাকতেন, ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে ছিলেন। পবিত্র আত্মা তাঁকে একথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর সেই খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না। সেই আত্মার আবেশে তিনি মন্দিরে এলেন, এবং যীশুর পিতামাতা যখন বিধানের নিয়ম-বিধি সম্পাদন করার জন্য শিশুটিকে ভিতরে নিয়ে আসছিলেন, তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, ও ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করে বলে উঠলেন:

'হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত
এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও;
কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ
যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে:
ঐশপ্রকাশে বিজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করার আলো
ও তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের গৌরব।'

শিশুটি সম্বন্ধে এই সমস্ত কথা শুনে তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন। সিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন, এবং তাঁর মা মারীয়াকে বললেন, 'দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য নিরূপিত; ইনি হবেন অস্বীকৃত এমন এক চিহ্ন—হ্যাঁ, তোমার নিজের প্রাণও এক খড়্গের আঘাতে বিদীর্ণ হবে—যেন অনেক হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশিত হয়।'

আন্না নামে এক নারী-নবীও ছিলেন: তিনি আসের গোষ্ঠীর ফানুয়েলের কন্যা। তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল; কুমারী অবস্থার পর সাত বছর স্বামীর ঘর করে তিনি বিধবা হয়েছিলেন; এখন তাঁর বয়স চুরাশি বছর হয়েছে। তিনি মন্দির থেকে কখনও দূরে না গিয়ে উপবাস ও প্রার্থনায় রত থেকে রাত-দিন উপাসনা করে চলতেন। সেই ক্ষণে এসে উপস্থিত হয়ে তিনিও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগলেন, এবং যত লোক যেরুসালেমের মুক্তিকর্মের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদের কাছে যীশুর কথা বলতে লাগলেন।

প্রভুর বিধান অনুসারে সবকিছু সমাধা করার পর তাঁরা গালিলেয়ায়, তাঁদের নিজেদের শহর নাজারেথে ফিরে গেলেন। ইতিমধ্যে বালকটি বেড়ে উঠলেন ও বলবান হতে লাগলেন—প্রজ্ঞায় পূর্ণ হয়ে। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপর ছিল।

এসো, উজ্জ্বল ও সনাতন আলো গ্রহণ করি

আমরা সকলে যারা প্রভুর সাক্ষাৎ-রহস্য আন্তর ভক্তি ভরে উদ্‌যাপন ও পূজা করি, এসো, আমরা সবাই গভীর আগ্রহের সঙ্গে একমন একপ্রাণ হয়ে এগিয়ে যাই। কেউই যেন বসে না থাকে, যেন নিজ মশাল বরণ করতে অসম্মত না হয়; বরং এসো, মোমবাতিগুলির দীপ্তি আরও দীপ্তিময় করে তুলি: সেগুলিতে রয়েছে তাঁরই দিব্য বিভার প্রতীক, যিনি এগিয়ে আসছেন, যিনি সনাতন আলোর ধারায় অন্ধকারময় ছায়া নিঃশেষ করে সবকিছু উজ্জ্বল করে তুলছেন। তাছাড়া আমাদের এ বাতিগুলো নির্দেশ করুক আমাদের আত্মার সেই দীপ্তিময়তা যার প্রভায় আমাদের খ্রীষ্টকে বরণ করতে যেতে হবে। যেমন ঈশ্বরজননী সেই অক্ষুণ্ন কুমারী সত্যকার আলোকে কোলে বহন করেছিলেন ও মৃত্যু-শায়িত সমস্ত মানবের কাছে কাছে গিয়েছিলেন, তেমনি সেই আলোতে আলোকিত হয়ে ও সকলের সামনে উজ্জ্বল সেই আলো হাতে ধরে, সত্যকার আলো যিনি, তাঁর দিকে আমাদেরও ছুটে যেতে হবে।

আলো জগতে এল ও জগৎগ্রাসী অন্ধকার নিঃশেষ ক'রে জগৎকে আলোকিত করে দিল। যিনি ঊর্ধ্ব থেকে উদীয়মান, তিনি আমাদের দেখতে এলেন; যারা অন্ধকারে শুয়ে ছিল, তিনি তাদের উপর আলো বিকিরণ করলেন। এজন্যই এখন আমাদেরও মশাল হাতে করে চলতে হবে, বাতি নিয়ে ছুটতে হবে। তাতে আমরা দেখাতে পারব যে আমাদের উপর আলোর উদ্ভাস হল, ও আমরা যার দূত, সেই দিব্য আলোর প্রতীক হয়ে উঠব। এটি আজকের দিনের মর্মসত্যের অর্থ।

যে সত্যকার আলো এ জগতে আগত প্রত্যেক মানুষকে উদ্ভাসিত করে, সেই আলো তো এসেছে। তবে ভাই, এসো, আমরা সকলে তা দ্বারা আলোকিত ও উদ্ভাসিত হই। কেউই যেন এ বিভা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পড়ে, জেদি মানুষেরই মত কেউই যেন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে না থাকে। সকলেই বরং এসো, উদ্ভাসিত ও আলোকিত হয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চলি। এসো, প্রাচীন সিমেয়োনের সঙ্গে আমরাও পুলকিত অন্তরে সেই উজ্জ্বল সনাতন আলো গ্রহণ করি। যিনি সত্যকার আলো প্রেরণ করে সমস্ত অন্ধকার নিঃশেষ করে আমাদের সকলকে আলোময় করে তুলেছেন, এসো, আমরা সেই আলোর পিতার উদ্দেশে স্তুতিগান জাগিয়ে তুলি। কেননা যে ঐশপরিত্রাণ সকল জাতির সামনে প্রস্তুত ছিল ও নব-ইস্রায়েল রূপে এই আমাদেরই গৌরবের জন্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর দয়ায় আমরাও তা দেখতে পেয়েছি, যার ফলে যেমন সিমেয়োন খ্রীষ্টকে দেখে বর্তমান জীবনের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন, তেমনি আমরাও সেই প্রাচীন অন্ধকারময় অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়েছি। বেথলেহেম থেকে আগত খ্রীষ্টকে বিশ্বাসেরই আলিঙ্গনে আলিঙ্গন করায় আমরাও বিজাতি অবস্থা থেকে ঈশ্বরেরই আপন জাতি হলাম—কেননা তিনিই পিতা ঈশ্বরের পরিত্রাণ। আমরা চোখ দিয়ে মাংসধারী ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছি, আর ঠিক যেহেতু আমাদের মাঝে উপস্থিত ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছি ও আত্মারই হাত দিয়ে তাঁকে বরণ করেছি, সেহেতুই আমরা নব-ইস্রায়েল বলে অভিহিত। আমরা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি শ্রদ্ধা করি; এখন থেকে তা ভুলে যাওয়া আর সম্ভব হবে না।

বিকল্প (খ বর্ষ)

তুমি কি যীশুকে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা কর?

এসো, আমরা একথা ভাবি, কেমন করে সিমেয়োনের জন্য সমস্ত কিছু আগে থেকে নিরূপিত হয়েছিল তিনি যেন ঈশ্বরের পুত্রকে আলিঙ্গন করতে পারেন। প্রথমত, পবিত্র আত্মার ঐশপ্রকাশ গুণে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে *প্রভুর খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি মৃত্যু দেখবেন না।* দ্বিতীয়ত, তিনি দৈবাৎ বা অভ্যাসমত মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়েই সেখানে গিয়েছিলেন, *কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত তারা ঈশ্বরের সন্তান।* তুমিও যদি যীশুকে আলিঙ্গন করতে ও কোলে তুলে নিতে ইচ্ছা কর, তবে আত্মার পরিচালনার অনুসরণ করতে ও ঈশ্বরের মন্দিরে যেতে যথাসাধ্যই চেষ্টা কর। এখন, এ মুহূর্তে, তুমি প্রভু যীশুর মন্দিরেই দাঁড়িয়ে আছ, তাঁর মণ্ডলীই যে মন্দির—এমন মন্দির যা জীবন্ত প্রস্তরগুলিতেই নির্মিত। যখন তোমার জীবনাচরণ মণ্ডলী নামের সত্যিই যোগ্য, তখনই তুমি ঈশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছ।

আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে তুমি যদি মন্দিরে আস, তবে শিশু যীশুর সন্ধান পাবে, ও তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বলবে, *হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও।* সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ কর, শান্তি কেমন করে মৃত্যু ও বিদায়ের সঙ্গে জড়িত, কেননা সিমেয়োন কেবল একথা বলেন না যে তিনি বিদায় নিতে চান, কিন্তু এও বলেন যে, শান্তিতেই বিদায় নিতে চান। এ হল সেই একই প্রতিশ্রুতি যা ধন্য আব্রাহামকেও দেওয়া হয়েছিল: *দীর্ঘায়ু হলে পর তুমি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে শান্তিতে চলে যাবে।* শান্তিতে মৃত্যুবরণ করে এমন ব্যক্তি কে? কেবল সেই ব্যক্তি, যার আছে *ঈশ্বরের সেই শান্তি যা বোধের অতীত,* যে শান্তি শান্তির অধিকারীর হৃদয় রক্ষা করে। আরও, শান্তিতে এজগৎ ছেড়ে চলে যায় এমন ব্যক্তিও কে? কেবল সেই ব্যক্তি, যে উপলব্ধি করেছে যে, *ঈশ্বরই খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন,* ও ঈশ্বরের সঙ্গে যার কোন বিরোধী ভাব না থাকায় বা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী না হওয়ায় শুভকর্মের মধ্য দিয়ে পূর্ণ শান্তি ও একাত্মতা অর্জন করেছে, যার ফলে আব্রাহামের মত সেও শান্তিতে চলে যেতে পারে ও পুণ্যবান কুলপতিদের সঙ্ঘে যোগ দিতে পারে।

কিন্তু আমরা কুলপতিদের কথা উত্থাপন করছি কেন? এর চেয়ে আমি কি বরং সেই যীশুরই কথা বলতে থাকব না, যিনি কুলপতিদের রাজা ও প্রভু, ও যাঁর বিষয়ে ধন্য পল বলেন: *মৃত্যুবরণ করে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকা শ্রেয়?* সেই ব্যক্তি যীশুকে পেয়ে গেছে, যে ব্যক্তি সাহস ধরে বলতে পারে: *এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।*

তবে আমরা যদি মন্দিরে থাকি ও ঈশ্বরের পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করি, তাহলে এসো, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে ও শিশু যীশুর কাছে প্রার্থনা করি যেন বিদায় ও উত্তম বিষয়ের দিকে যাত্রারও যোগ্য হতে পারি; কেননা আমরা সেই যীশুর সঙ্গে কথা বলতে ও তাঁকেই আলিঙ্গন করতে আকাঙ্ক্ষিত, যাঁর গৌরব ও পরাক্রম হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

বিকল্প (গ বর্ষ)

ইগ্নির মঠাধ্যক্ষ ধন্য গেরিকের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১:২,৩,৫**

এসো, উজ্জ্বল মোমবাতি হাতে করে চলি

আজ আমরা যখন এ জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ধরে রাখছি, তখন কার্ মনেই বা সঙ্গে সঙ্গে সেই পূজনীয় প্রাচীনের কথা পড়বে না, যিনি এদিনে নিজ কোলে সেই যীশুকে তুলে নিলেন, সেই ঐশবাণীকেই তুলে নিলেন যিনি মোমের মধ্যে লুক্কায়িত আলোর মত একটি দেহে গুপ্ত ছিলেন ও নিজের বিষয়ে বললেন তিনিই সকল জাতিকে আলোকিত করার জন্য আলো? হ্যাঁ, সিমেয়োন নিজেও উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় এমন প্রদীপ ছিলেন, যে প্রদীপ আলো বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করল। তিনি পবিত্র আত্মার উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়েই মন্দিরে এসেছিলেন; পবিত্র আত্মা এজন্যই তাঁকে পরিপূর্ণ করেছিলেন যেন *তোমার মন্দির-মাঝে, হে পরমেশ্বর, তোমার কৃপা গ্রহণ ক'রে* তিনি যীশুকেই ঐশকৃপা ও তোমার জাতির আলো বলে ঘোষণা করতে পারেন।

তাই সেখানে, সেই সিমেয়োনের হাতে জ্বলন্ত সেই বাতি রয়েছে: প্রভু যে বাতি হাতে ধরে রাখতে আদেশ করেছিলেন, সেই বাতি তুমি সিমেয়োনেরই বাতির আগুনে জ্বালাও। তাঁর কাছে এসে আলোকিত হয়ে ওঠ, যেন বাতি বহন করার চেয়ে তুমি বরং নিজেই এমন বাতি হতে পার যা ভিতরে তোমার নিজের জন্য ও বাইরে অপরের জন্য আলোময়। অতএব, তোমার হৃদয়ে একটা বাতি থাকুক, হাতেও থাকুক, ওষ্ঠেও থাকুক: হৃদয়ের বাতি যেন তোমার নিজের জন্য আলো দান করে, হাতের ও ওষ্ঠের বাতি যেন প্রতিবেশীর জন্য আলো দান করে। হৃদয়ের বাতি হল বিশ্বাসজনিত ভক্তি, হাতের বাতি হল তোমার শুভকর্মের আদর্শ, ওষ্ঠের বাতি হল তোমার গঠনশীল কথাবার্তা। আমরা আমাদের শুভকর্ম ও কথাবার্তা দ্বারা অপরের সামনে উজ্জ্বল হব এমন শুধু নয়, প্রার্থনা দ্বারাও স্বর্গদূতদের সামনে ও পুণ্য সঙ্কল্প দ্বারা ঈশ্বরের সামনেও আমাদের উজ্জ্বল হওয়া চাই। স্বর্গদূতদের সামনে আমাদের বাতি তখনই সূক্ষ্ম ভক্তি হয়ে দাঁড়ায় যখন তাঁদের সামনে আমরা মনোযোগের সঙ্গে গান করি ও ভক্তিভরে প্রার্থনা করি; আবার, ঈশ্বরের সামনে আমাদের বাতি তখনই জ্বলন্ত, যখন তাঁরই গ্রহণযোগ্য হতে আমরা একাগ্র, যাঁর হাতে নিজেদের সঁপে দিয়েছি।

তোমরা যেন এ সমস্ত বাতি নিজেদের জন্য জ্বালাতে পার, আলোর উৎসের কাছেই এসো, তা দ্বারাই নিজেদের আলোকিত হতে দাও—আমি সেই যীশুরই কথা ইঙ্গিত করছি যিনি তোমার বিশ্বাস আলোকিত করার উদ্দেশ্যে সিমেয়োনের কোলে রয়েছেন; সুতরাং তোমাদের কাজকর্মে উজ্জ্বল হও, তোমাদের কথাবার্তা উদ্দীপিত কর, তোমাদের প্রার্থনা ভক্তিপূর্ণ কর, তোমাদের সঙ্কল্প পরিশুদ্ধ কর। তবেই—এজীবনের বাতি নিঃশেষিত হলে তোমরা অন্তরে এতগুলো বাতি জ্বলন্ত রেখেছিলে বিধায় তোমাদের জন্য অনির্বাণ জীবনের আলো আবির্ভূত হবে, ও তোমাদের জীবনের সন্ধ্যায় মধ্যাহ্নেরই আলোর মত দীপ্তিমান হবে। তখন তোমরা নিজেদের নিঃশেষিতও মনে করতে পারবে, অথচ তোমরা প্রভাতী তারার মতই উদিত হবে, ও তোমাদের অন্ধকার মধ্যাহ্নেরই মত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তখন তোমাদের জন্য দিনের বেলায় সূর্যের তেজ আর দরকার হবে না, রাতে আলো দেবার জন্য চাঁদেরও তোমাদের দরকার হবে না; বরং প্রভুই হবেন তোমাদের চিরন্তন আলো, কেননা স্বয়ং মেষশাবকই হলেন নব যেরুসালেমের বাতি। তাঁরই গৌরব ও প্রশংসা হোক চিরদিন চিরকাল। আমেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী

সাধ্বী স্কলাস্তিকা, চিরকুমারী

সুসমাচার পাঠ - লুক ১০:৩৮-৪২

পথে এগিয়ে চলতে চলতে যীশু একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে একজন স্ত্রীলোক নিজের বাড়িতে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন।

মারীয়া নামে তাঁর একটি বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর বাণী শুনছিলেন। কিন্তু মার্থা সেবার ব্যাপারে খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন: কাছে এসে তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।' কিন্তু প্রভু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।'

মঠাধ্যক্ষ যোহন কাসিয়ানুস-লিখিত 'আলোচন-মালা' ১ম উপদেশ ৮

আত্মায় ঈশ্বরকে নিত্য আঁকড়িয়ে ধরাই সন্ন্যাসজীবনের লক্ষ্য

ঈশ্বরকে ও যা কিছু ঐশ্বরিক তা আত্মায় নিত্য আঁকড়িয়ে ধরাই আমাদের মুখ্য প্রচেষ্টা, অটল লক্ষ্য ও ধ্রুব আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত। যতই শ্রেষ্ঠ হোক না কেন অন্য সবকিছু আমাদের বিচারমানে দ্বিতীয় স্থান পাবার কথা; এমনকি গৌণ ও সম্ভবত ক্ষতিকর বলেও তা বিবেচনা করা উচিত। মার্থা ও মারীয়ার ব্যক্তিত্বে সুসমাচার ঠিক এ মনোভাব তুলে ধরে।

মার্থার কাজ যে পবিত্র, তা বলা বাহুল্য, কেননা স্বয়ং প্রভু ও তাঁর শিষ্যদেরই লক্ষ করছিল; একই সময়ে মারীয়া তাঁর পায়ের কাছে বসে কেবল প্রভুর আত্মিক শিক্ষায় নিবিষ্ট ছিলেন। অথচ প্রভু মারীয়ারই সেবাকে প্রথম স্থান দিলেন, কেননা তিনি সেই শ্রেষ্ঠ অংশটা বেছে নিয়েছিলেন যা তাঁর কাছ থেকে নেওয়া যাবে না। উত্তম আতিথেয়তার কর্তব্যে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত হয়ে মার্থা অনুভব করেছিলেন, একা হয়ে যা করতে পারবেন, তার চেয়ে বেশি কাজ তাঁর হাতে ছিল; এজন্য প্রভুকে বলেছিলেন: *প্রভু, আপনার কি কোন চিন্তা নেই যে, আমার বোন সেবাকর্মের ভার আমার একার উপরেই ফেলে রেখেছে? তাকে আমাকে সাহায্য করতে বলুন।* যে কাজে মার্থা বোনকে আহ্বান করছিলেন, তা অযোগ্য নয়, সত্যিই উৎকৃষ্ট কাজ ছিল; অথচ প্রভুর কাছ থেকে কী বাণী শুনলেন? *মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু আবশ্যক একটামাত্র জিনিস আছে; উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না।*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রভু ঐশদর্শনেই সর্বোত্তম অংশটি স্থাপন করলেন। এজন্য অনুমান করা যায় যে, অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ যতই ভাল ও আবশ্যক হোক না কেন, তবু দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হওয়ার কথা, কেননা এই একমাত্র সদ্‌গুণের লক্ষ্যেই অন্য সমস্ত গুণাবলির অনুশীলন করা হয়। *তুমি অনেক কিছু নিয়ে চিন্তিতা ও উদ্বিগ্না; কিন্তু অল্প কয়েকটা জিনিস, এমনকি একটামাত্র জিনিস আবশ্যক:* এ বাণীর মধ্য দিয়ে প্রভু বলতে চাইলেন, সর্বোত্তম অংশটি ব্যস্ততার মধ্যে নিহিত নয়—সেই ব্যস্ততা যতই প্রশংসনীয় ও ফলপ্রদ হোক না কেন—বরং তাঁর নিজের একক ও অবিচ্ছিন্ন দর্শনেই বাস্তবায়িত। সিদ্ধ আনন্দ লাভের লক্ষ্যে যে অল্প কিছুই আবশ্যক, একথার মধ্য

দিয়ে তিনি বলতে চাইলেন যে, ঐশদর্শনের প্রথম পর্যায় এমন, যে পর্যায়ে আমরা অল্পসংখ্যক সাধুসাধ্বীর আদর্শ ধ্যান করি। যে কেউ এখনও এ পথে দাঁড়িয়ে আছে, সে এ দর্শন থেকে সেই পর্যায়ে উন্নীত হবে যা 'একমাত্র জিনিস' বলে অভিহিত, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহায়তায় সে একমাত্র ঈশ্বরেরই দর্শন লাভ করবে। সাধুসাধ্বীর আশ্চর্য কর্ম ও আদর্শ অনুকরণ করতে করতে তেমন ব্যক্তি কেবল ঈশ্বরজ্ঞান ও তাঁর সৌন্দর্য দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে।

উত্তম অংশটা মারীয়াই বেছে নিয়েছে, আর তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না। এ বাণীও মনোযোগের সঙ্গে বিবেচনা কর। 'মারীয়া উত্তম অংশটি বেছে নিয়েছে' একথা বলে প্রভু মার্থার কথা উল্লেখ করেন না, কোন প্রকারেই তিনি মার্থার নিন্দা করেন না। কিন্তু তবুও মারীয়ার প্রশংসায় তিনি স্পষ্ট দেখান যে, মার্থার অংশ তত উত্তম নয়। আবার, তিনি যখন বলেন, 'তার কাছ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে না,' তখন বলতে চান যে, মার্থার কাজ একদিন শেষ হবেই (কেননা কোন শারীরিক সেবা চিরস্থায়ী হতে পারে না), কিন্তু মারীয়ার কাজের কখনও শেষ হবে না।

২২শে ফেব্রুয়ারী

প্রেরিতদূত পিতরের ধর্মাসন

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৬:১৩-১৯

ফিলিপ-সীজারিয়া অঞ্চলে এসে যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' সিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।' প্রত্যুত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।'

(বিজোড় বর্ষ) পরিসেবক পলের উপদেশ **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ**

পিতরকে সম্মান করা সকল মণ্ডলীর কর্তব্য

আদি খ্রীষ্টমণ্ডলী আজকের পর্ব সাধু পিতরের ধর্মাসন বলে অভিহিত করল, কারণ কথিত আছে, প্রেরিতদূতদের প্রধান সেই পিতর এ দিনেই বিশপ রূপে আসন গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এ সত্যিই সমীচীন যে, সমগ্র জগৎ জুড়ে সকল মণ্ডলী সেই আসনের বার্ষিকী পালন করবে, যে আসন প্রেরিতদূতটি মণ্ডলীরই পরিত্রাণের জন্য তখনই গ্রহণ করেছিলেন যখন প্রভু বলেছিলেন, *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব।* 'এই প্রস্তরের উপর' বলতে সংযোগপ্রস্তর আমাদের সেই প্রভু ও ত্রাণকর্তাকে বোঝায় যিনি নিজ বিশ্বস্ত সাক্ষীকে নিজ নামটির অংশী করে তুলেছেন।

আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। পাতালের দ্বার হল নির্যাতকদের সেই

সমস্ত নিপীড়ন ও তোষামোদ যা কাউকে এমন ভয়ে অভিভূত করে যে, তারা বিশ্বাস হারায়; তাতে চিরন্তন মৃত্যুর দ্বার উন্মুক্ত হয়। পাতালের দ্বার বহু বটে, তবু সেগুলোর একটাও প্রস্তরে স্থাপিত মণ্ডলীকে পরাভূত করতে পারে না।

অতএব এ সমীচীন যে, সকল মণ্ডলীগুলো পিতরকে সম্মান করবে, কেননা শক্ততম প্রস্তরের মত দৃঢ় হয়ে মণ্ডলীর মাথারূপে তিনি অক্লান্তিকর সহিষ্ণুতার শক্তি দ্বারা জয়ী হয়ে পবিত্র আত্মার অধিকার গুণে খ্রীষ্টের শত্রুদের লজ্জায় নিমজ্জিত করেছেন। গৌরবের রাজাকে স্বীকার করায় যাঁর জন্য সনাতন সিংহদ্বার উন্মুক্ত করা হল, ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পাতালের দ্বার তাঁকে পরাভূত করল না, কেননা জীবন-দ্বার বন্ধ হয়ে থাকতে পারতই না তাঁর জন্য, যিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ঈশ্বরের একক ঐশমর্যাদার দুর্জ্ঞেয় রহস্য ঘোষণা করেছিলেন; হ্যাঁ, তিনি ঘোষণা করেছিলেন, পিতা ও পুত্র এক ঐশমর্যাদায় ঐক্যবদ্ধ; তিনি এ শিক্ষাও দিলেন ও প্রচার করলেন যে, সেই একমাত্র ও একই ঈশ্বরপুত্রে সেই মানবতাও বিরাজিত যা তিনি ধারণ করেছিলেন ও একইসময়ে সেই ঈশ্বরত্বও বিরাজিত যা অধিকারসূত্রেই তাঁর। তিনি প্রকৃতপক্ষে ত্রাণকর্তাকে একথা বলতে শুনেছিলেন: *আমি ও পিতা এক*; তাঁর এ বাণীও শুনেছিলেন: *যে কেউ আমাকে দেখে, সে পিতাকেও দেখে।*

পিতরের স্বীকারোক্তি তাঁকে পৃথিবীতে সম্মানের ও স্বর্গে গৌরবের যোগ্য করে তুলেছে; এ কারণেই প্রভু তাঁকে মণ্ডলীর ভিত্তি বলে অভিহিত করলেন। ফলে বিশ্বমণ্ডলী তার সেই ভিত্তিকে যথাযোগ্য সম্মান দেখায় যার উপরে তার গাঁথনি উচ্চতম পর্যায়ে উত্তোলিত। সামসঙ্গীত-রচয়িতা উপযুক্ত ভাবেই বলেন: *তারা জনমণ্ডলীতেই তাঁর জয়ধ্বনি তুলুক; প্রবীণদের আসনে তাঁর প্রশংসা করুক।* তাই যে ভিত্তির উপরে স্থাপিত হয়ে মণ্ডলী স্বর্গ পর্যন্ত উত্তোলিত, সেই ভিত্তিকে সম্মান দেখানো মণ্ডলীর পক্ষে একান্ত সমীচীন।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

দামাস্কাসের সাধু যোহন উপদেশাবলি — **প্রভুর দিব্য রূপান্তর**

যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী!

ফিলিপের নগরী সীজারিয়ায় প্রভু নিজ শিষ্যদের প্রথম ধর্মসভায় একত্র করলেন। ধর্মাসন হিসাবে একটা প্রস্তর নিয়ে, যিনি জীবন্ত প্রস্তর তিনি শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন: *মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকেরা কী বলে?* মানুষের অজ্ঞতা বিষয়ে তিনি যে অচেতন এজন্যই তিনি তেমন প্রশ্ন রাখলেন এমন নয়—তিনি তো সর্বজান্তা!—তিনি বরং জ্ঞানের আলো দান করায় সেই অজ্ঞতা দূর করে দিতে চাচ্ছিলেন যা শিষ্যদের চোখ অন্ধকারাচ্ছন্ন করছিল।

উত্তরে শিষ্যেরা বললেন, কেউ কেউ তাঁকে দীক্ষাগুরু যোহন, অন্য কেউ তাঁকে এলিয়, আর অন্য কেই তাঁকে যেরেমিয়া বা নবীদের মধ্যে একজন বলেই ঘোষণা করছিল। তখন যিনি সবকিছু সাধন করতে সক্ষম, এ সমস্ত ভুল ধারণা বাতিল করার উদ্দেশ্যে ও সত্য স্বীকার করতে সক্ষম এমন সর্বোত্তম দান অজ্ঞকে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি কী করলেন? মানুষ হিসাবে তিনি একটা প্রশ্ন রাখলেন, ঈশ্বর হিসাবে সেই শিষ্যকেই উদ্বুদ্ধ করলেন যিনি প্রথম আহূত হয়ে তাঁর অনুসরণ করেছিলেন; অর্থাৎ সেই শিষ্যকেই উদ্বুদ্ধ করলেন যাঁকে তিনি নিজ পূর্বজ্ঞানে মণ্ডলীর যোগ্য

নেতারূপে আগে থেকে নিযুক্ত করেছিলেন। ঈশ্বর হিসাবে তিনি এ মানুষকে উদ্দীপিত করলেন ও তাঁর মধ্য দিয়ে কথা বললেন। তাঁকে কী জিজ্ঞাসা করলেন? *আর তোমরা? আমি কে, এবিষয়ে তোমরা কী বল?* অগ্নিময় সদাগ্রহে উদ্দীপ্ত হয়ে ও পবিত্র আত্মায় উদ্দীপিত হয়ে তখন পিতর উত্তরে বললেন: *আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।*

আহা, কতই না ধন্য সেই মুখ, কতই না পরমধন্য সেই ওষ্ঠ, কতই না উদ্দীপিত সেই অন্তর যা ঐশরহস্যগুলি বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হতে যোগ্য হল! বাস্তবিক স্বয়ং পিতাই সেই ইন্দ্রিয়গুলির মধ্য দিয়ে কথা বললেন! তখন যিনি মিথ্যা বলতে পারেন না, তিনি বললেন: *যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী,* কেননা রক্তমাংসের কোন মানুষ নয়, মানবীয় বুদ্ধিও নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে এ দিব্য ও গুপ্ত সত্য প্রকাশ করেছেন। কেননা কেবল পুত্রই যাঁকে জানেন, কেবল সেই পিতা ছাড়া অন্য কেউই পুত্রকে জানে না; অর্থাৎ, যিনি পুত্রের জনক, সেই পিতা পুত্রকে জানেন, আর তাঁকে সেই পবিত্র আত্মাও জানেন যিনি ঈশ্বরের গভীর রহস্য জানেন।

এই তো সেই দৃঢ় ও অটল বিশ্বাস যার উপরে শৈলের উপরেই যেন মণ্ডলী স্থাপিত, সেই যে শৈল অনুসারেই, হে পিতর, তোমাকে নাম দেওয়া হয়েছে। এই শৈলের বিরুদ্ধেই পাতালের দ্বার, ভ্রান্তমতপন্থীদের মুখ ও শয়তানের সেবকেরা রাগান্বিত হয়ে আক্রমণ চালাবে, তাকে কিন্তু পরাভূত করতে পারবে না: তারা অস্ত্র ধারণ করবে, কিন্তু জয়লাভ করতে সক্ষম হবে না। তারা আঘাতই করে বটে, কিন্তু তা হচ্ছে ও হবে বালকেরই তীরের মত। তাদের যুক্তি দুর্বল হবে, এমনকি অবশেষে পরস্পর বিরোধীই হবে, কেননা যারা সত্যকে প্রতিরোধ করে, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ঘটায়। প্রভু এ মণ্ডলীকে নিজ রক্তমূল্যে কিনেছেন, একথা সত্য, কিন্তু তাঁর অধিক বিশ্বস্ত সেবকরূপে তোমারই হাতে, পিতর, তা ন্যস্ত করেছেন। তোমার প্রার্থনা গুণে মণ্ডলীর অটলতা ও শান্তি রক্ষা কর।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মণ্ডলী কখনও পরাভূত হবে না, টলমানও হবে না, তার ধ্বংসও কখনও হবে না, কেননা সেই খ্রীষ্টই তাই বললেন যিনি আকাশমণ্ডল গড়লেন ও পৃথিবী দৃঢ়রূপে স্থাপন করলেন, যেমনটি পবিত্র আত্মা বলেছেন: *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল।* তবু আমরা প্রার্থনা করি, ঝড় যেন প্রশমিত হয়, আলোড়ন যেন স্থৈর্যে পরিণত হয়; এজন্যও প্রার্থনা করি, যেন নিরুদ্বিগ্ন ও উত্তম শান্তি আমাদের মঞ্জুর করা হয়। পিতর, এ উদ্দেশ্যে তুমি আমাদের হয়ে খ্রীষ্টের কাছে অনুনয় কর, কেননা তিনিই মণ্ডলীর সেই নিষ্কলঙ্ক বর যিনি স্বর্গরাজ্যের চাবির রক্ষকরূপে তোমাকে নিযুক্ত করেছেন, ও বেঁধে রাখা ও মুক্ত করার অধিকার তোমাকে দিয়েছেন—তুমিই যে তাঁকে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র বলে উত্তমরূপে ঘোষণা করেছিলে।

১৯শে মার্চ

সাধু যোসেফ, ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বামী

সুসমাচার পাঠ - মথি ১:১৬,১৮-২১,২৪

যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়ার গর্ভে খ্রীষ্ট বলে অভিহিত যীশুর জন্ম হয়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন,

আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।'

যোসেফ ঘুম থেকে জেগে উঠে, প্রভুর দূত তাঁকে যেমন আদেশ করেছিলেন, সেইমত করলেন: তিনি নিজ স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন। ইনি পুত্রকে প্রসব করার আগে তাঁর সঙ্গে যোসেফের কখনও মিলন হয়নি; তিনি তাঁর নাম যীশু রাখলেন।

ঈশ্বর যোসেফকে ঈশ্বরের পিতা বলে অভিহিত ও গণ্য হতে যোগ্য করে তুললেন

হিব্রুদের এ প্রথা ছিল যে, বাগ্‌দানের দিন থেকে বিবাহের দিন পর্যন্ত কনেকে বরের তত্ত্বাবধানে রাখা হবে, যাতে তারা যতখানি পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে তাদের শুদ্ধতা ততখানি সংরক্ষিত হয়। এখন, যেমন টমাস তাঁর সন্দেহ দ্বারা ও তারপরে খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ দ্বারা প্রভুর পুনরুত্থানের সবচেয়ে দৃঢ় সাক্ষী হলেন, তেমনি যোসেফ মারীয়ার সঙ্গে বাগ্‌দান করে ও বিবাহ-প্রস্তুতির সময় ধরে তাঁকে ভালোমত জেনে তাঁর শুচিতার সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হলেন। উভয় ব্যাপার অত্যন্ত উপযোগী: টমাসের সন্দেহও উপযোগী, মারীয়ার বাগ্‌দানও উপযোগী!

তবে মারীয়া যে যোসেফের সঙ্গে বিবাহ করবেন এ প্রয়োজন ছিল, যাতে পবিত্র বিষয় অবিশ্বাসীদের কাছে গুপ্ত থাকে, তাঁর কুমারীত্ব যেন বরের দ্বারা সপ্রমাণিত হয়, ও তাঁর শুচিতা ও সুনাম যেন অক্ষুণ্ন থাকে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা সত্যিই ঐশযত্নশীলতার প্রজ্ঞাময় ও যথাযোগ্য সুব্যবস্থা—একটিমাত্র কাজেই একটি সাক্ষীকে স্বর্গীয় রহস্যগুলির সহভাগী করা হল, শত্রুকে বাইরে রাখা হল, ও কুমারীর মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা হল। কিন্তু তবুও এমন কেউ থাকতে পারে যে এ আপত্তি উত্থাপন করবে: 'মানুষ হিসাবে যোসেফ তাঁর স্ত্রীর বিশ্বস্ততা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ না করে পারতেন না; কিন্তু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি হওয়ায় তিনি এ সন্দেহের কারণে তাঁর সঙ্গে ঘর করতে অবশ্যই সম্মত হলেন না, অপর দিকে ভক্তপ্রাণ হওয়ায় তাঁকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি বলে দুর্নামের হাতে ছেড়ে দিতেও চাইলেন না: এজন্যই তিনি তাঁকে গোপনে ত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।'

স্বল্প কথায় উত্তর দিয়ে আমি বলব যে, যোসেফের তেমন সন্দেহও প্রয়োজন ছিল, যাতে ঈশ্বর সুস্পষ্ট একটা উপযোগী প্রমাণ দিতে পারতেন: *তিনি এ সমস্ত বিষয় ভাবছেন*—অর্থাৎ তাঁকে গোপনে ত্যাগ করার কথা ভাবছেন—*এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে।*

সুতরাং এ সমস্ত কারণের জন্যই মারীয়া যোসেফের স্ত্রী হলেন, কিংবা সুসমাচার-রচয়িতার বর্ণনা অনুসারে *যোসেফ বলে পরিচিত একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন।* যোসেফ যে একটি নারীর বর, এজন্যই যে সুসমাচার-রচয়িতা তাঁকে পুরুষ বলে অভিহিত করেন এমন নয়, বরং

এজন্যই যে, তিনি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, অর্থাৎ কিনা—আর একজন সুসমাচার-রচয়িতার কথা অনুসারে—এজন্যই যে, তিনি সাধারণ এক ব্যক্তি নন, কিন্তু তাঁরই স্বামী ছিলেন: অতএব তাঁকে ‘পুরুষ’ বলে অভিহিত করা হয় কারণ লোকে তা-ই বলে তাঁকে মনে করছিল।

এজন্য যোসেফকে মারীয়ার স্বামী বলেও অভিহিত করা হল, কারণ ঠিক তা-ই বলেই তাঁকে পরিগণিত হওয়া আবশ্যক ছিল; একই প্রকারে, প্রকৃতপক্ষে ত্রাণকর্তার পিতা না হয়েও তিনি তাও বলে গণ্য হতে যোগ্য হলেন: *যখন যীশু নিজ কাজ আরম্ভ করেন, তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর; তিনি, লোকদের ধারণায়, যোসেফের সন্তান।*

তাই যোসেফ জননীর স্বামীও হলেন না, পুত্রের পিতাও হলেন না, যদিও—যেমন ব্যাখ্যা করে এসেছি—তাঁর বিশেষ অবস্থার কারণে কিছু কালের মত তিনি তা-ই বলে অভিহিত ও গণ্য হলেন।

এ সমস্ত কিছু থেকে আমরা একথা অনুমান করতে পারি যে, ঈশ্বর যোসেফকে ঈশ্বরের পিতা বলে অভিহিত ও গণ্য হতে যোগ্য করে তুললেন; যোসেফ সত্যিই সম্পূর্ণরূপে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন।

ত্রাণকর্তার জননী যাঁর স্ত্রী, সেই যোসেফ যে সবসময়ের মত সৎ ও বিশ্বস্ত হলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি সত্যিই সেই সৎ বিশ্বস্ত কর্মচারী, যাঁকে প্রভু আপন জননীকে সান্ত্বনা দিতে ও যত্ন করতে মনোনীত করেছিলেন; পৃথিবীতে তিনিই ঈশ্বরের মহাপরিকল্পনার একমাত্র অধিক বিশ্বস্ত সহায়।

২১শে মার্চ

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্টের উত্তরণ

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৭:২০-২৬

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন: ‘আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে, সকলেই যেন এক হয়; পিতা, তুমি যেমন আমাতে আছ আর আমি তোমাতে আছি, তেমনি তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে, যাতে জগৎ বিশ্বাস করতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছিলে। তুমি আমাকে যে গৌরব দিয়েছ, আমি তা তাদের দিয়েছি, তারা যেন এক হয় আমরা যেমন এক: আমি তাদের অন্তরে আর তুমি আমাতে, তারা যেন পরিপূর্ণরূপেই এক হয়, যাতে জগৎ জানতে পারে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ এবং আমাকে যেমন ভালবেসেছ, তেমনি তাদেরও ভালবেসেছ।

পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার সেই গৌরব দেখতে পায়, সেই যে গৌরব তুমি আমাকে দিয়েছ; কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ। হে ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে জানেনি, কিন্তু আমি তোমাকে জেনেছি, এরাও জেনেছে যে, তুমিই আমাকে প্রেরণ করেছ। আমি তোমার নাম তাদের জানিয়েছি আর জানাতে থাকব; যে ভালবাসায় তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই ভালবাসা যেন তাদের অন্তরে থাকে, এবং আমিও যেন তাদের অন্তরে থাকি।’

(বিজোড় বর্ষ) সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **সাধু বেনেডিক্টের জন্মতিথি, উপদেশ ২-৪,৭-৮**

এসো, আমাদের গৌরবময় গুরুর কথা স্মরণ করি

এসো, আমরা আজ আমাদের গৌরবময় গুরু বেনেডিক্টের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করি, সানন্দেই তাঁর মধুর নাম স্মরণ ও সম্মান করি, কারণ তিনি আমাদের পথদিশারী, গুরু ও বিধানকর্তা। তাঁর পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও ভালবাসায় তোমরা যেন নবীন তেজ পেতে পার।

ধন্য বেনেডিক্ট ছিলেন এমন প্রচণ্ড ও ফলপ্রসূ বৃক্ষ যা জলস্রোতের ধারে রোপিত; আর জলস্রোতের ধারে রোপিত বৃক্ষের মত তিনি যথাসময় ফল দান করলেন। যে যে ফল তিনি ধরেছেন, সেগুলির মধ্যে উপরে উল্লিখিত সেই তিনটে গুণ রয়েছে তথা পবিত্রতা, ধর্মময়তা ও ভালবাসা। তাঁর অলৌকিক কর্মগুলো তাঁর পবিত্রতা প্রমাণসিদ্ধ করে, তাঁর শিক্ষা তাঁর ভালবাসারই প্রমাণ, ও তাঁর জীবন তাঁর ধর্মময়তার বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু আমি কেনই বা তোমাদের কাছে তাঁর অলৌকিক কাজের কথা উল্লেখ করছি? আমি কি চাই, তোমরাও অলৌকিক কাজ সাধন করবে? কখনও না। আমি সেগুলোর কথা উল্লেখ করছি যাতে তোমরা সেগুলোর উপরে নির্ভর কর; অন্য কথায়, আমি তোমাদের আস্থাবান ও আনন্দিত করতে চাই এই জ্ঞানে যে, তেমন মেষপালক দ্বারাই তোমরা পালিত ও তেমন প্রতিপালক দ্বারাই সুরক্ষিত। যিনি পৃথিবীতে তত প্রভাবশালী ছিলেন, বলা বাহুল্য তিনি স্বর্গেও প্রভাবশালী হবেন!

তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে বেনেডিক্ট আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন ও আমাদের পদক্ষেপ শান্তির পথে চালিত করেন। তারপর, তাঁর ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের বলবান করেন ও উৎসাহ দান করেন: আমরা যখন জানি, তিনি নিজে তার অনুশীলন না করলে কিছুই শেখাননি, তখন তাঁর শিক্ষা মেনে নিতে আমরা আরও আগ্রহী। হ্যাঁ, জীবনাদর্শ এমন ব্যাপার যা জীবন্ত ও কার্যকর: যখন আমাদের দেখানো হয় যে একটি পরামর্শ অসম্ভব নয়, তখন তা পালন করার বাসনা অধিক বৃদ্ধি পায়।

তবে বেনেডিক্টের পবিত্রতা আমাদের বলবান করে, তাঁর ভালবাসা আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর ধর্মময়তা আমাদের উৎসাহিত করে। আহা, কতই না মহান তাঁরই সে ভালবাসা, যিনি সমসাময়িকদের উপকার করা ছাড়া ভাবী যুগের মানুষকে নিয়েও চিন্তিত ছিলেন! তিনি এমন বৃক্ষ যা কেবল নিজ যুগের মানুষের জন্য ফলপ্রসূ হয়নি, বর্তমান যুগের মানুষের জন্যও যা ফল ধরে থাকে, এমনকি অধিকতর পরিমাণেই নতুন নতুন ফল ধরে।

সত্যিই বেনেডিক্ট ছিলেন *ঈশ্বরের ও মানুষের ভালবাসার পাত্র।* তাঁর উপস্থিতি শুধু আশীর্বাদ এনে দিয়েছে এমন নয়, তাঁর স্মৃতিও আশিসমণ্ডিত—এখনও আমরা তাঁর আশীর্বাদের পাত্র। আরও অনেকেই নিজ উপস্থিতিতে আশীর্বাদ এনে দিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা কেবল ঈশ্বরেরই ভালবাসার পাত্র ছিলেন, কারণ কেবল তিনিই তাঁদের কথা জানতেন। আজ পর্যন্ত বেনেডিক্ট প্রভুর প্রতি তাঁর ভালবাসার ত্রিবিধ প্রমাণ দ্বারা প্রভুর মেষপালকে ত্রিবিধ ফল দ্বারা পরিপুষ্ট করেন; তথা নিজ জীবনাদর্শ, শিক্ষা ও প্রার্থনা দ্বারা। প্রিয়জনেরা, তোমরা যখন তাঁর নিশ্চিত সহায়তার পাত্র, তখন তোমাদেরও ফলপ্রসূ হতে হবে; কেননা এই তো তোমাদের ভার: *তোমরা গিয়ে ফলপ্রসূ হও।*

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে?

তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই

পিতা, যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, আমি তাদের তোমার নামে রক্ষা করতাম। এখন আমি তোমার কাছে আসছি। তুমি যাদের আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর। আমি তো এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি যেন সেই ধূর্তজনের হাত থেকে তাদের রক্ষা কর। সার্বিক অর্থ অনুসারে স্পষ্ট দাঁড়ায় যে এ প্রার্থনার মূল কথা উপরে উল্লিখিত তিনটে যাচনায় কেন্দ্রীভূত, যেগুলোতে পরিত্রাণের গোটা রহস্যটি একীভূত, এমনকি সিদ্ধতার গোটা রহস্যটিও সেখানে একীভূত, ফলত দুর্জনের হাত থেকে রক্ষা পাবার কথা ছাড়া অন্য কিছু বলা আর দরকার হয় না। তিনি বলেন: *পিতা, আমি ইচ্ছা করি, যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, যেখানে আমি আছি তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যাতে আমার গৌরব দেখতে পায়।*

ধন্য তোমরা, যাদের পক্ষসমর্থক রূপে স্বয়ং বিচারকই আছেন! যাঁর আরাধনা করতে হয়, তিনিই তোমাদের হয়ে প্রার্থনা করেন; আর সেই একই ভালবাসায় তিনি প্রার্থনা করেন, যে ভালবাসা তাঁরই অধিকার যাঁর কাছে প্রার্থনা করা হয়, অর্থাৎ সেই পিতা যাঁর সঙ্গে খ্রীষ্ট একাত্মা, এক-ইচ্ছা, এক-অধিকার—কেননা ঈশ্বর এক। আর যার জন্য খ্রীষ্ট প্রার্থনা করেন, তা যে পূরণ করা হবে তা স্বাভাবিক, কারণ তাঁর বাণী কার্যশক্তি মণ্ডিত ও তাঁর ইচ্ছাও কার্যকারী: *তিনি কথা বলতেই সবই আবির্ভূত হয়, তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই উপস্থিত হয়।* এতে ভক্তদের পক্ষে কতই না নিশ্চয়তা রয়েছে! বিশ্বাসীদের পক্ষে কতই না আস্থাও রয়েছে! তাদের পক্ষে এ যথেষ্ট যে, গ্রহণ করা অনুগ্রহকে তারা যেন না হারায়। কেননা এ নিশ্চয়তা কেবল প্রেরিতদূতদের কাছে বা তাঁদের শিষ্যদের কাছে অর্পিত নয়, তাদের সকলেরই কাছে অর্পিত যারা প্রেরিতদূতদের বাণীপ্রচারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বাণীর প্রতি বিশ্বাসী হবে: *আমি প্রার্থনা করছি শুধু তাদেরই জন্য নয়, কিন্তু তাদেরও জন্য, যারা তাদের বাণীর মধ্য দিয়ে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখবে।*

খ্রীষ্টের খাতিরে তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর প্রতি কেবল বিশ্বাসই রাখ, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখযন্ত্রণাও ভোগ কর; ঠিক তাদেরই মত, খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস যাদের দৈনন্দিন রিপু-সংগ্রামের অবিরত সাক্ষ্যমরণে মাল্যভূষিত করে—নিশ্চয়তা হেতু বিশ্বাস তাদের শিথিল করে না, কিন্তু উদ্দীপনায় অধিক উদ্দীপ্তই করে তোলে। তেমন সাক্ষ্যমরণ অবিরত বটে, কিন্তু সহজ; সহজও বটে, কিন্তু উৎকৃষ্ট। তেমন সাক্ষ্যমরণ সহজ, কেননা শক্তির ঊর্ধ্বে কিছুই দাবি করে না; উৎকৃষ্টও সেই সাক্ষ্যমরণ, কারণ সুসজ্জিত মহাযোদ্ধা রূপে দণ্ডায়মান সেই শত্রুর মহাশক্তির উপর বিজয়ী। তবে খ্রীষ্টের কোমল জোয়াল বহন করা কি সহজ নয়? তাঁর রাজ্যে মাল্যভূষিত হওয়াও কি উৎকৃষ্ট নয়? যার পাখা আছে, সেই পাখা বহন করার চেয়ে সহজ তার পক্ষে কী থাকতে পারে? খ্রীষ্ট যেখানে আরোহণ করেছেন, সেই স্বর্গের ঊর্ধ্বে ওড়ার চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কীবা থাকতে পারে?

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমরা কেমন করে ভাবতে পারি যে, দৈনন্দিন চর্চায় যে এখন উড়তে শেখেনি, সেসময় সে এক নিমেষেই পৃথিবী থেকে স্বর্গে উড়তে পারবে? এমন কেউ আছে যারা ঐশদর্শনে

চোখ নিবদ্ধ রাখায়ই ওড়ে; তুমি কমপক্ষে ভালবাসায় ওড়। আত্মহারা অবস্থায় পল তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্তই উপনীত হয়েছিলেন, যোহন তাঁরই কাছে উপনীত হয়েছিলেন যিনি *আদিতে ছিলেন বাণী।* তুমি কমপক্ষে এতে সচেষ্ট থাক, যাতে তোমার কলুষিত প্রাণ ধুলায় লুটিয়ে না দাও; তোমার হৃদয় শিথিলতায় নিমজ্জিত হয়ে পৃথিবীতে পচে যাবে এও হতে দিয়ো না। যদিও তুমি মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বলোকের বিষয় নয়, পার্থিব বিষয়েরই অন্বেষণ করে থাক, তবু নিজেকে ভর্ৎসনা কর, ও নবীর সঙ্গে প্রভুকে বল: *স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।* আহা, স্বর্গে আমার জন্য যা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা কতই না মহান—অথচ আমি তা তুচ্ছই করছিলাম! আর পৃথিবী জুড়ে আমি লোভের সঙ্গে যার সন্ধান করছিলাম, তা কতই না অসার বস্তু ছিল! যিনি তোমার ধন, সেই খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ করলেন: তোমার হৃদয়ও সেখানে থাকুক। সেখান থেকেই তো তোমার উদ্ভব, সেইখানে তোমার নিয়তি ও তোমার উত্তরাধিকার, সেখান থেকেই তুমি ত্রাণকর্তার পুনরাগমনের প্রত্যাশায় আছ।

২৫শে মার্চ

প্রভুর আগমন সংবাদ

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:২৬-৩৮

ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন, যিনি দাউদকুলের যোসেফ বলে পরিচিত একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া।

প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।' মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।' মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

(বিজোড় বর্ষ) মহাপ্রাণ সাধু লিওর পত্রাবলি **ফ্লাভিয়ানুসের কাছে পত্র ২৮:৩-৪**

আমাদের পুনর্মিলনের রহস্য

যিনি ঐশরাজ তিনি আমাদের স্বরূপের দীনতা গ্রহণ করলেন, যিনি শক্তিশালী তিনি আমাদের দুর্বলতা ধারণ করলেন, যিনি সনাতন তিনি আমাদের মরণশীলতা বরণ করলেন, এবং যে ঋণ আমাদের দশার উপর চাপ দিচ্ছিল, তা শোধ করতে সেই আবেগহীন স্বরূপ আমাদের আবেগ-প্রবণ

স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হল। এ সমস্ত কিছু ঘটেছে যেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় মধ্যস্থ সেই মানুষ খ্রীষ্টযীশু, যিনি একদিকে মৃত্যু থেকে মুক্ত, তিনি যেন অন্য দিকে মৃত্যুর অধীন হতে পারতেন। আর তা আমাদের পরিত্রাণের জন্য সুবিধাজনকই ছিল।

ঈশ্বর যে স্বরূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তা ছিল প্রকৃত, নিখুঁত ও সম্পূর্ণ মানবীয়ই স্বরূপ, কিন্তু একাধারে সেই ঐশস্বরূপও প্রকৃত ও সম্পূর্ণ, যে স্বরূপে তিনি অপরিবর্তনশীল হয়ে বিরাজ করেন। তাঁর মধ্যে ঐশস্বরূপের সমস্ত কিছু আছে, আবার আমাদের স্বরূপেরও সমস্ত কিছু আছে।

আমাদের স্বরূপ বলতে আমরা সেটাকেই বোঝাই যেটা আদিতে ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল ও মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বাণী দ্বারা ধারণ করা হল। কিন্তু, যে দুষ্টতা সেই প্রবঞ্চক জগতে এনে দিয়েছিল ও যা প্রবঞ্চিত মানুষ গ্রহণ করেছিল, ত্রাণকর্তার মধ্যে তার এক বিন্দুও ছিল না। তিনি আমাদের দুর্বলতা আপন করতে ইচ্ছা করলেন বটে, অথচ আমাদের শত অপরাধের অংশ হতে চাইলেন না।

তিনি ক্রীতদাসের দশা ধারণ করলেন, কিন্তু পাপের কলুষ ব্যতীত। তিনি মানবস্বরূপ উন্নীত করলেন, কিন্তু ঐশস্বরূপ অবনমিত করলেন না। তাঁর অবমাননা অদৃশ্যকে দৃশ্য করল, এবং নিখিলের স্রষ্টা ও প্রভুকে মরণশীল করল। তবু সেই অবমাননা তাঁর স্বীয় আধিপত্য ও প্রভুত্বের ঘাটতি না ঘটিয়ে বরং আমাদের দুর্দশার দিকে দয়ার সঙ্গে অবনত হল। উপরন্তু যিনি আপন ঐশস্বরূপে মানুষকে গড়লেন, তিনি দাসের স্বরূপে মানুষ হলেন। ইনিই সেই অনন্য ও অভিন্ন পরিত্রাতা।

সুতরাং, মানুষের মুক্তির জন্য নিরূপিত সময় উপস্থিত হলে, স্বর্গীয় সিংহাসন থেকে নেমে এসে অথচ পিতার গৌরব না ছেড়ে, এক নবীন অবস্থায়, এক নবীন জন্ম-ব্যবস্থায় জাত হয়ে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সেই নিকৃষ্ট মানবদশায় প্রবেশ করেন। তিনি এক নবীন অবস্থায় প্রবেশ করেন, কেননা নিজেই অদৃশ্য হয়েও আমাদের স্বরূপে দৃশ্য হলেন; সীমাহীন হয়েও সীমাবদ্ধ হতে চাইলেন; অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান হয়েও সময়ের গণ্ডিতে বাস করতে লাগলেন; নিখিল সৃষ্টির প্রভু হয়েও আপন রাজ-মর্যাদা গুপ্ত করে দাসের অবস্থা ধারণ করলেন; আবেগহীন ঈশ্বর হয়েও আবেগ-প্রবণ মানুষ হতে লজ্জাবোধ করেননি, অমর হয়েও মৃত্যুর বিধানের অধীন হতে দ্বিধা করেননি।

আসলে, যিনি প্রকৃত ঈশ্বর, তিনি একাধারে প্রকৃত মানুষ। তেমন ঐক্যে অমূলক বলে কিছুই নেই, কেননা তাতে মানবস্বরূপের দীনতা অক্ষুণ্ন থাকে, ঐশস্বরূপের মর্যাদাও অক্ষুণ্ন থাকে।

আপন দয়ার ফলে ঈশ্বরে কোন পরিবর্তন ঘটে না, মানুষেও সেই মর্যাদা পাওয়ার ফলে কোন পরিবর্তন ঘটে না। স্বীয় স্বীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক একটি স্বরূপ অপর একটির সহভাগিতায় ক্রিয়াশীল থাকে। বাণীর যা উচিত, সেই অনুসারেই বাণী ক্রিয়াশীল, মানবতার যা উচিত, সেই অনুসারেই মানবতা ক্রিয়াশীল। ঐশস্বরূপ অলৌকিক কাজ সাধন ক'রে জাজ্বল্যমান হয়ে ওঠে, মানবস্বরূপ অপমান পেয়ে দীনতাই ভোগ করে। এবং যেমন বাণী পিতার গৌরবের সম্পূর্ণরূপে সমান তাঁর নিজের গৌরব ছাড়েন না, তেমনি মানবতা মানব-অবস্থার স্বীয় বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করে না।

একথা বারবার বলায় আমরা কখনও ক্ষান্ত হব না যে, সেই অনন্য ও অভিন্ন ব্যক্তি হলেন প্রকৃত ঈশ্বরপুত্র ও প্রকৃত মানবপুত্র। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, কেননা *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন*

ঈশ্বরের কাছে, বাণী ছিলেন ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং মানুষ, কেননা *বাণী হলেন* মাংস *ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।*

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

মাইকেল স্পেল্লোসের উপদেশাবলি **প্রভুর দূত-সংবাদ, উপদেশ ২-৩**

আজ মানুষ ঈশ্বর হল ও ঈশ্বর মানুষ হলেন

যেহেতু ঈশ্বরের পূর্বসঙ্কল্প অনুসারে মানবস্বরূপ একদিন সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক হয়ে উঠবে, সেজন্য তেমন অলৌকিক কর্মের সূচনা গোটা অবস্থার সঙ্গে সমরূপ রাখা দরকার ছিল। অতএব খ্রীষ্ট মানুষ হলেন যেন মানুষের সঙ্গে নিজ মিলন দ্বারা তাকে ঐশ্বরিক করতে পারেন।

ব্যাপারটার সমাপ্তি যখন আশ্চর্যের বিষয়, তখন মাধ্যমটা আর কতই না বিস্ময়কর! আরোহণ যখন একেবারে বর্ণনার অতীত, তখন অবতরণ সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয়! এক দিকে আমাদের মরণশীল স্বরূপ স্বর্গে আরোহণ করল; অপর দিকে ঈশ্বর স্বর্গ থেকে অবতরণ করলেন। যিনি জ্ঞানের অতীত তিনি জ্ঞাত হলেন; যিনি মানবস্বরূপের স্রষ্টা তিনি সেই স্বরূপের সঙ্গে মিলিত হলেন; যিনি স্পর্শের অতীত ও অশরীরী তিনি কুমারী থেকে জন্ম নিলেন! তেমন রহস্য ভাবতে গিয়ে তা বর্ণনা করার উপযুক্ত ভাষা কার্?

আজ আমরা শত্রুদেশ ছেড়ে আমাদের সত্যকার মাতৃভূমির দিকে রওনা হচ্ছি; যেখান থেকে হতভাগা অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম, সেই এদেনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছি ও সেই সিয়োনে আমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আহা, কী আশ্চর্যের ব্যাপার! আমরা পাপ করেছিলাম, আমরা দণ্ডিতও হয়েছিলাম, এখন কিন্তু মহত্তর আশীর্বাদের যোগ্য পাত্র বলে আমাদের পরিগণিত করা হচ্ছে! আমরা পরমদেশ হারিয়ে ফেলেছিলাম, এবার স্বর্গেই আবাস পেয়েছি! আর আসল বিস্ময়ের কথা এ যে, মানবজাতির বেলায় সাধারণত যেরূপে ঘটে, এ বেলায় সেরূপ হয়নি, অর্থাৎ সেই আনন্দের শুভসংবাদ ঘটনার আগে দেওয়া হয়নি, বরং দূতটি কুমারীর কাছে সংবাদ দিতে দিতেই যিনি সংবাদের বিষয়বস্তু সেই ঈশ্বর একই সময়ে মাংস হলেন, আর যে দেহ তিনি ধারণ করলেন তা ঐশ্বরিক হয়ে উঠল। তেমন কর্মকাণ্ডের কথা কেউই কখনও শুনতে পায়নি; এ কী অনুগ্রহের প্রাচুর্য! কী অগণন অপরূপ কর্ম! সমস্ত কিছু একসময়েই ঘটছে: দূতটি কথা বলেন, প্রভু মাংস হন, তাঁর ধারণ করা দেহ ঐশ্বরিক হয়ে ওঠে, বিচ্ছিন্ন প্রাণী পুনর্মিলিত হয়, অত্যাচারিত মুক্তি পায়, প্রবাসীকে মাতৃভূমিতে গ্রহণ করা হয়, শত্রু লাভ করে শান্তি! ঈশ্বরজননীর প্রতি ক্ষুদ্র একটা বাণী—সেই প্রণাম—উচ্চারিত হলেই তৎক্ষণাৎ এমন ধারাবাহিক ঘটনা ঘটতে লাগল যা গণনা ও উপলব্ধির ঊর্ধ্বে।

এক কথায়, মানুষ ঈশ্বর হল ও ঈশ্বর মানুষ হলেন। চরম দিনগুলিতে সেই আবৃত রহস্যটি আলোয় প্রকাশ পেয়েছে। এই যে ভাববাণীর পূর্ণতা: প্রত্যাশিত মুক্তি এসে গেছে! মর্ত স্বর্গের সঙ্গে মিলিত, দৈহিক জগৎ আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে সংযুক্ত; যত দ্বন্দ্ব অপূর্বভাবে একীভূত; কেননা আজ, কুমারীর গর্ভে প্রবেশ করে প্রভু মধ্যস্থ হলেন, তাতে সমগ্র মানবজাতি ঈশ্বরত্বের সঙ্গে এক করে তুললেন।

২৫শে এপ্রিল

সাধু মার্ক, সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - মার্ক ১৬:১৫-২০

স্বর্গারোহণের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা বিশ্বজগতে বেরিয়ে পড়, সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার কর। যে বিশ্বাস করবে ও দীক্ষাস্নাত হবে, সে পরিত্রাণ পাবে; যে বিশ্বাস করবে না, তাকে বিচারাধীন করা হবে: যারা বিশ্বাস করবে, তাদের পাশেপাশে এই চিহ্নগুলো থাকবে: তারা আমার নামে অপদূত তাড়াবে, নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে, হাতে করে সাপ তুলবে, ও মারাত্মক বিষ খেলেও তাদের কোন ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িতদের উপর হাত রাখবে আর তারা সুস্থ হবে।'

আর তাঁদের সঙ্গে কথা বলার পর প্রভু যীশুকে উর্ধ্বে, স্বর্গে তুলে নেওয়া হল, এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে আসন নিলেন। আর তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও সর্বত্র প্রচার করলেন; আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।

সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' — ১ম পুস্তক ১০:১-৩

সত্যবাণী প্রচার

পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত মণ্ডলী প্রেরিতদূতদের ও তাঁদের শিষ্যদের কাছ থেকে এমন বিশ্বাস গ্রহণ করেছে যা অনুসারে সে সেই সর্বশক্তিমান পিতা একেশ্বরে বিশ্বাস করে *যিনি নির্মাণ করেছেন স্বর্গ, মর্ত, সাগর ও তার মধ্যে যা কিছু আছে;* ঈশ্বরের পুত্র সেই অনন্য যীশুখ্রীষ্টেও বিশ্বাস করে যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মাংসধারণ করলেন; সেই পবিত্র আত্মায়ও বিশ্বাস করে যিনি নবীদের দ্বারা ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রচার করলেন, অর্থাৎ আমাদের প্রিয়তম প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আগমন, কুমারী থেকে তাঁর জন্ম, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান, তাঁর স্বর্গারোহণ, স্বর্গ থেকে পিতার গৌরবে তাঁর সেই পুনরাগমন যখন তিনি *সমস্ত কিছু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন* ও মানবজাতির সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন যাতে অদৃশ্য পিতার মঙ্গল-ইচ্ছা অনুসারে আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা ও রাজা যীশুখ্রীষ্টের সামনে *প্রতিটি জানু নত হয়—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে—এবং প্রতিটি জিহ্বা তাঁকে স্বীকার করে,* এবং তিনি সকলের উপরে ন্যায়বিচার সম্পন্ন করেন।

আগেও যেমনটি বলেছি, যে মণ্ডলী সারা বিশ্বে বিস্তৃত হয়েও তবু ঠিক যেন একটিমাত্র সুসংবদ্ধ গৃহেই বাস করে, সেই মণ্ডলী তেমন প্রচারিত বাণী ও বিশ্বাস গ্রহণ ক'রে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গেই তা রক্ষা করে। সমগ্র মণ্ডলী সেই সত্যগুলি একপ্রাণ ও একহৃদয় হয়েই বিশ্বাস করে, সেগুলিকে সঙ্গতভাবে প্রচার করে, সেই বিষয়ে শিক্ষা দান করে, ও সেগুলিকে এমনভাবেই পরম্পরাগত ভাবে হস্তান্তর করে ঠিক যেন তার একমাত্র মুখ থেকেই তা করে। বাস্তবিকই জগতে ভাষাগুলো ভিন্ন ভিন্ন হলেও তবু বিশ্বাসের পরম্পরার শক্তি এক ও অভিন্ন।

এজন্য জার্মানিতে স্থাপিত মণ্ডলীগুলো এমন ধর্মতত্ত্ব বিশ্বাস করে না ও হস্তান্তর করে না যা স্পেনে বা ফ্রান্সে বা মধ্যপ্রাচ্যে বা মিশরে বা লিবিয়ায় বা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত মণ্ডলীগুলোর তত্ত্ব থেকে ভিন্ন; কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টি সেই সূর্য যেমন সারা বিশ্বচরাচর জুড়ে এক ও একই সূর্য, তেমনি সত্যবাণী প্রচার সর্বস্থানেই উজ্জ্বল, ও সেই সকল মানুষকে উদ্ভাসিত করে যারা সত্যজ্ঞানে পৌঁছতে ইচ্ছা করে।

তেমনিভাবে যাঁরা মণ্ডলীগুলোতে প্রধান আসনের অধিকারী, তাঁদের মধ্যে এমন সুবক্তা নেই যিনি এ থেকে ভিন্ন তত্ত্ব প্রচার করেন, কেননা কেউই আপন গুরুর চেয়ে ঊর্ধ্বে নয়; আবার এমন দুর্বল বক্তাও নেই যিনি প্রচারকর্মে বিশ্বাসের পরম্পরা বিকৃত করবেন; কেননা বিশ্বাস এক ও একই হওয়ায় যিনি সে বিষয়ে বেশি কথা বলতে পারেন তিনিও তা বাড়ান না, আর যিনি কম পরেন তিনিও তা কমাতে পারেন না।

৩রা মে

সাধু ফিলিপ ও যাকোব, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৪:৬-১৪

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন, 'আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। তোমরা যদি আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে। তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে।' ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।' যীশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে; কেমন করে তুমি বলছ, পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন? আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না, কিন্তু যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর: আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন; অন্তত, এই সমস্ত কাজের খাতিরেই বিশ্বাস কর।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। তোমরা আমার নামে যা কিছু যাচনা করবে, আমি তা পূরণ করব, পিতা যেন পুত্রেতে গৌরবান্বিত হন। তোমরা যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচনা কর, তবে আমিই তা পূরণ করব।'

মঠাধ্যক্ষ ধন্য অগেরিউসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭:২,৩,৪,৭**

ঈশ্বরই আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত

পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়। সত্য ও জীবন যে আমি, সেই আমারই কাছে কেউই আসতে পারে না, যদি না সে সেই আমারই মধ্য দিয়ে আসে যিনি পথ। ঈশ্বর যে আমি, সেই আমার কাছে কেউই আসতে পারে না, যদি না সে সেই আমারই মধ্য দিয়ে আসে যিনি মানুষ হলাম। ধারণ করা মাংসের মধ্য দিয়ে আমি মরণশীলদের জন্য এমন পথ চিহ্নিত করি যা দিয়ে সত্য ও জীবনে যাওয়া যেতে পারে: আমার মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের মধ্য দিয়ে আমি এমন পথ চিহ্নিত করি যাতে সেইখানে যাওয়া যেতে পারে যেখানে আমি সত্য, জীবন, প্রকৃত ঈশ্বর ও সনাতন ঈশ্বর বলে বিরাজমান।

ফলে পরবর্তী কথায় তিনি বলেন: *তোমরা যদি আমাকে জান, তাহলে আমার পিতাকেও জানবে; তোমরা তো তাঁকে এখন জান, দেখতেও পেয়েছ তাঁকে।*

আমি যখন পিতার সমান, তখন তোমরা যদি আমাকে জান, তাহলে আমার পিতাকেও জানবে, কারণ আমি ও পিতা এক, ও আমার মধ্য দিয়ে তোমরা তাঁকে জান ও হৃদয় দিয়ে তাঁকে দেখতেও

পেয়েছ, কারণ সেই আমাকেই দেখতে পেয়েছ যিনি সব দিক দিয়েই তাঁরই সদৃশ।

কিন্তু ফিলিপ একথা তত ভাল করে না বুঝতে পেরে যে, তিনি সম্পূর্ণরূপেই পিতার সদৃশ, তাঁকে বললেন: প্রভু, *পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন, তাতে আমরা তুষ্ট হব।*

তবে যীশু যখন দেখতে পেলেন, ফিলিপ পুত্রকেও জানতেন না, তখন বললেন: *ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না?* তোমরা সত্যিই আমাকে জাননি, কারণ যদি আমাকে জানতে তবে পিতাকেও জানতে পারতে। যে মনে করে, পুত্রের চেয়ে পিতা উত্তম, সে পুত্রকে জানে না; পিতা যে এক আর পুত্র যে অপর এমন নয়, তাঁরা সম্পূর্ণরূপেই সদৃশ। আর যেহেতু পুত্র সম্পূর্ণরূপে পিতার সদৃশ, সেজন্য তিনি বলে চলেন: *যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। কেমন করে তুমি বলছ, 'পিতাকে আমাদের দেখিয়ে দিন?'* যা দেখতে পাচ্ছ না, তা কমপক্ষে বিশ্বাস করতেই চেষ্টা কর। *আমি যে সমস্ত কথা তোমাদের বলি, নিজে থেকে তা বলি না,* কারণ নিজ থেকে আমি কিছুই বলি না; যা কিছু করি, তাঁকেই আরোপ করি যাঁর কাছ থেকে আমি আগত: *যিনি আমাতে আছেন, সেই পিতাই নিজের সমস্ত কাজ সাধন করেন,* আর সেই সমস্ত কর্মের মধ্যে সেই সমস্ত বাণীও রয়েছে যা গঠনমূলক হলে শুভকর্মে পরিণত হয়। আর যখন পিতা আমার মধ্যে নিজ কর্ম সাধন করেন, তখন *তুমি কি বিশ্বাস করছ না যে, আমি পিতাতে আছি আর পিতা আমাতে আছেন?* আমরা বিচ্ছিন্ন হলে কোন মতেই অবিচ্ছেদ্যভাবে কাজ করতে পারতাম না।

আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, আমি যে সমস্ত কাজ করি, তা সেও করবে, এবং তার চেয়ে মহত্তর কাজও করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। অর্থাৎ, সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, আমার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, একথাই যে বিশ্বাস করে যে, আমি পিতার সঙ্গে সেই একেশ্বর যাঁকে আরাধনা করা ও ভালবাসা উচিত, *সেও সেই সমস্ত কাজ করবে যা আমি করি,* অর্থাৎ যে সমস্ত কর্ম আমি নিজের দ্বারা সাধন করছি, তা তারই দ্বারা করব; এমনকি *সে মহত্তর কাজও করবে*—অবশ্যই তার দ্বারা আমিই তা করব। *কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি,* অর্থাৎ আমার ঈশ্বরত্বে আমি যাঁর কাছ থেকে কখনও দূরে যাইনি, তাঁরই কাছে যাচ্ছি।

সুতরাং এসো, প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমরা তাঁর কাছে এ ভিক্ষা রাখি, যাতে তাঁর অনুগ্রহ আমাদের আগে আগে উপস্থিত হয়, আবার আমাদের পিছনে পিছনে থাকে, ও শুভকর্ম সাধনে আমাদের নিয়তই প্রবৃত্ত রাখে। এসো, তাঁর নামে আমরা কেবল তাঁকেই চাই। যার কাছে খ্রীষ্ট যথেষ্ট নন, সে সত্যিই ভীষণ কৃপণ। কেননা প্রভুকে যে পেয়ে গেছে ও নবীর সঙ্গে বলে *প্রভুই আমার স্বত্বাংশ,* তার পক্ষে প্রভুকে ছাড়া অন্য কিছু রাখা উচিত নয়।

ফলে, যাঁর জন্য আমরা আমাদের অহঙ্কার ও স্ব-ইচ্ছা পর্যন্তই প্রত্যাখ্যান করেছি, আমাদের স্বত্বাংশ রূপে সেই খ্রীষ্টকে পাবার যোগ্য হওয়া ছাড়া আমাদের আর কোন বিষয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

তেমন উত্তরাধিকার-ই উত্তরাধিকারীদের ধন্য করে!

১৪ই মে

সাধু মাথিয়াস, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৫:৯-১৭

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি। এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।

আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই। আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।'

সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' **সাম ৫৬, ১**

প্রভু যা শেখালেন তা করলেন, প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখলেন তা করলেন

ভাইবোনেরা, সুসমাচারে আমরা এইমাত্র শুনেছি আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট আমাদের কতই না ভালবাসেন: পিতার কাছে ঈশ্বর হয়েও তিনি আবার আমাদের মাঝে মানববংশে জাত মানুষ। তোমরা তো শুনেছ, যিনি পিতার ডান পাশে আসীন, আমরা তাঁর কেমন ভালবাসার পাত্র। তিনি নিজেই আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার মাত্রা দেখিয়েছেন, এবং তেমন ভালবাসা আমাদেরও আদেশ রূপে রেখে গেছেন: তিনি বলেছেন যে, একে অপরকে ভালবাসাই তাঁর আদেশ। আর যাতে আমরা সন্দেহপূর্ণ ও দিশাহারার মত এ বিষয়ের সন্ধানে সময় ব্যয় না করি, পরস্পরকে কতখানি ভালবাসতে হবে ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ভালবাসার পূর্ণ মাত্রা কেমন (যেহেতু সেই মাত্রা সত্যিই এমন পূর্ণ মাত্রা যার চেয়ে পূর্ণতর মাত্রা নেই), সেজন্য তিনি নিজেই এ সুস্পষ্ট কথায় তা নির্দেশ করেছেন: *বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।*

তিনি যা যা শিখিয়েছিলেন, প্রথমে তিনিই তা করলেন; আর প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা করলেন ও পরবর্তীতে আমাদের কাছে তা প্রচার করলেন, আমরা যেন তা মেনে চলি। তবে এসো, আমরাও সেরূপ ব্যবহার করি; কেননা যদিও আমাদের খ্রীষ্টের স্বরূপ না থাকে—তিনি তো স্রষ্টা!—তবু আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে তিনি যা হলেন আমরাও তাই।

তথাপি কেবল তিনিই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতেন, হয় তো আমাদের মধ্যে এমন কেউই থাকত না যে তাঁর অনুকরণ করতে যথেষ্ট সাহসী হত, কেননা মানুষ হয়েও তিনি কিন্তু একইসময়ে

ঈশ্বরও ছিলেন। তবু দেখ, তিনি যে মানুষ, সেই হিসাবে তাঁর সেবকেরা তাঁর অনুকরণ করল, ও তিনি যে গুরু, সেই হিসাবে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। উপরন্তু, ঈশ্বরের পরিবারে যাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর একই প্রকার কাজ সাধন করতে পারলেন: তাঁরা ঈশ্বরের গৃহে ছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ ও সেবার সঙ্গী। কেননা ঈশ্বর এমন আদেশ করতে পারতেন না যা তিনি জানতেন আমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়।

আর তুমি কি নিজ দুর্বলতার কথা ধরে আদেশের চাপে মূর্ছা যাও? আদর্শের দিকে তাকিয়ে শক্তি ধর! আদর্শটাও কি বেশি কঠিন মনে হচ্ছে? তবে দেখ, যিনি আদর্শ দিয়েছেন, তোমাকে সাহায্য করতে তিনি তোমার পাশেই আছেন। সুতরাং এসো, এই সামসঙ্গীতে প্রভুর কণ্ঠ শুনি; কেননা একেবারে উপযুক্ত ভাবেই, এমনকি ঈশ্বরের সঙ্কল্প মতই এমনটি হল যে, ৫৬ নং সামসঙ্গীতের পাশাপাশি সুসমাচারের সেই বিবরণটি দেওয়া হচ্ছে যা খ্রীষ্টের ভালবাসাকে আদেশরূপে উপস্থাপন করে—তিনিই তো আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমরাও যেন ভাইদের জন্য প্রাণ দিই। বাস্তবিকই এ সামসঙ্গীত খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের কথা তুলে ধরে।

এখন, আমরা তো জানি যে, গোটা খ্রীষ্ট হলেন একইসঙ্গে মাথা ও দেহ। মাথা হলেন আমাদের সেই ত্রাণকর্তা নিজেই যিনি পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ করলেন, কিন্তু পুনরুত্থিত হয়ে এখন পিতার পাশে সমাসীন। অন্য দিকে তাঁর দেহ হল মণ্ডলী: তবু এ মণ্ডলী বা ও মণ্ডলী নয়, বরং সেই মণ্ডলী যা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। আরও, তাঁর দেহ কেবল সেই মণ্ডলীই যা বর্তমানকালে এজগতে জীবনযাপন করছে এমন নয়, কিন্তু সেই মণ্ডলী যার অভ্যন্তরে তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা আমাদের আগে জীবনযাপন করলেন, এবং তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা পরবর্তীকালে যুগান্ত পর্যন্ত আবির্ভূত হবেন।

খ্রীষ্টের যারা অঙ্গ, সেই সকল বিশ্বাসীদের পূর্ণ সংখ্যায় গঠিত এই যে সার্বজনীন মণ্ডলী, তার মাথা স্বর্গে আবাস করলেও গোটা দেহকে শাসন করেন। আর তিনি দৃশ্যগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তবু ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত।

এখন, যেহেতু গোটা খ্রীষ্ট একইসঙ্গে মাথা ও দেহ, সেজন্য আমরা সকল সামসঙ্গীতে মাথারই কণ্ঠ শুনতে চেষ্টা করি, যাতে দেহেরও কণ্ঠ শুনতে পাই। কেননা খ্রীষ্ট পৃথক ভাবে কথা বলতে চাইলেন না, যেহেতু তিনি আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলেন না, যেমন তিনি নিজেই স্পষ্ট বললেন: *দেখ, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।*

অতএব, তিনি যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তখন তিনিই আমাদের অন্তরে কথা বলেন, আমাদের বিষয়ে কথা বলেন, আমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেন, যেহেতু আমরাও তাঁর মধ্যে কথা বলি। সুতরাং আমরা সত্য বলি, কারণ তাঁরই মধ্যে কথা বলি।

৩১শে মে

শুভ সাক্ষাৎ

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:৩৯-৫৬

সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন। জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিজাবেথকে অভিবাদন জানালেন। তখন এমনটি ঘটল যে, এলিজাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায়

পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।' তখন মারীয়া বললেন:

'প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ,
আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,
কারণ তাঁর দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি,
কেননা দেখ, এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;
কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান—পবিত্রই তাঁর নাম;
আর যারা তাঁকে ভয় করে,
তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।
তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে;
ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে,
নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত;
ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।
আপন দয়া স্মরণ ক'রে
তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি,
যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল।'

মারীয়া তাঁর সঙ্গে প্রায় তিন মাস থাকলেন, পরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **১ম পুস্তক ৪**

যিনি তাঁর অন্তরে সক্রিয়
মারীয়া সেই প্রভুর মহিমাকীর্তন করেন

প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ, আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস। এ বাণী দ্বারা মারীয়া সর্বপ্রথমে সেই সমস্ত বিশেষ দানের কথা ঘোষণা করেন যা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছেন, তারপর তিনি সেই সকল সার্বজনীন উপকারের কথা উল্লেখ করেন যা দান করায় ঈশ্বর অনাদিকাল থেকে মানবজাতিকে অবিরত প্রতিপালন করে আসছেন।

যে ব্যক্তি নিজ আধ্যাত্মিক জগতের সমস্ত গতি প্রভুর প্রশংসা ও গৌরবে পরিণত করে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করায় তাঁর রাজকীয় শক্তির কথা অনুক্ষণ চোখের সামনে রাখে, সে ব্যক্তিই প্রমাণ করে যে, তার প্রাণ প্রভুর মহিমাকীর্তন করে।

যে ব্যক্তি যাঁর কাছ থেকে শাশ্বত পরিত্রাণ পাবার আশায় তাঁর সেই স্রষ্টার কথা স্মরণে আনন্দিত, তারই আত্মা ত্রাতা পরমেশ্বরে উল্লাস করে।

এ বাণী পুণ্য পবিত্র ধর্মপ্রাণের ওষ্ঠে শোভা পায় বটে, কিন্তু বিশেষভাবে ঈশ্বরজননীর বেলায়ই শোভা পায়। যাঁর দৈহিক গর্ভধারণের জন্য তিনি আনন্দ ভোগ করছিলেন, তাঁর সেই অনন্য অধিকারের জন্য তাঁর অন্তর আধ্যাত্মিক প্রেমেই জ্বলছিল। অন্যান্য সাধুসাধ্বীদের তুলনায় তিনিই যথার্থ কারণে তাঁর ত্রাতা যীশুতে অসাধারণ মহা উল্লাসে উল্লাস করতে পারলেন, কেননা তিনি জানতেন যে, তাঁর দেহমাংস থেকে মানবজন্ম গ্রহণ করে পরিত্রাণের সেই সনাতন সাধক এক ও

অভিন্ন ব্যক্তি বলেই একইসময়ে নিজেরই সন্তান ও প্রভুও হবেন।

আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান। ব্যাপারটা যে তাঁর নিজের কোন গুণের উপর নির্ভর করে না, মারীয়া তখনই একথা স্বীকার করেন, যখন তাঁর নিজের মহত্ত্ব সেই পরমেশ্বরেরই দান বলে বর্ণনা করেন যিনি স্বরূপে শক্তিশালী ও মহান হওয়ায় তাঁর ভক্তজন যতই ছোট ও দুর্বল হোক না কেন সর্বদাই তাদের শক্তিশালী ও মহান করে তোলেন। তারপর তিনি সঠিকভাবেই বলে চলেন, *পবিত্রই তাঁর নাম।* এতে তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের বলতে চান, এমনকি যাদের কাছে একদিন তাঁর এই বাণী পৌঁছবে, তাদের শিক্ষাই দিতে চান, তারা যেন তাঁর নামে ভরসা রাখে ও তাঁর নাম করে। তাতে তারাও শাশ্বত পবিত্রতা ও প্রকৃত পরিত্রাণ উপভোগ করতে পারবে, যেমনটি নবী বলেছিলেন, *সেসময় যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে পরিত্রাণ পাবে।* আর আসলে, এই হল সেই একই নাম যা সম্বন্ধে উপরে বলা হয়েছিল, *আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস।*

এজন্যই পবিত্র মণ্ডলীতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় মারীয়ার গীতিকা গান করার অধিক সুন্দর ও উপযোগী প্রথা স্থান পেয়েছে। এতে প্রভুর দেহধারণের প্রাত্যহিক স্মৃতি ভক্তদের হৃদয় ভক্তিতে উদ্দীপ্ত করে ও তাঁর জননীর আদর্শের পুনঃপুনঃ ধ্যান তাদের পুণ্যাচরণে সুস্থির করে। আর উত্তমই হয়েছে যে, তা সন্ধ্যাকালেই গান করা হয়, যেন বহু কাজের কারণে আমাদের শ্রান্ত ও ক্লান্ত অন্তর বিশ্রামকালের আগমনে নিজের বিষয়ে ধ্যানমগ্ন হতে পারে।

২৪শে জুন

দীক্ষাগুরু যোহনের জন্মতিথি

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:৫৭-৬৬

প্রসবকাল পূর্ণ হলে এলিজাবেথ একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। প্রভু তাঁর প্রতি মহা কৃপা দেখিয়েছেন শুনে তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করল। অষ্টম দিনে তারা শিশুটিকে পরিচ্ছেদিত করতে এল; তারা তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম জাখারিয়া রাখতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার মা প্রতিবাদ করে বললেন, ‘না, ওর নাম হবে যোহন।’ তারা তাঁকে বলল, ‘আপনার গোত্রের মধ্যে তেমন নাম কারও নেই।’ তখন তারা তার পিতাকে ইশারা করে জিজ্ঞাসা করল, তিনি কী নাম রাখতে চান। একটা লিপিফলক চেয়ে নিয়ে তিনি লিখলেন, ‘এর নাম যোহন।’ এতে সকলে আশ্চর্য হল; আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর মুখ খুলে গেল, তাঁর জিহ্বার জড়তাও ঘুচে গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করতে করতে কথা বলতে লাগলেন। তাঁর প্রতিবেশী সকলে ভয়ে অভিভূত হল, ও যুদেয়ার গোটা পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে এই সমস্ত বিষয়ে বলাবলি হতে লাগল। যারা শুনত, সকলেই তা হৃদয়ে গেঁথে রেখে বলত: ‘এই বালকটি তবে কী হবে?’ বাস্তবিকই প্রভুর হাত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিল। বালকটি বেড়ে উঠল ও আত্মায় বলবান হল। ইস্রায়েলের কাছে তার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত সে মরুপ্রান্তরে থাকল।

(ক বর্ষ) তুরিনের বিশপ সাধু মাক্সিমেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশ **৫৭**

এ কী মহা রহস্য!

আমাদের ভক্তি ও ধর্মভাব আমাদের অন্তরে এমন উদ্দীপনা জাগাচ্ছে আমরা যেন আজ দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের জন্মতিথিতে আনন্দে মেতে উঠি। ঈশ্বর তাঁকে মনোনীত করেছিলেন তিনি যেন এসে তাঁরই কথা ঘোষণা করেন যিনি মানবজাতির আনন্দ ও স্বর্গের সুখ। যোহন হলেন সেই নতুন সাক্ষী

যাঁর ওষ্ঠে জগৎ জানতে পারল যে ঈশ্বরের মেষশাবক আমাদের সেই মুক্তিসাধকের আগমন সন্নিকট ছিল। তেমন মহারহস্যের বিশ্বাসযোগ্য দূত হয়ে তিনি সেই সাক্ষী যাঁর জন্মের কথা স্বর্গদূত তাঁর মাতাপিতাকে তখনই জানিয়েছিলেন, তাঁরা যখন বংশ পাবার আশা হারিয়েছিলেন। তাঁর জন্মে স্বর্গের হাত দেখে বুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ মানুষই বিশ্বাস করবে না যে, তিনি দিব্য রহস্যগুলো ঘোষণা করলেন? কেননা তিনি শিশু-না-হওয়া অবস্থায়ও, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায়ও তাঁর উপরে বিরাজমান বিশেষ অনুগ্রহ গুণেই নিজ ধন্যা মাতার হৃদয় সনাতন আনন্দে পূর্ণ করেছিলেন; আরও, শিশুর জন্মের আগে এলিজাবেথ নিজ বন্ধ্যতার নবীন উর্বরতা প্রচার করেছিলেন। মারীয়াকে এলিজাবেথ বলেছিলেন: *দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল! আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে?* এ বৃদ্ধা নারী যে পূর্বজ্ঞানের অধিকারিণী, একথা তত বিস্ময়কর নয়, কেননা তাঁরই তো পরাৎপর ঈশ্বরের অগ্রদূতকে জন্ম দেবার কথা।

তাই এলিজাবেথের বন্ধ্যতা হল তাঁর গৌরব, কারণ তাঁর উর্বরতা স্থগিত হওয়ায় তিনি একটামাত্র সন্তানের দান দ্বারাই সকল উত্তরপুরুষের মর্যাদার পাত্রী হলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি ও তাঁর স্বামী তাঁর অনুর্বরতা বিষয়ে দুঃখ করছিলেন, তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন সন্তানকে জন্ম দিলেন যিনি সাধারণ মানুষ শুধু নন, কিন্তু সারা বিশ্বের শাশ্বত পরিত্রাণের অগ্রদূত। তিনি এমন মহান অগ্রদূত ছিলেন যে, ভাবী দায়িত্বের অনুগ্রহ আগে থেকেই মূর্তিমান করে আপন জননীকে নবীয় প্রেরণা দান করলেন, এবং দূত দ্বারা তাঁকে দেওয়া নামের প্রভাবে তিনি পিতা জাখারিয়ার মুখ খুলে দিলেন—সেই যে মুখ সন্দেহ দ্বারা বন্ধ করা হয়েছিল।

কেননা জাখারিয়া যে বাক্‌শক্তি সবসময়ের মতই হারিয়েছিলেন এমন নয়, কিন্তু তা এজন্যই ঘটেছিল যাতে তাঁর কণ্ঠের অলৌকিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা নবী-সন্তানের বিষয়ে দিব্য সাক্ষ্য বহন করতে পারে। যিনি সাধারণত জনগণের প্রকাশ্যে কথা বলতেন, সেই যাজক এজন্যই নির্বাক্ হলেন যেন তাঁর প্রকাশ্য নীরবতা সমস্ত জনগণের চোখের সামনে পুণ্য জন্মের রহস্যময় কথা প্রচার করলে জনগণ তা অবিশ্বাস করতে সাহস না করে।

যিনি সন্তানের জন্মের কথা অবিশ্বাস করায় শাস্তি পেয়ে নির্বাক্ হয়েছিলেন, তাঁর সেই সন্তানের বিষয়ে সুসমাচার-রচয়িতা বলেন: *তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, কিন্তু আলোরই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন, যেন তাঁর দ্বারা সকলে বিশ্বাস করতে পারে।* বাস্তবিকই তিনি আলো ছিলেন না, কিন্তু প্রকৃত আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দান করতে যোগ্য হওয়ায় সম্পূর্ণরূপেই আলোতে বিরাজ করছিলেন। সুতরাং এসো, তাঁর জন্মতিথি মহাপর্ব মহা আনন্দে উদ্‌যাপন করে পরমধন্য যোহনকে শ্রদ্ধা দেখাই, কারণ সকলের আগেই তিনি সেই স্বর্গীয় সনাতন আলো চিনতে পেরেছেন যিনি সংসারের অন্ধকার দূর করে দিতে আসছিলেন। তিনিই প্রথম সেই আলোর দিকে অঙুলি নির্দেশ করলেন।

বিকল্প (খ বর্ষ)

সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৪০**

দীক্ষাগুরুর মহত্ত্ব

যখন *প্রভুর দৃষ্টিতে পবিত্রজনদের মৃত্যু মূল্যবান,*—আর আমরা তো পবিত্রজনদের স্মৃতি পালন-ই করি!—তখন অধিক সঙ্গতভাবেই সেই যোহনের স্মৃতি পালন করা উচিত, যিনি পুণ্যজীবন ক্ষেত্রে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বরের বাণী আমাদের খাতিরে দেহধারণ করছিলেন, এমন সময় আনন্দে নড়ে উঠে তিনিই প্রথম তাঁর কথা ঘোষণা করলেন, এবং কেমন যেন প্রতিদান স্বরূপে তিনি সেই বাণীর সাক্ষ্যদানের পাত্র হলেন যিনি তাঁর বিষয়ে বললেন, যোহনই সকল নবীর চেয়ে, এমনকি তাঁর ধর্মময় ও পুণ্যবান পূর্বপুরুষদের চেয়েও মহান।

সকল নারীজাতদের মধ্যে যিনি মহান, তাঁর সমস্ত জীবন আশ্চর্যের ব্যাপার। আর জন্ম নেবার আগেও যিনি সকল নবীর চেয়ে মহান ছিলেন, সেই যোহনের সমস্ত জীবন যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তাঁর জীবনকালে ও তাঁর জীবনের পরে তাঁর বিষয়ে সমস্ত ইঙ্গিতও বিস্ময়কর। কেননা ঐশঅনুপ্রাণিত নবীরা তাঁর সম্বন্ধে যে পুণ্য ভাববাণী দিয়েছিলেন, তাতে মানুষের চেয়ে তিনি দূত, আলোর জন্য দীপাধার, দিব্য বিভায় জাজ্বল্যমান প্রভাতী তারা, ধর্মময়তার সূর্যের অগ্রদূত ও স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীর কণ্ঠ বলে অভিহিত হয়েছিলেন। এখন, ঈশ্বরের কণ্ঠের চেয়ে কীবা ঈশ্বরের বাণীর কাছাকাছি হতে পারে?

যোহনের উদ্ভবের দিন কাছে এলে এক দূত জাখারিয়া ও এলিজাবেথকে অনুর্বরতা থেকে মুক্ত করতে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। তিনি এ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, যৌবনকাল থেকে নিঃসন্তান হলেও তাঁরা এ বৃদ্ধ বয়সে একটি সন্তানের জন্ম দেবেন; দূত এ ভবিষ্যদ্বাণীও দিলেন যে, শিশুটির জন্ম মহা আনন্দের কারণ হবে, কেননা সার্বিক পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করা হবে। দূতের কথা এরূপ: *সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে। সে আঙুররস বা উগ্র পানীয় পান করবে না, মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবে, ও অনেক ইস্রায়েল সন্তানকে তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনবে। সে তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে।* এলিয়ের মত তিনিও চিরকৌমার্য পালন করবেন; এলিয়ের চেয়ে তিনি বেশি দিন ধরে প্রান্তরে বাস করবেন, এবং এলিয়ের মত তিনিও রাজা-রানীদের ভর্ৎসনা করবেন তাঁরা বিধান লঙ্ঘন করেন ব'লে। কিন্তু তিনি এক দিকে এলিয়ের চেয়ে মহান হবেন, কারণ তিনিই হবেন ঈশ্বরের অগ্রদূত: সুসমাচার বলে: *তিনি তাঁর আগে আগে চলবেন।*

সংসার তাঁর যোগ্য না হওয়ায় যোহন বাল্যকাল থেকে সমস্ত চিন্তা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রান্তরে বাস করলেন: তিনি কেবল ঈশ্বরের জন্যই জীবন যাপন করলেন, কেবল ঈশ্বরকেই দেখলেন, কেবল ঈশ্বরেই প্রীত ছিলেন, তাতে পৃথিবীতে থাকা সত্ত্বেও তিনি পৃথিবীর উচ্চতর স্তরেই বাস করলেন। শাস্ত্র এবিষয়ে বলে: *ইস্রায়েলের কাছে তাঁর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত তিনি মরুপ্রান্তরে থাকলেন।*

তবে প্রভু যেমন আমাদের শঠতা সত্ত্বেও আমাদের প্রতি নিজ অপরূপ ভালবাসা দেখালেন ও আমাদের খাতিরে স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, তেমনি যোহন ঈশ্বরের প্রেমময় সঙ্কল্পের সেবায় আমাদের খাতিরে প্রান্তর থেকে বেরিয়ে এলেন। কেননা যেহেতু মানুষের অধর্ম শীর্ষস্থানের নাগাল পেয়েছিল ও আমাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার প্রসন্নতা অতুলনীয় ছিল, সেজন্য এমন এক দাসের দরকার ছিল যে সমস্ত সদ্‌গুণের শীর্ষস্থানে আরোহণ করেছিল যাতে তাকে যারা দেখত তারা তার

প্রতি আকর্ষিত হয়—আর যোহন সত্যিই তাদের আকর্ষণ করলেন। আলাদা হওয়ায় তিনি তাদের নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন, ও তাদের সামনে এমন অলৌকিক জীবনধারণ উপস্থাপন করলেন যা দেখে তারা বিমুগ্ধ হল। তিনি যে বাণী প্রচার করতেন, তা তাঁর জীবনাচরণের সঙ্গে খাপ খেত, কারণ তিনি স্বর্গরাজ্যের কথাও প্রতিশ্রুত হলেন আবার অনির্বাণ আগুনের হুমকিও দিলেন, এবং খ্রীষ্টকে সেই স্বর্গরাজ বলে ঘোষণা করলেন যাঁর হাতে কুলা রয়েছে: তিনি নিজ খামার সুপরিষ্কার করবেন ও গম গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।

বিকল্প (গ বর্ষ)

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২:২০**

যোহন ও প্রভুর জন্মের বৈষম্য

সার্বজনীন মণ্ডলী যখন সেই বহু গৌরবকীর্তির কথা উদ্‌যাপন করে যা দ্বারা পুণ্যবান সাক্ষ্যমরবৃন্দ স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন, তখন এ সাধুরও জন্মতিথি, এমনকি আমাদের প্রভুর জন্মতিথি ছাড়া কেবল এ সাধুরই জন্মতিথি পালন করায় মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত সত্যি সঙ্গত। আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যে, এ প্রথা সুসমাচারের অবলম্বন ছাড়া উদিত হয়নি, বরং আমাদের গভীরভাবে এ ব্যাপার ভাবা উচিত যে, যেমন আমাদের প্রভুর জন্মলগ্নে এক দূত রাখালদের কাছে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন: *দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু;* তেমনি এক দূতও জাখারিয়ার কাছে যোহনের জন্মের পূর্বসংবাদ দিয়ে বললেন: *তুমি আনন্দিত ও উল্লসিত হবে, ও তার জন্মে আরও অনেকে আনন্দিত হবে, কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হবে।* উভয়ের জন্ম যুক্তিসঙ্গত ভাবেই আনন্দ ও ভক্তির সঙ্গে উদ্‌যাপিত, তবু একদিকে যিনি বিশ্বত্রাতা, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পুত্র, ধর্মময়তার সূর্য, সেই খ্রীষ্ট প্রভুর জন্মলগ্নে আনন্দ সকল জাতির কাছেই ঘোষিত, অন্য দিকে যিনি প্রভুর মহান দাস, জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ, প্রভুর সেই অগ্রদূতের আবির্ভাবে অনেকেই আনন্দিত হবে।

যোহন এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে গিয়ে প্রভুর জাতির কাছে শুদ্ধতার কথা প্রচার করলেন, ও জলে তাদের দীক্ষাস্নাত করলেন যেন খ্রীষ্ট আবির্ভূত হলে তারা তাঁকে চিনতে পারে। কিন্তু যোহনের পরে খ্রীষ্ট পিতা ঈশ্বরেরই আত্মায় ও পরাক্রমে এলেন, যাতে মানুষ সিদ্ধতা লাভ করতে পারে; আরও, তিনি পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই তাদের দীক্ষাস্নাত করলেন যাতে তারা পিতার শ্রীমুখ দেখতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

এ কথাও লক্ষ করার বিষয় যে, যোহনের জন্ম তখনই ঘটল যখন দিন ছোট হতে চলছিল, কিন্তু প্রভু তখনই জন্ম নিলেন যখন দিন বড়ই হতে শুরু করছিল। যোহন নিজেই একদিন সেই শ্রোতার ভিড়ের কাছে এ বৈষম্যের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যখন তারা তাঁর গুণ দেখে তাঁকে খ্রীষ্ট বলে জ্ঞান করছিল এবং অন্য কেউ প্রভুর সাধারণ ব্যবহার দেখে তাঁকে খ্রীষ্ট নয়, কেবল এক নবীই বলে মনে করছিল। সেদিন যোহন বলেছিলেন: *তাঁকে উত্তরোত্তর বড় হতে হবে আর আমাকে উত্তরোত্তর ছোট হতে হবে।* বাস্তবিকই প্রভু উত্তরোত্তর বড়ই হলেন, কারণ সারা বিশ্ব জুড়ে তাঁর অনুগামীরা জানতে পারল যে, যিনি নবী বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্ট। আর যোহন

উত্তরোত্তর ছোট হলেন ও নিম্নতর পর্যায়ে পরিগণিত হলেন, কারণ একসময় তাঁকে খ্রীষ্ট বলে জ্ঞান করা সত্ত্বেও আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে গেল যে তিনি খ্রীষ্ট নন, কেবল তাঁর অগ্রদূত। তাই সঙ্গতই ছিল যে যোহনের জন্মের পরে দিন ছোট হতে শুরু করবে, কারণ তিনি যে ঐশ্বরিক তেমন জনশ্রুতি নিঃশেষিত হওয়ারই কথা ছিল, আর তাঁর দীক্ষাস্নানও অল্পদিনের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করার কথা ছিল। অপরদিকে এও সঙ্গত ছিল যে, প্রভু জন্ম নিলেই শীতকালের ছোট দিনগুলি বড় হতে লাগবে, কারণ তাঁরই আবির্ভাব ঘটেছিল যিনি একদিন সকল জাতির উপরে নিজ জ্ঞানের আলো বিকিরণ করবেন—ইহুদীরা সেই জ্ঞানের কেবল একটা অংশই পেয়েছিল—ও সমগ্র বিশ্বজগতের উপরে নিজ ভালবাসার উত্তাপ ছড়িয়ে দেবেন।

২৯শে জুন

প্রেরিতদূত সাধু পিতর ও পল

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৬:১৩-১৯

ফিলিপ-সীজারিয়া অঞ্চলে এসে যীশু নিজের শিষ্যদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলেন, 'মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?' তাঁরা বললেন, 'কেউ কেউ বলে: দীক্ষাগুরু যোহন; কেউ কেউ বলে: এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া বা নবীদের কোন একজন।' তিনি তাঁদের বললেন, 'কিন্তু তোমরা, আমি কে, এবিষয়ে তোমরাই কী বল?' সিমোন পিতর এ বলে উত্তর দিলেন, 'আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।' প্রত্যুত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব: পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।'

থেওফানোস চেরামেওসের উপদেশাবলি **উপদেশ ৪০**

ইম্মানুয়েল প্রভুই স্বর্গরাজ্যের দ্বার

আমি কে, এবিষয়ে তোমরা কী বল? যীশু ঠিক যেন বলছেন, 'এবিষয়ে লোকদের সাধারণ ধারণা যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন ও অনিশ্চিত; কিন্তু যেহেতু তোমরা বহুদিন থেকেই আমাকে চেন, সেজন্য তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, এবিষয়ে তোমাদের ধারণা কী?' অন্যান্য শিষ্যেরা কোনও উত্তর পেতে পারছিলেন না; কেউ কেউ দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, আবার কেউ কেউ বেশি সাহস দেখাতে চাচ্ছিলেন না। যিনি তাঁদের প্রধান, সেই পিতরই সকলের মুখপাত্র হয়ে উত্তর দিলেন। ইন্দ্রিয়জগৎ অতিক্রম করে তিনি যত জ্যোতিষ্ক পিছনে ফেলে রেখে ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নাগাল পেয়ে বাতাসের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বলোকেই উড়লেন। তাতে তিনি আত্মালোকে এসে পৌঁছলেন, সেরাফদূতদের অগ্নিময় নদী পার হলেন, ও স্বয়ং পিতার কাছ থেকেই তাঁর একমাত্র পুত্রের মর্যাদার কথা শিখলেন। এরপরেই তিনি সেই ঐশতাত্ত্বিক উক্তি ঘোষণা করলেন: *আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।*

আর ত্রাণকর্তা তাতে কী উত্তর দিলেন? *হে যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী; কারণ রক্তমাংসই যে একথা তোমাকে প্রকাশ করেছে এমন নয়!* অন্য কথায়, 'তোমার এ রক্তমাংসের দেহে থাকার ফলে যে তুমি আমার বিষয়ে এই ঐশপ্রকাশ পেয়েছ এমন নয়; বরং তেমন ঐশ

রহস্যে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য তুমি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়জগতের বাইরে ছিলে।' একই প্রকারে, যখন পল বললেন, তিনি তৃতীয় স্বর্গে উপনীত হয়েছিলেন ও এমন পবিত্র কথা শুনেছিলেন যা বলা সম্ভব নয়, তখন আধ্যাত্মিক বিষয় দর্শন করার জন্য তাঁর দৈহিক চেতনা দরকার ছিল না। বরং তিনি নিজেই বলেছিলেন : *তখন দেহের মধ্যে বা দেহের বাইরে ছিলাম তা আমি জানি না।*

তাই আমি তোমাকে বলছি: তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব। আমাদের প্রভু আসলে বললেন: 'যেহেতু তুমি পিতর, সেজন্য তুমি বিশ্বাস-প্রস্তর হবে, মণ্ডলীর ভিত্তিপ্রস্তরই হবে, তার আধ্যাত্মিক নির্মাণকাজের প্রধান উপাদানই হবে। আমি যে ঈশ্বরপুত্র ও একইসময়ে মানবপুত্র, তোমার এই স্বীকারোক্তির উপরেই মণ্ডলীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে, কেননা এপ্রকার ভিত্তিপ্রস্তরই হচ্ছে এমন নিশ্চিত ভিত্তিভূমি যার উপরে বাকি সমস্ত ঐশতত্ত্ব গেঁথে তোলা যাবে।'

আর পাতালের দ্বার তার উপরে কখনও বিজয়ী হবে না। পাতালের সেই দ্বার যা মণ্ডলীকে পরাভূত করতে পারবে না, তা নিশ্চয়ই নির্যাতনের সেই সকল ওস্তাদ ও ভ্রান্তমতের যত স্থাপয়িতা। তারা প্রতীকাকারেই পাতালের দ্বার বলে অভিহিত, কারণ নিজেদের অনুগামীদের পাতালের ফাঁদে টেনে নেয়।

স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব। লক্ষ কর: 'তা এখনই তোমাকে দিচ্ছি' এমন কথা প্রভু বলেননি, কিন্তু 'দেব' বলেছেন। তাতে সেই কালের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করছিলেন যা তাঁর পুনরুত্থানের পরবর্তী কাল: তখনই তিনি পিতরকে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও বেঁধে রাখা ও মুক্ত করার অধিকার দিলেন, এবং তাঁকে তাঁর মানব-পালের পালক পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু সেই চাবি প্রকৃতপক্ষে কী? আর কী প্রকার দ্বারের রক্ষক পদে খ্রীষ্ট পিতরকে নিযুক্ত করলেন? খ্রীষ্টই দ্বার, যেমন নিজেই ঘোষণা করেছিলেন; আর সেই দ্বারের চাবি হল বিশ্বাস: এমন বিশ্বাস যা তিনি তাঁর প্রধান শিষ্যের হাতে ন্যস্ত করলেন।

অতএব, প্রভু পিতরের হাতে ও তাঁর উত্তরসূরীদের হাতে সেই চাবি তুলে দিলেন তাঁরা যেন স্বর্গরাজ্যের দ্বার সকল ভ্রান্তমতপন্থীর জন্য বন্ধ ও অগম্য রাখেন, কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য খোলা ও সহজ; তাতে তিনি আপন বাণী অধিক দৃঢ়তার সঙ্গে সপ্রমাণ করলেন: *জল ও আত্মা দ্বারা জন্ম না নিলে কেউই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।* বিশ্বাসের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রুরা পাতালের দ্বার বলে অভিহিত, কিন্তু ইম্মানুয়েল প্রভু দ্বার ও স্বর্গদ্বার বলেই অভিহিত, আর তিনি মনের আনন্দে সকলকে আহ্বান করে বলেন: *যে কেউ আমার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাবে।*

৩রা জুলাই

প্রেরিতদূত সাধু টমাস

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২০:২৪-২৯

পুনরুত্থিত হওয়ার পর যীশু যখন শিষ্যদের মাঝে এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম টমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, 'আমরা প্রভুকে দেখেছি।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি, ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি

বিশ্বাস করব না।’

আট দিন পর তাঁর শিষ্যেরা আবার ঘরে ছিলেন, টমাসও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু যীশু এলেন ও তাঁদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, ‘তোমাদের শান্তি হোক!’ পরে টমাসকে বললেন, ‘তোমার আঙুলটা এখানে রাখ, আর আমার হাত দু’টো দেখ; তোমার হাত বাড়াও, আমার বুকের পাশটিতে তা দাও। অবিশ্বাসী হয়ো না, বিশ্বাসীই হও।’ টমাস তাঁকে উত্তর দিলেন, ‘প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!’ যীশু তাঁকে বললেন, ‘আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ। না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।’

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত ‘সুসমাচারে উপদেশাবলি’ **২৬:৭-৯**

প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!

যীশু যখন এসেছিলেন, বারোজনের অন্যতম টমাস—যমজ বলে যিনি পরিচিত—তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে ছিলেন না। কেবল এ শিষ্যই অনুপস্থিত ছিলেন; ফিরে এসে ঘটনাটির বর্ণনা শুনে তিনি কিন্তু তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করলেন। প্রভু আবার এসে অবিশ্বাসী শিষ্যকে তাঁর আপন বুক দেখালেন তিনি যেন তা স্পর্শ করেন, তাঁকে দু’হাতও দেখালেন, ও ক্ষতস্থানগুলোর দাগ দেখিয়ে তাঁর সেই অবিশ্বাস নিরাময় করলেন।

আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, এতে তোমরা কী বুঝতে পার? সেই নির্বাচিত শিষ্য যে অনুপস্থিত ছিলেন, তিনি যে ফিরে এসে শুনেছিলেন, শুনে সন্দেহ করেছিলেন, সন্দেহের সঙ্গে স্পর্শ করেছিলেন, ও স্পর্শ করে বিশ্বাস করেছিলেন, তোমরা কি মনে কর এসব কিছু এমনিই ঘটেছিল?

না! তা এমনি ঘটেনি, বরং দিব্য ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল। তাঁর অপার প্রসন্নতায় প্রভু বিস্ময়কর ভাবেই ব্যবহার করলেন: সেই অবিশ্বাসী শিষ্য যখন গুরুর দেহের ক্ষতগুলো স্পর্শ করেছিলেন, তখন তিনি কেমন যেন আমাদেরই অবিশ্বাসের ক্ষতস্থান নিরাময় করছিলেন। বিশ্বাস ক্ষেত্রে, বিশ্বাসী শিষ্যদের বিশ্বাসের চেয়ে টমাসের অবিশ্বাসই তো আমাদের পক্ষে উপকারী, কেননা সেই শিষ্য স্পর্শ করতে করতে বিশ্বাসের দিকে ফিরে আসাকালে আমাদের অন্তর যত সন্দেহ বাতিল করতে করতে বিশ্বাসে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। তাতে যিনি সন্দেহবশত স্পর্শ করলেন, সেই শিষ্য পুনরুত্থান রহস্যের সাক্ষী হয়ে উঠলেন।

বাস্তবিকই স্পর্শ করেই তিনি বললেন: *প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার! যীশু তাঁকে বললেন, আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করছ।* যেহেতু প্রেরিতদূত পল বলেন, *বিশ্বাস হল সেই বিষয়ের ভিত্তি যার উপর আমরা আশা রাখি ও সেই বিষয়ের প্রমাণ যা অদৃশ্য,* সেজন্য স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, বিশ্বাস হল সেই বিষয়েরই প্রমাণ যা দৃশ্য হতে পারে না। দৃশ্য বিষয়ের বেলায় বিশ্বাস খাটে না, এক্ষেত্রে জানা-ই উপযুক্ত। তবে টমাস যখন দেখলেন ও স্পর্শ করলেন, তখন তাঁকে কেনই বা বলা হয়, *আমাকে দেখেছ বলেই তুমি বিশ্বাস করেছ?* আসলে তিনি একটা কিছু দেখলেন আর অন্য কিছু বিশ্বাস করলেন। বস্তুতপক্ষে মরণশীল মানুষের কাছে ঈশ্বরত্ব দৃশ্য হতে পারেনি। অতএব *প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার* বলে তিনি একটা মানুষকে দেখলেন, সেইসঙ্গে ঈশ্বরকেই স্বীকার করলেন। তাই তিনি দেখেই বিশ্বাস করলেন। প্রকৃত মানুষকে দেখে তিনি তাঁকে সেই ঈশ্বরই বলে ঘোষণা করলেন যাঁকে দেখতে পারতেন না।

পরবর্তী কথা কতই না আনন্দসঞ্চারী: *না দেখেও বিশ্বাস করে যারা, তারাই সুখী।* এতে

সন্দেহের লেশমাত্রও নেই যে, এ বাণী দ্বারা বিশেষ করে আমাদেরই কথা নির্দেশ করা হচ্ছে যারা তাঁকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে না দেখেও বিশ্বাস করেছি। আমাদেরই কথা নির্দেশ করা হয় বটে—অবশ্য, আমাদের বিশ্বাসের পরপর যদি কাজকর্মও দেখাতে পারি। যে ব্যক্তি নিজ বিশ্বাস কার্যকর করে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাস করে। কিন্তু যারা মুখেই শুধু বিশ্বাস করে, তাদের সম্বন্ধে পল বলেন, *তারা স্পষ্ট ঘোষণা করে যে, ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু কাজে তাঁকে অস্বীকার করে।* আর এবিষয়ে যাকোব বলেন, *কর্মহীন বিশ্বাস মৃত।*

১১ই জুলাই

আমাদের পুণ্য পিতা বেনেডিক্ট, মঠাধ্যক্ষ

(ক বর্ষ) সুসমাচার পাঠ - মার্ক ১০:১৭-৩০

একদিন একজন লোক ছুটে এসে যীশুর সামনে হাঁটু পেতে এই প্রশ্ন রাখল, 'মঙ্গলময় গুরু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' যীশু তাকে বললেন, 'আমাকে মঙ্গলময় বলছ কেন? একজন ছাড়া আর মঙ্গলময় কেউ নয়, তিনি ঈশ্বর। তুমি তো আজ্ঞাগুলো জান, নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, প্রতারণা করবে না, তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে।' লোকটি বলল, 'গুরু, ছেলেবেলা থেকেই আমি এই সমস্ত পালন করে আসছি।' যীশু তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে তাকে ভালবাসলেন, এবং বললেন, 'তোমার একটা বিষয় বাকি আছে: যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।' কিন্তু একথায় বিষণ্ন হয়ে সে মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল।

তখন যীশু চারদিকে তাকিয়ে নিজ শিষ্যদের বললেন, 'যাদের ধন আছে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন!' তাঁর কথায় শিষ্যেরা অবাক হলেন, কিন্তু যীশু তাঁদের আবার বললেন, 'বৎসেরা, ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সুচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।' তেমন কথা শুনে তাঁরা অধিক বিস্ময়বিহ্বল হলেন; তাঁরা বললেন, 'তবে পরিত্রাণ পাওয়া কার্ পক্ষেই বা সাধ্য?' তাঁদের দিকে তাকিয়ে যীশু তাঁদের বললেন, 'তা মানুষের পক্ষে অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য নয়, কারণ ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য।'

তখন পিতর তাঁকে বলতে লাগলেন, 'দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি।' যীশু বললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই যে আমার জন্য ও সুসমাচারের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি মাতা, কি পিতা, কি ছেলেমেয়ে, কি জমিজমা ত্যাগ করলে এখন, ইহকালেই, তার একশ' গুণ পাবে না; সে বাড়ি, ভাই, বোন, মাতা, পিতা, ছেলে ও জমিজমা পাবে—নির্যাতনের সঙ্গেই এসব পাবে, আর পরকালে অনন্ত জীবন পাবে।'

সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯**

খ্রীষ্টের আদর্শ অনুগামী সাধু বেনেডিক্ট

দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি। এ অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ বাণী! সবকিছুই ত্যাগ করে খ্রীষ্টের অনুসরণ করা বিরাট ব্যাপার, পুণ্য কর্ম, এমন কর্ম যা সমস্ত আশীর্বাদের যোগ্য। এ বাণীই নর-নারী নির্বিশেষে স্বেচ্ছাকৃত দরিদ্রতায় আকর্ষণ করেছে; এ বাণীই

অসংখ্য মঠের উৎপত্তির কারণ; এ বাণীই মঠের বেষ্টনী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীতে ও বন বিজনাশ্রমীতে পরিপূর্ণ করেছে। মণ্ডলী যখন গান করে, *তোমার বাণীর জন্যই আমি কঠিন পথ অনুসরণ করেছি*, তখন এ বাণীকেই লক্ষ করে।

হ্যাঁ, সবকিছুই ত্যাগ করা সত্যিই মহাকাজ, কিন্তু খ্রীষ্টের অনুসরণ করা আরও মহত্তরই কাজ। আমরা তো অনেকেরই কথা পড়ে থাকি যারা সবকিছু ত্যাগ করেছে কিন্তু খ্রীষ্টের অনুসরণ করেনি। এই তো আমাদের কাজ, এই তো আমাদের পরিশ্রম; এতেই আমাদের পরিত্রাণের পূর্ণতা নিহিত; তাছাড়া খ্রীষ্টের অনুসরণ পর্যন্তও করতে পারি না যদি না সবকিছু ছেড়ে দিই, কেননা *তিনি বীরের মতই মেতে ওঠেন পথে দৌড়াবার জন্য*, আর এমন কেউই নেই যে ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর অনুসরণ করতে পারে।

পিতর বলেন, *দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করেছি।* সবকিছু বলতে কেবল পার্থিব সম্পদ নয়, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অভিলাষও বোঝায়। কেউ যদি কেবল নিজেকেও কাছে রাখে, সে সবকিছু ছাড়েনি; বাস্তবিকই নিজেকে না ছেড়ে অন্য সবকিছু ছেড়ে দেওয়া বৃথা, কারণ আমাদের 'আমিই' তো সবচেয়ে ভারী বোঝা। একজনের স্ব-ইচ্ছার চেয়ে আর কোন্ অধিক হিংস্র স্বৈরশাসক বা অত্যাচারী রাজা থাকতে পারে? তবে নিজস্ব সম্পদ ও স্ব-ইচ্ছা দু'টোকেই ত্যাগ করা দরকার, যদি তাঁর অনুসরণ করতে চাই যাঁর মাথা গোঁজবার স্থানটুকুও ছিল না ও যিনি নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছিলেন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন।

সুতরাং এসো, কেবল খ্রীষ্টেরই অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে সবকিছুই ত্যাগ করি; কেবল তাঁকেই প্রীত করতে প্রবৃত্ত থাকি; সজাগ মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর পছন্দ আঁকড়িয়ে থাকি; তবে স্বয়ং সত্য যা তাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যারা সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করে, আমরা নিশ্চয়ই তা অনুভব করব; তাঁর প্রতিশ্রুতি এ: *তারা তার শতগুণ পাবে ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।* বর্তমান যাত্রায় সান্ত্বনাস্বরূপে সেই শতগুণ দেওয়া হয়; অনন্ত জীবন হবে মাতৃভূমিতেই আমাদের চিরন্তন সুখ।

কিন্তু সেই 'শতগুণ' কী? তা কি পবিত্র আত্মার সেই সান্ত্বনা, অন্তরে তাঁর সেই আগমন, তাঁর সেই প্রথমফল নয়, যা মধুর চেয়েও সুমধুর? তা কি আমাদের বিবেকের সেই সাক্ষ্য, ন্যায়নিষ্ঠের সেই আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশা নয়? তা কি ঈশ্বরের সেই উপচে পড়া কৃপা ও তাঁর সেই বিচিত্র আনন্দের স্মৃতি নয়? যারা তার অভিজ্ঞতা করেছে, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন নেই, আবার, যারা সেই অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া বৃথা কাজ।

সুতরাং, সুসমাচারের এ বাণী আমাদের পিতা ও গুরু সাধু বেনেডিক্টের চেয়ে আর কার্ বেলায় অধিক প্রযোজ্য বাণী? যুবক হয়ে তিনি সংসার ও তার সমস্ত আকর্ষণ ত্যাগ করলেন ও দ্রুতপদে খ্রীষ্টের পিছনে দৌড় দিলেন, আর কখনও থামেননি যতক্ষণ না তাঁর কাছে এসে পৌঁছলেন। অতএব সাধু বেনেডিক্টের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরা যেন সান্ত্বনা ও চিরকালীন উত্তরাধিকার তাঁরই অনুগ্রহ দ্বারা পেতে পারি যিনি এলেন আমরা যেন জীবন পাই, এমনকি প্রচুর পরিমাণেই পাই—আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।

বিকল্প (খ বর্ষ)

সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১৩-১৬

যীশু একদিন জনতাকে বললেন: 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।'

আদ্‌মন্তের মঠাধ্যক্ষ ধন্য গডফ্রেডের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে**

আমাদের পুণ্যপিতা বেনেডিক্ট জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন

প্রভু একথা বলেন: *লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে।* আমরা বলতে পারি যে, ঈশ্বর যখন উদার দানশীলতা গুণে সাহায্যকারী কোন জ্ঞান বা শুভ সঙ্কল্প বর্ষণ করেন ও প্রসন্নতার সঙ্গে দিব্য প্রেরণা দান করেন, তখন তিনি প্রতিটি ভক্তজনকে আলোকিত করেন ও উদ্ভাসিত করেন।

যাঁর পর্ব আমরা আজ উদ্‌যাপন করছি, আমাদের পুণ্যপিতা সেই বেনেডিক্ট ঈশ্বরের এ সিদ্ধতা-দানকারী অনুগ্রহের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন: আপন প্রদীপ তিনি লুকিয়ে রাখেননি, দীপাধারেই রাখলেন। বালক থাকতেই তিনি ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় সহযোগিতা দিতে এতই আগ্রহী ছিলেন যে, জগতে তাঁর যা কিছু থাকতে পারত সেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করলেন, ও কোন সম্পদ দ্বারা বিঘ্নিত না হয়ে বনের নির্জনতায় নিঃস্ব অবস্থায় দিন কাটালেন। সেখানে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি সংসারের সমস্ত আমোদ ও অভিলাষের চেয়ে ঈশ্বরের আরাধনা ও ধ্যানে প্রীত হলেন। তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রদীপ জ্বলন্ত ছিল বিধায় তিনি বাহ্যিক কোন দুঃখকষ্টের দিকে মনোযোগ দিলেন না।

হ্যাঁ, আমাদের পুণ্যপিতা বেনেডিক্ট সত্যিই দীপাধারে রাখা এমন জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল প্রদীপ ছিলেন যা ঈশ্বরের গৃহের সকলকেই আলো দান করল। এসো, তেমন উজ্জ্বল প্রদীপের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, ও তাঁর আলোতে আমাদের কর্তব্য কর্মকাণ্ডের গতি দেখি, এ প্রত্যাশা রেখে যে, তাঁর পরিচালনায় সংগ্রাম করে আমরাও স্বর্গরাজের প্রাসাদে প্রবেশাধিকার লাভ করব। এসো, এ ভরসা রাখি যে, আমাদের নিজেদের কর্মফলে যা পাওয়া অনিশ্চিত, আমাদের পরিচালকের প্রার্থনা-ফলেই তা পাব। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সার্বজনীন পুনরুত্থানে তিনি যখন উঠবেন, তখন তাঁর পুণ্য শিক্ষার পতাকার নিচে যারা এসংসারে বীর্য দেখিয়ে সংগ্রাম করেছে, তারা যে কোন লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে সকলেই সেই পতাকার পিছনে একত্র হয়ে তাঁর অনুসরণ করবে। সেসময়ে যারা অনুপস্থিত না হয়ে বরং সেই মহা সেনাদলের অংশী হবার যোগ্য হবে, তারা সত্যিই ধন্য!

সুতরাং এসো, বিনম্র হয়ে আমাদের পরমধন্য পিতা বেনেডিক্টকে অনুনয় করি, তিনি যাদের পিতা হলেন এই আমাদের যেন ভুলে না গিয়ে বরং স্মরণেই রাখেন। কেননা যদিও আমরা প্রভুর সংগ্রামে তত সাহস না দেখিয়ে থাকি আর উচিত বীর্যও না দেখিয়ে থাকি, তবু আমাদের রাজার ভালবাসার খাতিরে আমাদের সৈনিক-জীবনের চিহ্ন কখনও ফেলে না রেখে বরং যথাসাধ্য নিষ্ঠাবান থাকলাম। এসো, তাঁর কাছে যাচনা রাখি, শেষ পরীক্ষার দিনে আমাদের প্রত্যাখ্যান না করে তিনি

বরং প্রভুর জন্য যাদের জয় করলেন সেই অসংখ্য সাধুসাধ্বীর দলেই যেন আমাদের সহভাগী হতে দেন—সেই প্রভু দ্বারা যিনি বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

বিকল্প (গ বর্ষ)

সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১-১২

একদিন যীশু লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

‘আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।’

নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরি-লিখিত ‘পরিপক্ক খ্রীস্টবিশ্বাসীর আদর্শ’ **১:৬-৭**

খ্রীষ্টের ইচ্ছাই আমাদের জীবন-নিয়ম

প্রভু একথা বলেন, *শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।* খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের পরাক্রম, আর যে কেউ প্রজ্ঞা যাচনা করে—খ্রীষ্টই যে প্রজ্ঞা!—সে প্রজ্ঞাবান হয়ে ওঠে। সুতরাং যে কেউ সেই খ্রীষ্টের নাম ধারণ করে *যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা,* সে যখন পাপের বিরুদ্ধে বীর্য দেখিয়ে ও যথাশক্তিতে সংগ্রাম করে, তখন খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর ‘পরাক্রম’ নামেরও সহভাগী হয়; আর সে যখন শ্রেয়তর অংশ বেছে নেয়, তখন তাঁর প্রজ্ঞাই প্রকাশ করে—পরাক্রমের সঙ্গে প্রজ্ঞার তেমন সংযোগই হল সিদ্ধ জীবন। কেননা যা ন্যায় ও সৎ, আমরা প্রজ্ঞা দ্বারাই তা জানি, ও যা কর্তব্য বলে জেনেছি, পরাক্রম দ্বারাই তা বাস্তবায়িত করি ও রক্ষা করি।

উপরন্তু, আমরা যখন একথা ভাবি যে, খ্রীষ্ট হলেন শান্তি, তখন সেই যে শান্তি আমাদের অন্তরে বিরাজিত, তা দ্বারা যদি আমাদের আচরণে খ্রীষ্টকে ব্যক্ত করি, তবে খ্রীষ্টান নামটি সঙ্গতভাবেই সপ্রমাণ করি। প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *তিনি শত্রুতার মৃত্যু ঘটিয়েছেন।* সুতরাং এসো, আপ্রাণ চেষ্টা করে সেই শত্রুতাকে পুনরুজ্জীবিত হতে না দিয়ে বরং ঘোষণা করি যে, হ্যাঁ, সেই শত্রুতা সম্পূর্ণরূপেই মৃত। আর যেহেতু সেই খ্রীষ্টকে পেয়ে থাকি যিনি শান্তি, সেজন্য এসো, আমরাও সেই শত্রুতার মৃত্যু ঘটাই, তাঁর বিষয়ে আমরা যা যা বিশ্বাস করি তা যেন আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি। কেননা তিনি যেমন *বিচ্ছেদের মধ্যবর্তী প্রাচীর ভেঙে ফেলেছেন,*

যেন সেই দুইকে নিয়ে তিনি নিজেতে এক-ই নতুন মানুষকে সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তেমনি আমরাও যেন পুনর্মিলনের দিকে কেবল তাদেরই আকর্ষণ না করি যারা বাইরের দিক থেকে আমাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, কিন্তু তাও যেন আকর্ষণ করি যা আমাদের অভ্যন্তরেই বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে, যাতে করে মাংসের যা কাম্য তা আত্মার বিরোধী না হয়, ও আত্মারও যা কাম্য তা যেন মাংসের বিরোধী না হয়; বরং মাংসের বিচারবুদ্ধি ঐশবিধানে বশীভূত ক'রে ও আমাদের মানব-দ্বন্দ্বকে শান্তিপ্রিয় নবমানুষে ফিরিয়ে এনে আমরা যেন নিজেদের মধ্যে শান্তি ভোগ করি। কেননা যারা পরস্পর বিরোধী ছিল তাদের যে নতুন সুসম্পর্ক তাও শান্তি বলে অভিহিত করা চলে। সুতরাং, নিজেদের অন্তরে শান্তি পোষণ করার উদ্দেশ্যে আমরা যখন আমাদের নিজেদের স্বভাবের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে জয়ী হয়ে উঠি, তখন নিজেরাই শান্তি হয়ে উঠি ও খ্রীষ্টের এ নামটি নিজেদের মধ্যে সত্যিকারেই ব্যক্ত করি।

আর যখন একথা ভাবি যে, খ্রীষ্টই প্রকৃত আলো, এমন আলো যা সমস্ত মিথ্যা থেকে একেবারে দূরবর্তী, তখন উপলব্ধি করি যে আমাদের জীবনেরও তাঁর কিরণ দ্বারা আলোকিত হওয়া উচিত। সেই কিরণ হল তাঁর কাছ থেকে ছড়িয়ে পড়া সেই সকল গুণাবলি যা আমাদের আলোকিত করে *আমরা যেন অন্ধকারের কাজকর্ম পরিত্যাগ ক'রে দিনমানের মত উজ্জ্বলভাবে চলাফেরা করি।* তবেই সবকিছু আলোতে সম্পাদন ক'রে আমরাও আলো হয়ে উঠি ও আমাদের নিজেদের কাজকর্ম দ্বারা অপরকে আলোকিত করি—ঠিক আলোরই যা বৈশিষ্ট্য।

আর যদি খ্রীষ্টকে পবিত্রীকরণ বলে ধারণা করতে ইচ্ছা করি, তবে অসৎ ও অপবিত্র সমস্ত কর্ম ও চিন্তা বিসর্জন দেওয়ায় আমরা নিজেদের প্রকৃতপক্ষে তাঁর এ নামের যোগ্যই বলে দেখাব, যেহেতু কথায় নয়, আমাদের নিজেদের জীবনাচরণেই পবিত্রীকরণের শক্তি ঘোষণা করি।

আমরা যখন শিখি যে মুক্তি হলেন সেই খ্রীষ্ট যিনি আমাদের মুক্ত করতে নিজেকেই মুক্তিমূল্য হিসাবে দান করলেন, তখন বুঝি যে তিনি প্রতিটি আত্মার মূল্য হয়ে মৃত্যু থেকে জীবনের উদ্দেশে নিজের জন্য আমাদের কিনে আমাদের অমরত্ব দান করলেন ও নিজের সম্পদ করে তুললেন। সুতরাং আমরা যখন মুক্তিসাধকের সম্পদ, তখন এসো, প্রভুর অনুসরণ করি, যাতে করে আমাদের নিজেদের জন্য আর নয়, বরং যিনি আপন প্রাণের মূল্যে আমাদের কিনেছেন তাঁরই জন্য জীবনযাপন করতে পারি। বস্তুত আমরা আর নিজেদের প্রভু নই: প্রভুই আমাদের কিনেছেন, আর আমরা তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে রয়েছি। অতএব এসো, তাঁরই ইচ্ছা আমাদের জীবন-নিয়ম বলে প্রতিষ্ঠা করি।

২৫শে জুলাই

সাধু যাকোব, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - মথি ২০:২০-২৮

একদিন জেবেদের ছেলেদের মা নিজের ছেলে দু'টোকে সঙ্গে নিয়ে যীশুর কাছে এগিয়ে এলেন ও কিছু যাচনা করার জন্য তাঁর সামনে প্রণিপাত করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, 'আপনি কি চান?' তিনি বললেন, 'আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারে।' যীশু উত্তরে বললেন, 'তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না; আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?' তাঁরা বললেন, 'পারি।' তিনি

তাঁদের বললেন, 'তোমরা আমার পাত্রে পান করবে বটে, কিন্তু কাউকে আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে আসন মঞ্জুর করার অধিকার আমার নেই; তেমন আসন বরং তাদেরই হবে, আমার পিতা যাদের জন্য তা প্রস্তুত করেছেন।'

একথা শুনে অন্য দশজন ওই দুই ভাইয়ের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু যীশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো জান, বিজাতীয়দের শাসকেরা তাদের উপর প্রভুত্ব করে, এবং যারা বড়, তারাও তাদের উপর কর্তৃত্ব চালায়। তোমাদের মধ্যে তেমনটি হবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ বড় হতে চায়, তাকে তোমাদের সেবক হতে হবে, আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, তাকে হতে হবে তোমাদের দাস, ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।'

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২:২১**

তোমরা কী আমার পাত্র থেকে পান করতে পারবে?

জেবেদের সেই দুই ছেলে যাকোব ও যোহন যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন: প্রভু, এমনটি করুন, যেন আপনার গৌরবে আমরা একজন আপনার ডান পাশে, আর একজন বাঁ পাশে আসন পেতে পারি; যীশু তাঁদের বললেন, তোমরা কি যাচনা করছ, তা বোঝ না।

তাঁরা যে কী জিজ্ঞাসা করছিলেন, তা জানতেন না, কেননা মনে করছিলেন, তাঁদের ভাবী পুরস্কার হিসাবে তাঁরা সহজেই এ আসন বা সেই আসন বেছে নিতে পারবেন। তাঁদের বরং প্রভুর কাছে এ অনুগ্রহ ভিক্ষা করা উচিত ছিল, তথা তাঁরা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের প্রত্যাশার প্রত্যয়ে ও গৌরবে শেষ পর্যন্তই নিষ্ঠাবান থাকতে পারেন। তবেই তিনি নিজে তাঁদের সমস্ত শুভকর্মের প্রতিদানে এমন পুরস্কার দিতেন যা তাঁদের অচিন্তনীয় কল্পনার অতীত—এবিষয়েই তাঁদের নিশ্চিত জানা থাকা উচিত ছিল! যাঁরা ভক্তিপূর্ণ অন্তরে স্বর্গরাজ্যে প্রভুর পাশাপাশি আসন পাবার জন্য অনুরোধ করেছেন, তাঁদের এ সরল ভক্তি প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু এর চেয়ে তাঁরই সদ্বিবেচনাপূর্ণ বিনম্রতা অধিক প্রশংসনীয়, যিনি নিজ দুর্বলতা বিষয়ে সচেতন হয়ে বলেছিলেন: *দুর্জনদের তাঁবুতে বাস করার চেয়ে আমি বরং দাঁড়াব পরমেশ্বরের দুয়ারপ্রান্তে।*

তাঁরা যে কী চাচ্ছিলেন, নিজেরা তা জানতেন না, কেননা শুভকর্ম সাধন করার জন্য শক্তির চেয়ে তাঁরা প্রভুর কাছে উৎকৃষ্ট পুরস্কারের অন্বেষণ করছিলেন। কিন্তু তাঁদের স্বর্গীয় প্রভু তাঁদের কাছে স্পষ্টই দেখালেন, কী প্রথম চাওয়া উচিত, এবং এ প্রেক্ষিতে তিনি সেই পরিশ্রমের পথ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে পথ বেয়ে তাঁরা পুরস্কার পেতে পারবেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন: *আমি যে পাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?* নিজ পাত্র বলতে তিনি সেই তিক্ত যন্ত্রণা বোঝাচ্ছিলেন যা অবিশ্বাসীদের ক্রোধ প্রায়ই ধার্মিকদের মাথায় চাপিয়ে দেয়। যারা খ্রীষ্টের খাতিরে তা বিনম্রতা, ধৈর্য ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে, তারা সকলেই স্বর্গে রাজত্ব করতে যোগ্য। সুতরাং, যেহেতু জেবেদের ছেলেরা তাঁর পাশে আসন নিতে ইচ্ছুক ছিলেন, সেজন্য তিনি তাঁদের আহ্বান করলেন তাঁরা যেন প্রথমে তাঁর যন্ত্রণাভোগের আদর্শ পালন করেন, এর পরেই, পরিশেষেই, তাঁরা আকাঙ্ক্ষিত সর্বোচ্চ আসন পেতে পারবেন। এ হল সেই জীবনের নিয়ম যা প্রেরিতদূত সকল বিশ্বাসীর জন্যই শেখান যখন বলেন: *আমরা যখন তাঁর সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে মিলিত হয়েছি, তখন তাঁর পুনরুত্থানের সদৃশ পুনরুত্থানেও তাঁর সঙ্গে মিলিত*

হব।

তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, পারি। তাঁর পাত্র থেকে পান করার সাধ্য ঘোষণা করে তাঁরা সরলতার সঙ্গে প্রভুর প্রতি তাঁদের বর্তমান ভাব ও ভক্তি প্রকাশ করলেন বটে, তবু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁরা স্পষ্টই দেখাবেন তাঁরা তখনও কতই না দুর্বল ছিলেন; কেননা যখন সেই সময় এসে উপস্থিত হল যে সময়ে প্রভুকে সেই পাত্র থেকে পান করতে হবে, তখন অন্য সকল শিষ্যের সঙ্গে তাঁরাও *তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন।* কিন্তু তবু প্রভুর পাত্র থেকে পান করতে যে ভয়ে তাঁরা আক্রান্ত হয়েছিলেন, তা বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়ার কথা ছিল না; বাস্তবিকই যাঁরা প্রভুর যন্ত্রণাভোগের আগে পালিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের পরে ফিরে আসতে আরও দ্রুতগামী হলেন। তাঁর যন্ত্রণাভোগের ভয়ানক তীব্রতার সামনে তাঁরা বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের উজ্জ্বল গৌরব তাঁদের সুস্থির করে তুলল; আর পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ লাভ করার পর তাঁরা প্রভুর পাত্র থেকে পান করার সেই সঙ্কল্প দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করলেন। তাঁরা নিশ্চয়ই তাঁর পাত্র থেকে পান করবেন বলে প্রভু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তিনি পূরণ করলেন, ও তাঁর খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করায় ও মৃত্যুবরণ করায় তাঁদের অপরাজেয় করলেন।

৬ই আগস্ট

প্রভু যীশুর দিব্য রূপান্তর

ক বর্ষ - মথি ১৭:১-৯

একদিন পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে যীশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। আর হঠাৎ মোশী ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন।

তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'প্রভু, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আপনি ইচ্ছা করলে আমি এখানে তিনটে কুটির তৈরি করব, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর হঠাৎ সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন; তাঁর কথা শোন।' একথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন ও ভীষণ ভয়ে অভিভূত হলেন। কিন্তু যীশু কাছে এসে তাঁদের এই বলে স্পর্শ করলেন, 'ওঠ, ভয় করো না।' তখন চোখ তুলে তাঁরা কেবল যীশুকেই ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলেন না। পর্বত থেকে নামবার সময়ে যীশু তাঁদের এই আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকেই বলো না, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।'

সাধু পিতর দ্য ক্লুয়ার উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ**

প্রভুর রূপান্তরে দেহের ভাবী রূপান্তর আংশিকভাবে প্রকাশিত

আপন ঈশ্বরত্বের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকলেও যিনি আমাদের মানবস্বরূপের দুর্বলতা বাস্তবেই বহন করছিলেন, তিনি আপন মরণশীল দেহে প্রকৃত অমরত্বের গৌরব দেখাতে পারলেন। আর পুনরুত্থানের পর তিনি যেমন নিজ গৌরবান্বিত দেহে ক্ষতস্থানের দাগ দেখিয়েছিলেন, তেমনি সেই একই প্রভাবে কষ্ট-সাপেক্ষ দেহের মধ্যে পুনরুত্থানের গৌরব দেখাতে চাইলেন।

সুতরাং, যিনি আমাদের মরণশীল স্বরূপের দুর্বলতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অমর, তিনি গৌরবান্বিত

হচ্ছিলেন আর একইসময়ে কষ্টভোগের অধিকার রাখছিলেন। কিন্তু একথা যথার্থই উল্লেখযোগ্য যে, এই রূপান্তরে দেহের ভাবী গৌরব পূর্ণমাত্রায় নয়, সীমিত মাত্রায়ই প্রকাশ পেল, কেননা প্রভু নিজ বৈচিত্র্যময় গৌরব সম্পূর্ণরূপে নয়, কেবল আলোর দিক দিয়েই প্রকাশ করলেন।

তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান, ও তাঁর পোশাক আলোর মত নির্মল হয়ে উঠল। তাতে তিনি নিজের মধ্যে সেই দীপ্তি দেখালেন যা একদিন ধার্মিকদের দান করার কথা; কেননা শাস্ত্রে বলে: *ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে।* তেমনটি তখনই ঘটবে যখন *খ্রীষ্ট আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি রূপান্তরিত ক'রে তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।* সুসমাচার-রচয়িতা পার্থিব সূর্যের সঙ্গে ধর্মময়তার সূর্যের তুলনা করেন, কারণ সৃষ্টির নানা বস্তুর মধ্যে এমন বস্তু নেই যা সূর্যের চেয়ে সেই খ্রীষ্টের অধিক যথার্থ প্রতীক হতে পারে যিনি আপন গৌরবের প্রভায় জাগতিক সূর্য বা চাঁদের প্রভার চেয়ে ততখানি উজ্জ্বল, সৃষ্টির তুলনায় স্রষ্টা যতখানি ঊর্ধ্ব। সুতরাং যখন সূর্যের সঙ্গেই খ্রীষ্টের সিংহাসনের তুলনা করা হয়—যেমনটি পিতা নবীর মুখ দিয়ে বলেন: *আমার সামনে তাঁর সিংহাসন সূর্যের মত*—তখন যিনি সিংহাসনে আসীন, সূর্যের চেয়ে তাঁর শ্রীমুখ আর কতই না উজ্জ্বল হবে! তিনিই সেই সূর্য যা বিষয়ে নবী বলেন: *সূর্য দিনের বেলায় আর তোমার আলো হবে না, চাঁদের জ্যোৎস্নাও তোমাকে আলোকিত করবে না; স্বয়ং প্রভুই হবেন তোমার চিরন্তন আলো।* হ্যাঁ, তাঁর আলো সমস্ত আলো ও সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বে।

একই কথা আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত সেই ইসাইয়ার পুস্তকেও পড়ি: *চন্দ্র মলিন হবে ও সূর্য লজ্জিত হবে, কারণ সিয়োন পর্বতে সেনাবাহিনীর স্বয়ং প্রভুই রাজা হবেন, ও তাঁর প্রবীণদের সামনে গৌরবমণ্ডিত হবেন।* খ্রীষ্টের পোশাক হল তাঁর সেই ভক্তরা যারা খ্রীষ্টকে পরিধান করে ও তাঁর দ্বারা পরিবৃত, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন: *তোমরা যারা খ্রীষ্টের উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছ, সকলে স্বয়ং খ্রীষ্টকেই পরিধান করেছ।* খ্রীষ্ট দ্বারা *নবজন্মের প্রক্ষালনে* ধৌত হয়ে তারা তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠবে, যেমনটি সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেন: *আমাকে ধৌত কর, তবে আমি তুষারের চেয়ে শুভ্র হয়ে উঠব।*

খ বর্ষ - মার্ক ৯:২-৯

একদিন, কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যীশু নিজেদের মধ্যে একাকী হয়ে থাকবার জন্য একটা উঁচু পর্বতের উপরে তাঁদের নিয়ে গেলেন; এবং তাঁদের সাক্ষাতে রূপান্তরিত হলেন: তাঁর পোশাক উজ্জ্বল ও অধিক নির্মল হয়ে উঠল, পৃথিবীতে কোন রজক তা এত নির্মল করতে পারে না। আর এলিয় ও মোশী তাঁদের দেখা দিলেন: তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। তখন পিতর যীশুকে বললেন, 'রাব্বি, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' কারণ কী বলতে হবে, তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না, যেহেতু তাঁরা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। তখন একটি মেঘ এসে নিজের ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: 'ইনি আমার প্রিয়তম পুত্র; তাঁর কথা শোন।' পরে তাঁরা হঠাৎ চারদিকে তাকিয়ে তাঁদের সঙ্গে আর কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল যীশুকেই দেখলেন।

পর্বত থেকে নামবার সময়ে তিনি তাঁদের কড়া আদেশ দিলেন: তাঁরা যা দেখেছিলেন, তা যেন কাউকেই না বলেন, যতদিন না মানবপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেন।

যাঁর কাছে রয়েছে অনন্ত জীবনের বাণী,
তোমরা তাঁর কথা শোন

একটি উজ্জ্বল মেঘ নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, ও তার মধ্যে মোশী ও এলিয়ের সঙ্গে ত্রাণকর্তা যীশুকে দেখে শিষ্যেরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

প্রাচীনকালে, যখন মোশী ঈশ্বরকে দেখেছিলেন, তখন সেই দিব্য অন্ধকারের অভিজ্ঞতা করেছিলেন যা বিধানের প্রতীকমূলক স্বরূপ ইঙ্গিত করছিল; কেননা যেমনটি পল লিখেছেন: *যা একদিন ঘটবার কথা, বিধানে তার কেবল একটা অংশ ছিল, বিধানে প্রকৃত বস্তু ছিল না।* অতীতকালে *ইস্রায়েল সন্তানেরা মোশীর মুখের গৌরবের জন্য তাঁর মুখের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারছিল না, আমরা সবাই কিন্তু অনাবৃত মুখে ঠিক যেন দর্পণেরই মত প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে করতে প্রভুর আত্মার প্রভাব অনুসারে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে তাঁর প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকি।* সুতরাং যে মেঘ শিষ্যদের আচ্ছাদিত করল, তা ভয়ঙ্কর অন্ধকারজনক মেঘ ছিল না, বরং আলোজনকই ছিল; কেননা যে রহস্য অতীত যুগে আবৃত ছিল, তা প্রকাশিত হল যাতে আমরা সনাতন ও চিরন্তন গৌরবের দর্শন পেতে পারি। বিধান ও নবীদের প্রতীক রূপে মোশী ও এলিয় ত্রাণকর্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কারণ বিধান ও নবীরা যাঁর কথা ঘোষণা করেছিলেন, তিনি জীবনদাতা যীশুর ব্যক্তিত্বে উপস্থিত ছিলেন।

তখন সেই মেঘ থেকে একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি পরম প্রীত; তাঁর কথা শোন।* পিতারই কণ্ঠস্বর পবিত্র আত্মার মেঘের মধ্য থেকে ধ্বনিত হল: *ইনি আমার প্রিয় পুত্র।* যিনি মানবীয় আকারে দৃষ্টিগোচর, যিনি কেবল গতকালই মানুষ হলেন, যিনি আমাদের মধ্যে নম্রভাবে জীবন যাপন করেন আর যাঁর শ্রীমুখ এখন উজ্জ্বল, তিনি হলেন সেই *আমি আছি* ঈশ্বর! *ইনি আমার প্রিয় পুত্র,* তথা একমাত্র ঈশ্বরের সেই সনাতন ও একমাত্র পুত্র যিনি আমা থেকে অনাদিকাল থেকে যুগ যুগ ধরে অবিরতভাবেই উদ্গত, যিনি আমার পরেই অস্তিত্ব পেয়েছেন এমন নয়, কিন্তু অনাদিকাল থেকেই আমা থেকে উদ্গত, আমার সঙ্গে বিদ্যমান, আমার মধ্যে উপস্থিত।

পিতার মঙ্গল-ইচ্ছায়ই তাঁর একমাত্র-জাত পুত্র ও বাণী দেহধারণ করলেন; পিতার মঙ্গল-ইচ্ছায়ই জগতের পরিত্রাণ তাঁর একমাত্র-জাত পুত্র দ্বারা সাধিত হল; পিতার মঙ্গল-ইচ্ছাই গোটা বিশ্বের পুনর্মিলন তাঁর একমাত্র-জাত পুত্রের মধ্যে সাধন করল। কেননা মানবজাতি এমন এক ক্ষুদ্র জগৎ যার মধ্যে দৃশ্য অদৃশ্য সমস্ত বস্তু সংযুক্ত, কারণ মানবজাতি দৃশ্য অদৃশ্য উভয় স্বরূপেরই অধিকারী, ফলত বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনিয়ন্তা সেই প্রভু নিশ্চয়ই এতে প্রীত হলেন যে, ঈশ্বরত্ব ও মানবতা আর এর ফলে সমস্ত সৃষ্টিও তাঁর সেই একমাত্র-জাত ও সমস্বরূপময় পুত্রের মধ্যে মিলিত হবে *যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু—সবারই মধ্যে।*

ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার গৌরবের প্রভা, যিনি আমার নিজের স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন বহন করেন, যাঁর দ্বারা আমি স্বর্গদূতদের সৃষ্টি করলাম, যাঁর দ্বারা আকাশের গগনতল অবিচল করা হল ও পৃথিবী দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি নিজ পরাক্রমী বাণী দ্বারা ও তাঁর মুখনিঃসৃত আত্মা দ্বারা তথা জীবনদায়ী ও পথদিশারী আত্মা দ্বারা বিশ্বকে সুস্থির করে রাখেন। *তোমরা তাঁর কথা শোন।* যে কেউ তাঁকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি কঠোর প্রভুর অধিকারে নয়, স্নেহময় পিতার

অধিকারেই তাঁকে প্রেরণ করলেন। মানুষ হিসাবে তিনি প্রেরিত, কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে তিনি আমার মধ্যে বিরাজমান ও আমি তাঁর মধ্যে বিরাজমান। যে কেউ আমার একমাত্র-জাত পুত্রকে সম্মান করতে অস্বীকার করে, সে সেই আমাকেই সম্মান করতে অস্বীকার করে যিনি তাঁর পিতা হিসাবে তাঁকে প্রেরণ করেছি। *তোমরা তাঁর কথা শোন*, কারণ এঁরই কাছে রয়েছে অনন্ত জীবনের বাণী!

গ বর্ষ - লুক ৯:২৮-৩৬

একদিন পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে যীশু প্রার্থনা করতে পর্বতে গিয়ে উঠলেন। তিনি প্রার্থনা করছেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারার অন্য রূপ হল, ও তাঁর পোশাক অধিক নির্মল-উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর দেখ, দু'জন পুরুষ তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলেন—তাঁরা ছিলেন মোশী ও এলিয়। গৌরবে আবির্ভূত হয়ে তাঁরা তাঁর সেই প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুসালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন। পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর গৌরব ও সেই দু'জনকে দেখলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন, সেসময়ে পিতর যীশুকে বললেন, 'গুরুদেব, এখানে আমাদের থাকা উত্তম; আসুন, তিনটে কুটির তৈরি করি, আপনার জন্য একটা, মোশীর জন্য একটা ও এলিয়ের জন্য একটা।' তিনি কী বলছিলেন, তা তো জানতেন না; তিনি একথা বলছেন, সেসময়ে একটি মেঘ এসে নিজ ছায়ায় তাঁদের ঘিরে রাখল, আর সেই মেঘের মধ্যে প্রবেশ করার সময়ে তাঁরা ভয় পেলেন। আর সেই মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর বলে উঠল: 'ইনি আমার পুত্র, আমার মনোনীতজন; তাঁর কথা শোন।' এই কণ্ঠ ধ্বনিত হওয়ামাত্র দেখা গেল, যীশু একাই আছেন। তাঁরা নীরব রইলেন; এবং যা দেখেছিলেন, সেবিষয়ে তাঁরা তখন কাউকে কিছুই বললেন না।

সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ৩৪**

খ্রীস্টের শ্রীমুখ ঈশ্বরত্বের আলোতেই উজ্জ্বল

কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকেই সঙ্গে করে ত্রাণকর্তা উঁচু এক পাহাড়ে তাঁদের নিয়ে গেলেন, আর সেখানে তাঁদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হলেন। এবিষয়ে স্বর্ণমুখী ঐশবিদ্ প্রশ্ন রাখেন, *তিনি রূপান্তরিত হলেন* এর অর্থ কী? এর অর্থ হল, তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায়ই তিনি নিজ ঐশস্বরূপের একটি ক্ষুদ্র আভাস তাঁদের দেবেন। তিনি তাঁর নিজের মধ্যে নিবাসী ঈশ্বরকে তাঁদের দেখতে দিলেন।

সাধু লুক বলেন, তিনি প্রার্থনা করছেন এমন সময়ে তাঁর মুখের চেহারা রূপান্তরিত হল। মথি লেখেন যে, তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তবু তাঁর মুখ যে সূর্যের মত উজ্জ্বল হল একথা বলে তিনি এমনটি চাচ্ছিলেন না যে, আমরা সেই আলো ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু বলে জ্ঞান করব, বরং এ শিক্ষা দিতে অভিপ্রেত ছিলেন যে, যারা ইন্দ্রিয়গোচর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে জীবনযাপন করে ও যাদের দর্শন ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা সীমিত, তাদের পক্ষে সূর্য যা, তা-ই খ্রীষ্ট আপন ঐশস্বরূপে তাদেরই কাছে হন, যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা জীবনযাপন করে ও পবিত্র আত্মায় দেখে; তাছাড়া যারা ঈশ্বরের অনুরূপ, তাদের পক্ষে ঈশ্বরকে দেখবার জন্য অন্য আলো দরকার নেই, কেননা যারা অনন্ত জীবন ভোগ করে, ঈশ্বর ছাড়া তাদের আর কোন আলো নেই; সুতরাং, যখন তারা সর্বোত্তম আলোর অধিকারী, তখন কেনই বা অন্য আলো পেতে ইচ্ছা করবে?

প্রার্থনাকালেই তিনি প্রধান নবীদের সঙ্গে সেই আলোতে উজ্জ্বল হলেন ও তাঁর মনোনীত

শিষ্যদের কাছে কেমন যেন অবর্ণনীয় প্রকারেই সেই অবর্ণনীয় আলো প্রকাশ করলেন, যাতে দেখাতে পারেন যে, সেই ধন্য দর্শন প্রার্থনারই ফল ছিল; আবার যেন আমাদের এ শিক্ষা দিতে পারেন যে, সদ্‌গুণ দ্বারা ও ঈশ্বরের সঙ্গে ধ্যানজনিত ঐক্য দ্বারা ঈশ্বরের কাছে আকর্ষিত হওয়ার ফলেই সেই উজ্জ্বল আলো প্রকাশ পায়। তেমন অভিজ্ঞতা তাদের সকলেরই প্রাপ্য ও দর্শনীয়, যারা শুদ্ধ প্রার্থনা ও সদ্বিবেকসুলভ শুভকর্ম সাধন দ্বারা ঈশ্বর অভিমুখে অবিরত ধাবিত।

স্বর্ণমুখী সেই যোহন খ্রীসোস্তম বলেন যে, প্রকৃত সৌন্দর্য, তথা ধন্য ঈশ্বরত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য কেবল তাদেরই দ্বারা দৃশ্য, যাদের অন্তর শুদ্ধ হয়েছে। তেমন উজ্জ্বল সৌন্দর্যের দিকে তাকানোর ফলে তারা তার কিছুটা অংশ লাভ করে, কেমন যেন উজ্জ্বল কয়েকটা রশ্মি লাভ করে যা তাদের মুখে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হয়। ঠিক এভাবেই মোশীর মুখও তখন উজ্জ্বল হয়ে গেছিল যখন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তোমাদের কি মনে নেই, তোমরা সেই পর্বতে আরোহণ করলে ও প্রভুর গৌরবের দর্শন পেলে তিনি কেমন রূপান্তরিত হয়েছিলেন? তবু তাঁর রূপান্তর তাঁর নিজে থেকে নির্গত নয়, অন্য একজনেরই কাছ থেকে আগত ছিল; অপরদিকে আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট স্বরূপ সূত্রেই তেমন প্রভার অধিকারী। ফলে নিজ দেহকে দিব্য আলোতে উজ্জ্বল করার জন্য তাঁর পক্ষে প্রার্থনা প্রয়োজন ছিলই না, তবু তিনি প্রার্থনা করলেন, যাতে দেখাতে পারেন পবিত্রজনেরা কোন্ উপায় অবলম্বন করে দিব্য প্রভা গ্রহণ করতে ও দর্শন করতে পারবেন। কেননা *ধার্মিকেরাও তাঁদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন।* এবং এর ফলে, সম্পূর্ণভাবে আলো হয়ে উঠে তাঁরা দিব্য আলোর সন্তানরূপে খ্রীষ্টকে তাঁর অবর্ণনীয় ও ঐশ প্রভায় দেখতে পাবেন, সেই যে প্রভা তাঁর ঈশ্বরত্ব থেকে স্বভাবতই উদ্গত, কারণ তাঁর ব্যক্তিত্বের ঐক্য হেতু তাঁর দেহ ঈশ্বরত্বের অংশী—তাবর পর্বতে ঠিক যেভাবে প্রকাশ পেল। তেমন আলোই তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত উজ্জ্বল করে তুলল।

১০ই আগষ্ট

সাধু লরেন্স, পরিসেবক ও সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১২:২৪-২৬

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন: ‘আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।’

(বিজোড় বর্ষ) যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা

৭ম-৮ম পুস্তক

আমার অনুগামী হতে হলে
আমার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো প্রয়োজন

গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে

যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।

একথা বলে প্রভুর অভিপ্রায় শুধু এ ছিল না যে, তিনি নিজের যন্ত্রণাভোগের কথা পূর্বঘোষণা করবেন কিংবা তাঁর ক্ষণ এবার উপস্থিত বলে প্রকাশ করবেন; তিনি বরং সেই কারণও দেখাচ্ছিলেন যা তাঁর কাছে যন্ত্রণাকে মধুর করছিল ও যার জন্য সেই যন্ত্রণার ফল খুবই উপযোগী হওয়ার কথা। নইলে তিনি যন্ত্রণাভোগ করতে সদিচ্ছাও দেখাতেন না, যেহেতু তাঁর ইচ্ছা না থাকলে তা ভোগ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। হ্যাঁ, আমাদের প্রতি তাঁর চরম ভালবাসা ও অসীম যত্নের খাতিরেই তিনি এমন কোমলতা দেখালেন যার জন্য জঘন্য যত পীড়ন সহ্য করতেও ভয় করলেন না।

আর যেমন গমের দানা বোনা হলে বহু শিষ উৎপন্ন করা সত্ত্বেও তার কোন ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু শিষের প্রতিটি দানায় নিজ শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখে, তেমনি প্রভুও মরলেন, ও পাতালের দ্বার খুলে দিয়ে মানুষদের আত্মা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, তবু একইসময়ে তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ও নিজের ঐশঅস্তিত্বের মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে নিজ উপস্থিতি অক্ষুণ্ণ রাখলেন। আর তিনি এমনটি করলেন যাতে তাঁর এই লাভ কেবল মৃতদের সংক্রান্ত নয়, জীবিতদেরও সংক্রান্ত লাভ হয়। কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের ফল হল সকলের জীবন—মৃত কি জীবিত সকলেরই জীবন: হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যু হল জীবনের বীজ!

কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক। অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের মঙ্গলের জন্য মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলাম, তখন, দৈহিক মৃত্যু দ্বারা অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের মঙ্গলের জন্য পার্থিব জীবন অবজ্ঞা না করা, এ কেমন করে তোমাদের সর্বোচ্চ অলসতার পরিচয় হবে না? কেননা যারা নানা যন্ত্রণা-নিপীড়ন ভোগ করে, তাদের দিকে তাকিয়ে এ মনে হচ্ছে যে, শাশ্বত মঙ্গলের উদ্দেশে জীবন রক্ষা করার জন্য যারা জীবন মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়, তারা জীবনকে ঘৃণা করে; এও মনে হচ্ছে যে, যারা অধ্যাত্ম সাধনা পালন করে, তারা জীবন ঘৃণা করে ও আমোদ-প্রমোদ দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দেয় না।

সুতরাং, সকলের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্ট যা করেছেন, তা এমন দৃঢ়তার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই করেছেন যাতে যে সকল মানুষ প্রত্যাশিত মঙ্গলের আশা দ্বারা চালিত, তারা যেন তেমন আদর্শের দিকে তাকিয়ে সদ্‌গুণ সাধনায় উৎসাহ লাভ করতে পারে। কেননা—তিনি বলেন—যারা আমার অনুসরণ করতে চায়, তাদের পক্ষে আমার দৃঢ়তা ও আস্থার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো আবশ্যক: এতেই তারা জয়মালা লাভ করবে! আর *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে।* আর গৌরবের দিকে যিনি আমাদের চালিত করেন তিনি যেমন গৌরব ও প্রমোদের মধ্য দিয়ে যাননি, কিন্তু অবমাননা ও পরিশ্রমেরই পথ চললেন, তেমনি আমরাও যদি সেই একই স্থানে পৌঁছতে ও দিব্য গৌরবের অংশীদার হতে ইচ্ছা করি, তবে দৃঢ় অন্তর দিয়ে আমাদেরও ব্যবহার তাঁর ব্যবহারের মত হওয়া উচিত। কেননা আমাদের প্রভু যা সহ্য করলেন, সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে সম্মত না হলে আমরা কেমন সম্মানের যোগ্য হতে পারব? বস্তুতপক্ষে তিনি যখন বলেন, *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে,* তখন একটি স্থানের দিকে নয়, সদ্‌গুণ সংক্রান্ত অবস্থার দিকেই সম্ভবত অঙুলি নির্দেশ করেন। অর্থাৎ, যারা তাঁর অনুসরণ করে, তাদের উচিত, মানবস্বরূপের ঊর্ধ্বে তাঁর সেই ঐশঅধিকার ছাড়া তারা সেই সমস্ত বিষয়েই উৎকৃষ্টতা

দেখাবে তিনি যে বিষয়ে উৎকৃষ্টতা দেখালেন; কেননা মানুষ সব বিষয়েই ঈশ্বরকে অনুকরণ করতে পারবে এমন কথা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই বিষয়েই তাঁকে অনুকরণ করবে, যে বিষয়ে মানবস্বরূপ উৎকৃষ্টতা দেখাতে পারে: অতএব, সাগর প্রশমিত করা ও এপ্রকার অলৌকিক কাজে নয়, কিন্তু হৃদয়ের বিনম্রতা, কোমলতা, দুর্নাম সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়েই প্রভুকে অনুকরণ সাধিত।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **৫১শ বিভাগ ১২-১৩**

খ্রীষ্টসেবার অর্থ

যখন খ্রীষ্টসেবার প্রতিদানে এত মহান পুরস্কার দান করা হয়, তখন খ্রীষ্টসেবার অর্থ সম্বন্ধে প্রশ্ন রাখা একান্ত প্রয়োজন; কেননা খ্রীষ্ট যখন বললেন, *কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক,* তখন আমাদের একথা বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, কেউ যদি আমার অনুসরণ না করে, সে আমার সেবাও করে না। সুতরাং, যারা নিজেদের স্বার্থ নয়, খ্রীষ্টেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে তারাই খ্রীষ্টের সেবা করে। 'সে আমার অনুসরণ করুক' বাণীর অর্থ এরূপ: সে নিজের পথে নয়, আমারই সমস্ত পথে চলুক, যেমনটি অন্য একটি পদে লেখা আছে: *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।* অতএব, একজন যখন ক্ষুধিতের জন্য রুটি ভাগ করে দেয়, সে আত্মপ্রশংসার জন্য নয়, দয়ায় উদ্দীপিত হয়েই তা করবে; তেমন কাজে সে শুভকর্ম ছাড়া যেন অন্য কিছুর অন্বেষণ না করে, তার ডান হাত যা করে, তার বাঁ হাত যেন তা না জানে, যাতে তার শুভকর্ম অনুচিত মনোভাবের দরুন বিকৃত না হয়। যে কেউ এভাবেই সেবা করে, সে-ই খ্রীষ্টের সেবা করে, ও খ্রীষ্ট সঙ্গতভাবেই তাকে বলেন: *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।* এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে-ই খ্রীষ্টের প্রকৃত সেবক, খ্রীষ্টের জন্য যে দৈহিক দয়াধর্ম শুধু নয়, অন্য সমস্ত শুভকর্মও সাধন করে, বিশেষভাবে সে যদি সর্বোচ্চ ভালবাসার কাজ তথা ভাইদের জন্য প্রাণোৎসর্গ সাধন করতে পারে, কেননা ভাইদের জন্য প্রাণোৎসর্গ মানে খ্রীষ্টের জন্যই প্রাণোৎসর্গ। আর তিনি আপন অঙ্গগুলোকে উদ্দেশ করে এ কথাও বলবেন: *তাদের প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ;* কেননা তিনি নিজেকে তেমন কাজেরই সেবক করলেন ও সেবক বলে অভিহিত হতে প্রসন্ন হলেন: তিনি বললেন, *ঠিক যেমনটি মানবপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু এসেছেন সেবা করতে, ও অনেকের মুক্তিমূল্য রূপে নিজের প্রাণ দিতে।* একথা থেকে অনুমান করতে পারি যে, যে কাজের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট নিজেকে সেবক করলেন, তারই মধ্য দিয়ে মানুষ খ্রীষ্টের সেবক হতে পারে। খ্রীষ্টের তেমন সেবা যে করে, সে পিতা দ্বারা এমন সম্মানে গৌরবান্বিত হবে যে, তাঁর পুত্রের সঙ্গে তাকেও চিরন্তন সুখে গ্রহণ করা হবে।

তাই ভাইবোনেরা, তোমরা যখন শোন যে প্রভু একথা বলেন: *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে,* তখন কেবল উত্তম বিশপ বা যাজকদের কথা চিন্তা করো না। তোমাদের অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে তোমরাও তো সৎজীবন যাপনে, অর্থদানে, তাঁর নাম ও শিক্ষা যত মানুষের কাছে জ্ঞাত করায় খ্রীষ্টের সেবা কর। পিতা হয়েও তোমরা এক একজন একথা জেনে রাখ যে, ঠিক এ নামের জোরেই তাকে তার আপন পরিবারকে পিতৃস্নেহে ভালবাসতে হবে। খ্রীষ্ট ও

অনন্ত জীবনের খাতিরে তার উচিত, তার পরিবারের সকলকে চেতনা, সদুপদেশ, সংস্কার ও উৎসাহ দান করা—পিতৃ অধিকারের সঙ্গে পিতৃস্নেহ মিশ্রিত ক'রে। তাতে সে নিজের পরিবারের মধ্যে পুরোহিত ভূমিকা—এমনকি আমি প্রায় বলতাম বিশপ ভূমিকাই পালন করবে: সে খ্রীষ্টের সেবা করবে যাতে একদিন তাঁর সঙ্গে চিরকালের মত থাকতে পারে। কেননা সাক্ষ্যমরণের মত সর্বোচ্চ প্রাণোৎসর্গ এমন অনেকেরই দ্বারা সম্পন্ন হল যারা ঠিক তোমাদের মত ছিল: বিশপ বা পুরোহিত না হয়েও কিন্তু বালক-বালিকা, যুবা-বৃদ্ধ, স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা হয়ে তারা তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার জন্য প্রাণোৎসর্গ পর্যন্তই খ্রীষ্টের সেবা করল, এবং পিতা উজ্জ্বল জয়মালায় তাদের ভূষিত করলেন।

১৫ই আগস্ট

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:৩৯-৫৬

সেসময়ে মারীয়া সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদার একটা শহরের দিকে যত শীঘ্রই যাত্রা করলেন। জাখারিয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে এলিজাবেথকে অভিবাদন জানালেন। তখন এমনটি ঘটল যে, এলিজাবেথ মারীয়ার অভিবাদন শোনামাত্র তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফিয়ে উঠল; এলিজাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'নারীকুলে তুমি ধন্যা, এবং ধন্য তোমার গর্ভফল। আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে? দেখ, তোমার অভিবাদন আমার কানে ধ্বনিত হওয়ামাত্র শিশুটি আমার গর্ভে আনন্দে লাফিয়ে উঠল; আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে! কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে।' তখন মারীয়া বললেন:

'প্রভুর মহিমাকীর্তন করে আমার প্রাণ,

আমার ত্রাতা পরমেশ্বরে আমার আত্মা করে উল্লাস,

কারণ তাঁর দাসীর নিম্নাবস্থার দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি,
কেননা দেখ, এখন থেকে যুগে যুগে সকলে আমাকে সুখী বলবে;

কারণ আমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সেই শক্তিমান—পবিত্রই তাঁর নাম;

আর যারা তাঁকে ভয় করে,
তাদের প্রতি তাঁর দয়া যুগযুগস্থায়ী।

তিনি পরাক্রম সাধন করেছেন আপন বাহুবলে,
গর্বিতদের বিক্ষিপ্ত করেছেন তাদের হৃদয়ের মতলবে;

ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন সিংহাসন থেকে,
নিম্নাবস্থার মানুষকে করেছেন উন্নীত;

ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন মঙ্গলদানে,
ধনীদের ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।

আপন দয়া স্মরণ ক'রে
তাঁর দাস ইস্রায়েলের সহায়তা করেছেন তিনি,

যেমনটি বলেছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে,
আব্রাহাম ও তাঁর বংশের কাছে, চিরকাল।'

মারীয়া তাঁর সঙ্গে প্রায় তিন মাস থাকলেন, পরে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পুত্রের সঙ্গিনী সেই ঈশ্বরজননী

এ আবশ্যক ছিল যে, আমাদের পরিত্রাণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে কুমারী পুত্রের সঙ্গিনী হবেন। আর তাঁকে রক্তমাংস দান ক'রে তিনি যেমন প্রতিদানস্বরূপে তাঁর উপকারগুলোর সহভাগিনী হলেন, তেমনি তাঁর দুঃখ ও তাঁর সকল যন্ত্রণারও অংশী হলেন। পুত্র ক্রুশে চালিত হলেন ও তাঁর হৃদয় বর্শার আঘাতে বিদ্ধ হল; জননীর হৃদয় খড়্গের আঘাতে বিদ্ধ হল, যেমনটি সিমেয়োন ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছিলেন।

তাতে তিনিই যেমন প্রথম ত্রাণকর্তার মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে তাঁর সমরূপ হলেন, তেমনি তিনিই সকলের মধ্যে প্রথম হয়ে তাঁর পুনরুত্থানের সহভাগিনী হলেন। কেননা যিনি পাতালের শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন, সেই পুনরুত্থিত পুত্রের দর্শন ও সম্ভাষণের শুভ অভিজ্ঞতা লাভ করলে পর তিনি, খ্রীষ্ট স্বর্গে আরোহণ না করা পর্যন্ত তাঁর সাধ্যমত তাঁর পাশে পাশে থাকলেন। আর ত্রাণকর্তার স্বর্গারোহণের পর তিনিই প্রেরিতদূতদের ও অন্য শিষ্যদের মধ্যে তাঁর স্থান দখল করার জন্য যোগ্য বলে পরিগণিতা হলেন, তাতে মানুষের কাছে তাঁর তত উপকারের সঙ্গে এ উপকারও যোগ করলেন, তথা খ্রীষ্টের যা বাকি ছিল তিনিই তা পূরণ করবেন—আর তেমন কাজ তিনিই সকলের চেয়ে উত্তমরূপে সাধন করলেন।

প্রকৃতপক্ষে জননীর চেয়ে কেইবা এসব কিছুর যোগ্য ছিল? তবু এও দরকার ছিল যে, সেই পবিত্রতম আত্মা তেমন পবিত্রতম দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। আর আসলে তাঁর আত্মা দেহকে ত্যাগ করে পুত্রের আত্মার সঙ্গে মিলিত—অসৃষ্ট আলোর সঙ্গে সৃষ্ট আলোর পবিত্র সংযোগ! তাঁর দেহ পৃথিবীতে বেশিক্ষণ থাকল না, তাও স্বর্গে গমন করল; কেননা এ প্রয়োজন ছিল যে, তাঁর দেহও সেই সমস্ত পথ পেরিয়ে যাবে, যে পথ ত্রাণকর্তা পেরিয়ে গেছিলেন, তাঁর দেহও জীবিত ও মৃত সকলেরই চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত হবে, তাঁর দেহও সবদিক দিয়ে প্রকৃতি পবিত্রিত করবে যাতে তার যোগ্য স্থান পেতে পারে। এজন্য তাঁর দেহ সমাধিতে শায়িত হল বটে, কিন্তু এরপরে স্বর্গই এ নতুন মর্তকে, এ আধ্যাত্মিক দেহকে, আমাদের জীবনের এ ধনকে, স্বর্গদূতদের দেহের চেয়েও গৌরবময় ও মহাদূতদের দেহের চেয়েও পবিত্রময় দেহকে গ্রহণ করল। তাতে রাজার কাছে সিংহাসন, জীবনবৃক্ষের কাছে পরমদেশ, আলোর কাছে জগৎ, ফলের কাছে গাছ, মাতার কাছে পুত্রকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। কেননা তাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন বিধায় এ সমস্ত কিছু পাওয়া তাঁর শোভা পেত।

হে ধন্যা, কেমন ভাষণ তোমার পবিত্রতার কথা তুলে ধরতে পারে ও সেই সমস্ত উপকার প্রচার করতে পারে যা তুমি ত্রাণকর্তার কাছ থেকে পেয়েছ ও যা তুমি নিজেও গোটা মানবজাতিকে দিয়েছ? কেউই নেই—সাধু পলের কথা অনুসারে যদিও একজন *মানুষের ও স্বর্গদূতদের ভাষায় কথা বলতে পারত।* আমি মনে করি, এও ধার্মিকদের জন্য গচ্ছিত সেই শাশ্বত সুখের অংশ, তথা তোমার সমস্ত অধিকার জানা ও যোগ্যরূপে বর্ণনা করা, কারণ তা এমন *যা কারও চোখ কখনও দেখেনি, কারও কান কখনও শোনেনি;* আরও, মহামান্য যোহনের বাণী অনুসারে, তা এমন যা জগৎ উপলব্ধি করতেও পারে না।

তোমার আশ্চর্য কর্মকীর্তি কেবল সেই রঙ্গভূমিতেই উজ্জ্বলতা পায়, যে রঙ্গভূমি হল সেই নতুন

আকাশ ও নতুন পৃথিবী যেখানে সেই ধর্মময়তার সূর্যই উজ্জ্বল যিনি অন্ধকারের অগ্রেও নন, তার পিছনেও নন। তোমার এ সমস্ত কর্মকীর্তির প্রচারক স্বয়ং ত্রাণকর্তা, আর স্বর্গদূতেরা করতালি দেন।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ১**

স্বর্গোন্নিতার গুণকীর্তন

আজ গৌরবময়ী কুমারী স্বর্গে আরোহণ করেছেন—এতে তিনি স্বর্গের বাসিন্দাদের আনন্দ-মাত্রা নিশ্চয়ই পূরণ করেছেন! অথচ মনে হচ্ছে, আমাদের পক্ষে করতালি দেওয়ার চেয়ে শোক প্রকাশ করাই উচিত, কেননা যখন স্বর্গ মারীয়ার উপস্থিতি নিয়ে আনন্দ করে, তখন কী এ উচিত নয় যে, আমাদের এ নিম্নলোক তাঁর অনুপস্থিতির জন্য শোক প্রকাশ করবে? যাই হোক, এসো, আমাদের শোক শেষ করে দিই, একথা ভেবে যে, এ নিম্নলোকে আমাদের স্থায়ী কোন নগরী নেই: আমরা বরং সেই নগরীর অন্বেষায় আছি যেখানে মারীয়া আজ গমন করেছেন। আমরা যখন স্বর্গের নাগরিক বলে তালিকাভুক্ত, তখন আমাদের পক্ষে এ নিশ্চয়ই সমীচীন যে, আমরা আমাদের প্রবাসী অবস্থায় তাঁর কথা স্মরণ করব ও তাঁর আনন্দের অংশী হব—হ্যাঁ, এই বাবিলনের নদনদীর জলস্রোতের ধারেও তা করা সমীচীন! আমাদের রানী আমাদের আগে আগে গমন করেছেন, আর স্বর্গে তাঁর প্রবেশ এত গৌরবময় হয়েছে যে, তাঁর দাস এই আমরা আস্থার সঙ্গে আমাদের রানীর অনুসরণ করতে করতে চিৎকার করে বলি: *তোমার পিছনে আমাদের আকর্ষণ কর, আর তোমার পবিত্রতার সুবাসে আকর্ষিত হয়ে আমরা তোমার কাছে ছুটে আসব।* আমাদের এ প্রবাসের দেশে আমরা আমাদের আগে আগে আমাদের পক্ষসমর্থনকারিণীকে প্রেরণ করেছি; তিনি তো আমাদের বিচারকর্তার জননী ও দয়ার মাতা বলে আমাদের পরিত্রাণ সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের দিকে বিনম্রতা ও কার্যকারিতার সঙ্গে লক্ষ রাখবেন।

আজ পৃথিবী স্বর্গে এমন অমূল্য এক উপহার প্রেরণ করেছে যে, ধন্য বন্ধুত্ব-বন্ধনের এ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে মানবতা ঈশ্বরত্বের সঙ্গে, পৃথিবী স্বর্গের সঙ্গে, ও নিম্নলোক ঊর্ধ্বলোকের সঙ্গে মিলিত হল। পৃথিবীর একটা উৎকৃষ্ট ফল সেই স্বর্গে গমন করেছে যেখান থেকে উত্তম উপহার ও নিখুঁত দান নেমে আসে। ধন্যা কুমারী ঊর্ধ্বে আরোহণ করেছেন, ফলে তিনিও যথেষ্ট উপকার আমাদের উপর বর্ষণ করবেন। করবেন না কেন? নিশ্চয় তা করার ক্ষমতা তাঁর আছে, ইচ্ছাও আছে: তিনি তো স্বর্গের রানী, তিনি দয়াময়ী, তিনি ঈশ্বরের অদ্বিতীয় পুত্রের জননী! অন্য সব কথার চেয়ে এ কথাই তাঁর ক্ষমতা ও ভালবাসার উজ্জ্বল প্রমাণ—অবশ্যই আমরা যদি অবিশ্বাস না করি যে, ঈশ্বরপুত্র আপন জননীকে সম্মান করেন, বা সন্দেহ না করি যে, যিনি স্বয়ং ভালবাসা, যিনি ঈশ্বর থেকে জাত ঈশ্বর ও মারীয়ার গর্ভে নয় মাস বিশ্রাম করলেন, তিনি জননীর হৃদয়ে ভালবাসার সাড়া জাগিয়েছেন।

আমরা তাঁর গৌরবারোপণ থেকে যথেষ্ট উপকার পাব বটে, কিন্তু তবু একথা বাদেও আমরা যদি তাঁকে ভালবাসি, তবে আমরা এতেই আনন্দ করব যে, তিনি আজ তাঁর পুত্রের কাছে গমন করছেন। আমরা সমস্ত অন্তর দিয়েই তাঁর আনন্দের শুভাকাঙ্ক্ষী হব—অবশ্যই, ঈশ্বর না করুন, আমরা যদি তাঁরই প্রতি অকৃতজ্ঞ না হতে চাই যিনি আমাদের জন্য অনুগ্রহের পথ বের করেছেন।

যাঁকে তিনি জগৎ-গ্রামে তাঁর আগমনকালে প্রথম গ্রহণ করেছিলেন, সেই প্রভু আজ পবিত্র নগরীতেই তাঁকে গ্রহণ করেন; তোমরা কিন্তু কি কল্পনা করতে পার তাঁর আনন্দ ও তাঁর গৌরব এবার কতই না তুলনার অতীত? পৃথিবীতে মারীয়ার পক্ষে ঈশ্বরপুত্রকে গ্রহণ করার মত তাঁর নিজের কুমারী-গর্ভ-মন্দিরের চেয়ে পবিত্রতম স্থান ছিল না। স্বর্গেও তাঁর পুত্র আজ যে রাজাসনে তাঁকে উন্নীতা করেছেন, সেই রাজাসনের চেয়ে তাঁর পক্ষে যোগ্যতম স্থান নেই।

মারীয়ার গর্ভে খ্রীষ্টের উদ্ভব কেমন ঘটেছে, বা মারীয়া কেমন করে স্বর্গে গমন করেছেন এ বিষয় কেইবা বর্ণনা করতে পারে? পৃথিবীতে মারীয়া অনুগ্রহের দিক থেকে যেমন সকলের চেয়ে অনুগ্রহপূর্ণ, তেমনি স্বর্গেও তাঁর গৌরব অনন্য। যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, তাদের জন্য তিনি যা প্রস্তুত করেছেন, তা যখন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শোনেনি, কারও হৃদয়েও তা যখন প্রবেশ করেনি, তখন কেইবা বলতে পারবে, তিনি সেই নারীর জন্য কী না প্রস্তুত করেছেন যিনি তাঁকে জন্ম দিয়েছেন ও সকলের চেয়ে বেশি ভালবেসেছেন? হ্যাঁ, মারীয়া সত্যিই ধন্যা, বহুরূপেই ধন্যা—ত্রাণকর্তাকে গ্রহণ করেছেন এজন্য তিনি ধন্যা, ত্রাণকর্তা তাঁকে গ্রহণ করেছেন এজন্যও তিনি ধন্যা।

২৪শে আগস্ট

সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১:৪৫-৫১

ফিলিপ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, 'মোশী বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যীশু।' নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'নাজারেথ থেকে! সেখান থেকে ভাল কিছু কি আসতে পারে?' ফিলিপ তাঁকে বললেন, 'এসো, দেখে যাও।'

নাথানায়েলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যীশু তাঁর সম্বন্ধে বললেন, 'ওই দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ছলনা নেই।' নাথানায়েল তাঁকে বললেন, 'আপনি কী করে আমাকে চেনেন?' উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, 'ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে, তুমি যখন সেই ডুমুরগাছের তলায় ছিলে, আমি তোমাকে দেখলাম।' নাথানায়েল উত্তর দিলেন, 'রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।' যীশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সেই ডুমুরগাছের তলায় তোমাকে দেখেছি, একথা বলেছি বিধায় তুমি কি বিশ্বাস কর? এর চেয়ে অনেক বড় কিছু দেখতে পাবে!' তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ২০**

যীশুকে খুঁজে পেয়েছি, ধন খুঁজে পেয়েছি

ফিলিপ নাথানায়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন; তাঁকে বললেন, মোশী বিধান-পুস্তকে যাঁর কথা লিখেছিলেন, নবীরাও যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি: তিনি যোসেফের ছেলে নাজারেথের সেই যীশু। তিনি এভাবেই কথা বললেন, অর্থাৎ মোশী ও নবীদের অধিকারের উপর নির্ভর করেই কথা বললেন, যাতে তাঁর ঘোষণা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হতে পারে ও

শ্রোতাকে জয় করতে পারে। নাথানায়েল কিন্তু ছিলেন সদ্বিবেচক ও সুচিন্তিত ব্যক্তি, সবসময় চেতনাশীল ও সত্যবাদী, যেমনটি খ্রীষ্টও স্বীকার করলেন ও ঘটনাটাও প্রমাণ করল। সুতরাং নাথানায়েল যেন যীশুকে মোশী ও নবীদের ঘোষিত ব্যক্তি বলে গ্রহণ করেন ফিলিপ তাঁর মন মোশী ও নবীদের দিকে আকর্ষণ করায় জ্ঞানবান ব্যক্তির পরিচয় দিলেন।

কিন্তু, হে ফিলিপ, তুমি কেমন করে নিশ্চিত হতে পার, তাঁরা ঠিক এ যীশুরই কথা বলেছেন? আমাদের কী প্রমাণ দেবে? কেবল বললে তো যথেষ্ট নয়। কেমন চিহ্ন আমাদের দেখাতে পার? কোন্ অলৌকিক কাজ? তেমন ব্যাপারে ভাসা ভাসা বিশ্বাস রাখা বিপজ্জনক! তাই কোন্ প্রমাণ আমাদের দেবে? আন্দ্রিয় যে উত্তর দিয়েছেন, তা-ই—এ হল তাঁর উত্তর। বাস্তবিকই আন্দ্রিয় যে ঐশ্বর্য পেয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ দিতে পারেননি, ভাষায়ও ধনের বর্ণনা দিতে পারেননি, ফলে তিনি আপন ভাইকে যীশুর কাছে নিয়ে গেছিলেন। আর ফিলিপ ঠিক তাই করলেন। তিনি কেমন করে জানতে পেরেছিলেন যে যীশুই ছিলেন নবীদের পূর্বপ্রচারিত খ্রীষ্ট, তেমন ব্যাখ্যা না দিয়ে তিনি বরং নাথানায়েলকে যীশুর কাছে নিয়ে গেলেন এ আস্থা রেখে যে, একবার যীশুর মুখে বাণী শুনলে নাথানায়েল তাঁকে আর কখনও ছাড়বেন না।

তবে নাথানায়েলের প্রতিক্রিয়া কীরূপ হল? যীশুর পূর্বজ্ঞান বিষয়ে অনস্বীকার্য প্রমাণ পাওয়া মাত্রই তিনি আপন বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করলেন। তাঁর আগেকার বিলম্বে তাঁর সদ্বিবেচনাই প্রকাশ পেয়েছিল; তাঁর বর্তমান নিশ্চয়তায় তাঁর সরলতাই প্রমাণিত। তিনি উত্তরে বলেন: *রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা!* লক্ষ কর তাঁর অন্তর হঠাৎ কেমন আনন্দে পূর্ণ হয়, আর তাঁর কথা যীশুর প্রতি তাঁর আসক্তি কেমন দেখায়! তিনি তো বলেন, আপনি সেই ব্যক্তি আমরা যাঁর প্রতীক্ষায় ও যাঁর প্রত্যাশায় ছিলাম। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তাঁর বিমূঢ়তা ও তাঁর বিস্ময়, আর স্ফূর্তির আতিশয্যে কেমন আনন্দে ফেটে পড়েন? আমরা, যাদের কাছে ঈশ্বরপুত্রের কথা জানানো হয়েছে, আমাদেরও তেমন আনন্দে মেতে ওঠা উচিত! কেবল হৃদয়ের মধ্যেই আমাদের আনন্দ করা উচিত নয়, আমাদের জীবনাচরণেও আমাদের আনন্দ প্রকাশ করার কথা! নিজেদের আচরণে তেমন আনন্দ কেমন প্রকাশ করব? আমরা যাঁর সন্ধান পেয়েছি, তাঁর প্রতি বাধ্যতা স্বীকার করায়, কেননা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখা মানে তাঁর ইচ্ছা পালন করা।

লোকে যখন ঘরে প্রিয় বন্ধুকে গ্রহণ করে, তখন কি স্পষ্টই প্রকাশ পায় না যে সবকিছুই তাদের আনন্দের বিষয়? তারা কি এদিক ওদিক ছুটে যায় না? বন্ধুকে খুশি করার জন্য তারা কি যথাসাধ্য চেষ্টা করে না, যদিও তাদের সর্বস্বও ব্যয় করতে হয়? দেখ, খ্রীষ্টই আমাদের অতিথি; তাই এসো, তাঁকে দেখাই যে আমরা সত্যিই আনন্দিত ও তাঁকে দুঃখ দেওয়ার মত কিছুই করি না। আমাদের আনন্দের প্রমাণস্বরূপ এসো, যে গৃহে তিনি পা দিয়েছেন সেই গৃহ অলঙ্কৃত করি; আমাদের স্ফূর্তি ব্যক্ত করার জন্য এসো, তাঁর সামনে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য পরিবেশন করি। এ খাদ্য কী? তিনি নিজেই উত্তর দেন: *যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করা ও তাঁর কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য।* তিনি ক্ষুধার্ত হলে, এসো, আমরা তাঁকে সেই খাদ্য দান করি, আর তিনি পিপাসিত হলে, তাঁকে পানীয় দান করি। তুমি এক বিন্দু ঠান্ডা জল দিলেও তিনি খুশি হবেন কারণ তোমাকে ভালবাসেন। প্রেমিকের উপহার যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন, বন্ধুর চোখে তা মূল্যবান!

৩রা সেপ্টেম্বর

মহাপ্রাণ গ্রেগরি, পোপ ও আচার্য

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২১:১৫-১৭

পুনরুত্থিত হওয়ার পর, তিবেরিয়াস সাগরের তীরে, যীশু সিমোন পিতরকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, এদের চেয়ে তুমি আমাকে কি বেশি ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও।'

দ্বিতীয়বার তিনি পুনরায় তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' তিনি তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলি পালন কর।' তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, 'যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালবাস?' যীশু যে তৃতীয়বার 'তুমি কি আমাকে ভালবাস?' এই কথা তাঁকে বলেছিলেন, তাতে পিতর দুঃখ পেলেন; তাঁকে বললেন, 'প্রভু, আপনি সবই জানেন; আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালবাসি।' যীশু তাঁকে বললেন, 'আমার মেষগুলির যত্ন নাও।'

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২২**

মণ্ডলীর ঐক্য ঘোষণা করার জন্যই পিতরকে প্রাধান্য আরোপ করা হয়

পবিত্র সুসমাচারের এ পদ সিদ্ধ ভালবাসাকে উৎকৃষ্ট সদ্‌গুণ বলে উপস্থাপন করে। সিদ্ধ ভালবাসা সেই আদেশেই প্রকৃতপক্ষে নিরূপিত, যা অনুসারে প্রভুকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসতে ও প্রতিবেশীকে নিজেরই মত ভালবাসতে আদেশ করা হয়। এ ভালবাসা দু'টোর একটাও সিদ্ধ ভালবাসা হতে পারে না, যদি দু'টোর একটাও না থাকে, কেননা প্রতিবেশীকে ভাল না বাসলে ঈশ্বরকেও প্রকৃতভাবে ভালবাসা যায় না, আবার ঈশ্বরকে ভাল না বাসলে প্রতিবেশীকে ভালবাসা যায় না। সুতরাং, যখন প্রভু পিতরকে বারবার জিজ্ঞাসা করলেন তিনি তাঁকে ভালবাসেন কিনা ও পিতর তাঁকে উত্তরে বললেন যে, তিনি তো জানতেন তিনি তাঁকে ভালবাসেন, তখন পিতরের এক একটা উত্তরের পরে প্রভু উপসংহারস্বরূপ বলে চললেন, *আমার মেষগুলিকে পালন কর*, কিংবা *আমার মেষশাবকদের যত্ন নাও*; তিনি ঠিক যেন স্পষ্টই বলছেন যে, ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসার একমাত্র ও প্রকৃত প্রমাণ হল ভাইদের প্রতি তৎপর ও অবিশ্রান্ত যত্ন।

পিতরের কাছে ভালবাসার প্রশ্ন তিনবার রাখায় প্রভুর প্রজ্ঞাময় মঙ্গলময়তা প্রকাশ পায়, কেননা সেই তিনবার উচ্চারিত স্বীকারোক্তি দ্বারা পিতর সেই বেড়ি ছিন্ন করতে পারেন যা তিনবার উচ্চারিত অস্বীকারোক্তির সময়ে তাঁকে আবদ্ধ করেছিল। অর্থাৎ, প্রভুর যন্ত্রণাভোগ জনিত ভয়ে পিতর যতবার তাঁকে জানেন বলে অস্বীকার করেছিলেন, প্রভুর পুনরুত্থানে উদ্দীপিত হয়ে তিনি ততবার তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসেন বলে ঘোষণা করেন। প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্পক্রমে, যে পিতর প্রভুর কাছে নিজ ভালবাসা তিনবার ঘোষণা করেন, প্রভুও সেই পিতরকে আপন মেষগুলোকে পালন করতে তিনবার আদেশ করেন; কেননা এ সমীচীন ছিল যে, পালকের প্রতি বিশ্বস্ততা ক্ষেত্রে পিতর যতবার টলমল হয়েছিলেন, তাঁকে ততবার আদেশ করা হয় তিনি যেন নবীন বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালকের অঙ্গগুলোকেও যত্ন করেন।

আমার মেষগুলিকে পালন কর, পিতরকে একথা বলায় প্রভু তাঁকে আবার সেই একই কথা শোনাচ্ছেন যা যন্ত্রণাভোগের আগে তাঁকে অধিক স্পষ্টতর ভাবে বলেছিলেন: *আমি তোমার জন্য মিনতি করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস লোপ না পায়; এবং তুমিও যখন আবার ফিরবে, তখন যেন তোমার ভাইদের সুস্থির কর।* অতএব, খ্রীষ্টের মেষগুলোকে পালন করাই মানে খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সুস্থির করা যেন তাদের বিশ্বাস লোপ না পায়; আরও, তার মানে হল পরিশ্রম করা যেন খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা সেই বিশ্বাসে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়।

আমার মেষগুলিকে পালন কর, এই যে কথা পিতরকে বলা হয়েছে, তা সকল প্রেরিতদূতকেও বলা হয়েছে, কারণ পিতর যা ছিলেন, প্রেরিতদূতেরাও তা ছিলেন; তবু পিতরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যাতে মণ্ডলীর ঐক্য দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষিত হয়। সকলেই পালক, কিন্তু একটিমাত্র মেষপালকে উপস্থাপন করা হয়, এমন মেষপাল যা সেসময় সকল প্রেরিতদূত একমত হয়েই শাসন করছিলেন, ও পরবর্তীকালে তাঁদের সেই উত্তরসূরীদের দ্বারা একনিষ্ঠার সঙ্গে শাসন করা হল যাঁদের মধ্যে অনেকে মৃত্যু দ্বারা ও সকলেই জীবন দ্বারা স্রষ্টাকে গৌরবান্বিত করলেন। এমনকি, মণ্ডলীর সেই মহা জ্যোতিষ্ক সকলেই শুধু নয়, মনোনীতদের বাকি ভিড়ও জীবনে বা মরণে এক একজন নিজ নিজ কালে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেছেন। ভ্রাতৃগণ, আমাদের এ বর্তমানকালে আমাদেরও উচিত তাঁদের পদক্ষেপ অনুসরণ করা: তার মানে, সৎমানুষদের আদর্শ অনুসারেই নিজেদের জীবনাচরণ গঠন করব ও পুণ্যজীবন ধারণের সঙ্কল্প নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাতে নিষ্ঠাবান থাকব, যেন পুণ্যজীবন যাপনের প্রচেষ্টায় তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁদের জয়মালারও অধিকারী হবার যোগ্য হতে পারি।

আমরা তা-ই করব যদি এ পুণ্য পাঠের আমন্ত্রণ-বাণী শুনে আমাদের মুক্তিসাধককে যথোচিত ভক্তিতে আঁকড়ে ধরি ও প্রতিবেশীর পরিত্রাণের বিষয়ে ভ্রাতৃসুলভ যত্ন সহকারে সজাগ থাকি— তাঁরই সহায়তায় যিনি তেমনটি করতে আমাদের আদেশ করেন ও নিজের দিক থেকে আমাদের কাজকর্মের উপযুক্ত মজুরি দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

৮ই সেপ্টেম্বর

ধন্যা কুমারী মারীয়ার জন্মতিথি

সুসমাচার পাঠ - মথি ১:১-১৬,১৮-২৩

যীশুখ্রীষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান।

আব্রাহাম ইসায়াকের পিতা, ইসায়াক যাকোবের পিতা, যাকোব যুদা ও তাঁর ভাইদের পিতা, যুদা পেরেস ও জেরাহ্‌র পিতা, যাঁদের মাতা তামার, পেরেস হেস্রোনের পিতা, হেস্রোন আরামের পিতা, আরাম আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদাব নাহসোনের পিতা, নাহসোন সালমোনের পিতা, সালমোন বোয়াজের পিতা, যাঁর মাতা রাহাব, বোয়াজ ওবেদের পিতা, যাঁর মাতা রুথ, ওবেদ যেসের পিতা, যেসে দাউদ রাজার পিতা।

দাউদ সলোমনের পিতা, যাঁর মাতা উরিয়ার আগেকার স্ত্রী, সলোমন রেহোবোয়ামের পিতা, রেহোবোয়াম আবিয়ার পিতা, আবিয়া আসার পিতা, আসা যোসাফাতের পিতা, যোসাফাৎ যোরামের পিতা, যোরাম উজ্জিয়ার পিতা, উজ্জিয়া যোথামের পিতা, যোথাম আহাজের পিতা, আহাজ হেজেকিয়ার পিতা, হেজেকিয়া

মানাসের পিতা, মানাসে আমোনের পিতা, আমোন যোসিয়ার পিতা,

যোসিয়া যেকোনিয়া ও তাঁর ভাইদের পিতা। সেসময়ে বাবিলনে নির্বাসন ঘটে।

বাবিলনে নির্বাসনের পরে: যেকোনিয়া শেয়াল্টিয়েলের পিতা, শেয়াল্টিয়েল জেরুব্বাবেলের পিতা, জেরুব্বাবেল আবিয়ুদের পিতা, আবিয়ুদ এলিয়াকিমের পিতা, এলিয়াকিম আজোরের পিতা, আজোর সাদোকের পিতা, সাদোক আখিমের পিতা, আখিম এলিয়ুদের পিতা, এলিয়ুদ এলেয়াজারের পিতা, এলেয়াজার মাথানের পিতা, মাথান যাকোবের পিতা, যাকোব মারীয়ার স্বামী যোসেফের পিতা। এই মারীয়ার গর্ভে খ্রীষ্ট বলে অভিহিত যীশুর জন্ম হয়।

যীশুখ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়: তাঁর মা মারীয়া যোসেফের প্রতি বাগ্‌দত্তা হলে তাঁরা একসঙ্গে থাকার আগে দেখা গেল, তিনি গর্ভবতী—পবিত্র আত্মার প্রভাবে। তাঁর স্বামী যোসেফ যেহেতু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, আবার তাঁকে প্রকাশ্যে নিন্দার পাত্র করতে অনিচ্ছুক ছিলেন বিধায় তাঁকে গোপনেই ত্যাগ করার সঙ্কল্প নিলেন। তিনি এ সমস্ত ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর দূত স্বপ্নে তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন, 'দাউদসন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তার গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে; সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে আর তুমি তাঁর নাম যীশু রাখবে, কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন।' এই সমস্ত ঘটল যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে,
আর লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে,

নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।

ভিল্লানোভার সাধু টমাসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২:৭-৯**

আজ স্বর্গমর্তের আনন্দের দিন

স্বর্গলোকে আজ কেমন আনন্দ, কেমন সুখ! যেসে-বংশের মূলকাণ্ডের যে অঙ্কুরকে এত দিন আগে কুলপতিদের মধ্যে রোপণ করা হয়েছিল, সেই অঙ্কুর আজ অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠতে লাগল, ও এমন ফল ফলিত হবে যে ফলের জগৎকে নিরাময় করার কথা; ফল এমন, যার সুবাস মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করে, যার স্বাদ পীড়িতদের সুস্থ করে তোলে, যার কান্তি স্বর্গদূতদের পুলকিত করে; ফলটি একাধারে শুভ্র ও রক্তলাল—*তা দেখবার জন্য স্বর্গদূতেরা আকাঙ্ক্ষিত।*

পিতা আদম, আনন্দ কর; মাতা হবা, আদমের চেয়ে তুমিই আনন্দে মেতে ওঠ। তোমরা যাঁরা ছিলে সকলের জন্মদানকারী আবার হলে সকলের ধ্বংসনকারী, এমনকি, জন্মদানকারী হওয়ার আগেও হয়েছিলে ধ্বংসনকারী; তাই তোমরা উভয়ই তোমাদের এ কন্যাকে নিয়ে সান্ত্বনা পাও—তোমাদের কন্যা, আহা, কেমন কন্যা! আদম, তুমি কী বলেছিলে? *যাকে তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নারীই আমাকে সেই গাছের ফল দিয়েছে, আর আমি তা খেয়েছি।* আজ কিন্তু এক নারীর স্থানে তোমাকে অন্য নারীকে দেওয়া হচ্ছে, নির্বোধ এক নারীর জায়গায় বুদ্ধিমতী এক নারীকে, গর্বিতা এক নারীর পরিবর্তে বিনম্র এক নারীকে দেওয়া হচ্ছে; এমন নারী যিনি মরণবৃক্ষের নয় জীবনবৃক্ষেরই স্বাদ তোমাকে দেন, ও বিষাক্ত খাদ্যের তিক্ততার স্থানে শাশ্বত ফলের মাধুর্যই উৎপন্ন করেন।

হে চমৎকার কুমারী, তুমি সমস্ত মর্যাদার পরমযোগ্যা! হে নারী, কেবল তুমিই শ্রদ্ধার পাত্রী, সকল নারীর ঊর্ধ্বে প্রশংসনীয়া, আমাদের আদি পিতামাতার আরোগ্যদানকারিণী ও তোমার

বংশধরদের জীবনদাত্রী! এসো, তেমন পুণ্য অঙ্কুরের রক্ষা গ্রহণ করে বলে উঠি: হে আমাদের সাহায্যকারিণী, আমাদের রানী, আমাদের পুলক: তোমার সদয় নয়নে আমাদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত; এই নির্বাসনের পর তোমার গর্ভের ধন্য ফল সেই যীশুকে দেখাও মোদের!

অনেক দিন ধরে আমি চিন্তামগ্ন হয়ে দিশেহারার মত একথা বুঝতে চেষ্টা করে আসছি, কেনই বা সুসমাচার-রচয়িতা দীক্ষাগুরু যোহন ও প্রেরিতদূতদের প্রসঙ্গে দীর্ঘ বর্ণনা দেন, কিন্তু জীবনাচরণ ও মর্যাদার দিক থেকে যিনি তাঁদের সকলের চেয়ে উৎকৃষ্টা, সেই কুমারী মারীয়ার প্রসঙ্গে কেবল স্বল্প কথাই বলেন। তেমন ব্যাপার উপলব্ধির চেষ্টায় দিশেহারা হয়ে আমি কেবল এ কথাই ভাবতে পারি যে, পবিত্র আত্মা তেমন ব্যবস্থায় প্রীত ছিলেন; পবিত্র আত্মার সঙ্কল্পক্রমেই সুসমাচার-রচয়িতা নীরব থাকলেন, কারণ—সামসঙ্গীতে যেভাবে পড়া যায়—কুমারীর গৌরব সম্পূর্ণরূপে অভ্যন্তরীণ হওয়ায় বর্ণনার চেয়ে ধ্যানেরই উপযুক্ত বিষয়। তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা তথা তাঁর গর্ভে যীশুর জন্মই তাঁর সম্পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট; এর চেয়ে তোমরা আর কী জানতে চাও? কুমারী সম্বন্ধে আর কী অনুসন্ধান করবে? তোমাদের পক্ষে এ যথেষ্ট যে, তিনি ঈশ্বরজননী। জিজ্ঞাসা করি: এর চেয়ে কোন্ সৌন্দর্য, কোন্ সদ্‌গুণ, কোন্ সিদ্ধতা, কোন্ অনুগ্রহ, কোন্ গৌরব ঈশ্বরজননীর যোগ্যতর ভূষণ হতে পারে?

সুতরাং, তিনি সম্পূর্ণরূপেই সিদ্ধতা-প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর আংশিক বর্ণনা দেওয়া সমীচীন ছিল না, পাছে তুমি মনে কর যে, বর্ণনায় যা উল্লিখিত নয়, মারীয়া তা থেকে বঞ্চিতা। আমরা যখন বলতে পারি, তিনি ঈশ্বরজননী, তখন, ঈশ্বরের কথা বাদে, আর কারও বেলায় এর চেয়ে বড় কথা বলতে পারি না। কুমারী মারীয়া নিজেই নিজের গৌরবে বিস্মিতা, নিজের উন্নয়ন তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে অক্ষম; বাস্তবিকই স্রষ্টার জননী পদে উন্নীতা হওয়ায় তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে সমস্ত সৃষ্টির রানী হয়ে উঠলেন। সত্যিই, মারীয়া, তোমার জন্য মহা মহা কাজ করেছেন সর্বশক্তিমান; সত্যিই, তিনি তোমাকে আপন জননী করায় যুগে যুগে সকলেই তোমাকে সুখী বলবে।

১৪ই সেপ্টেম্বর

পবিত্র ক্রুশের বিজয়োৎসব

সুসমাচার পাঠ - যোহন ৩:১৩-১৭

একদিন যীশু নিকোদেমকে বললেন: ‘আর স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন—তিনি মানবপুত্র। এবং মোশী যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে।’

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **১২শ বিভাগ ৮,১০-১১**

পাপ থেকে নিরাময় পাবার জন্য
এসো, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের দিকে চেয়ে দেখি

স্বর্গে কেউই গিয়ে ওঠেনি, সেই একজন ছাড়া যিনি স্বর্গে রয়েছেন—তিনি মানবপুত্র। সুতরাং, খ্রীষ্ট এ পৃথিবীতে ছিলেন আর একইসময়ে স্বর্গেও ছিলেন: এ পৃথিবীতে দেহধারী রূপে ছিলেন, স্বর্গে ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় ছিলেন; এমনকি, ঈশ্বরত্বের পূর্ণতায় তিনি সর্বত্রই ছিলেন। তিনি জননীর গর্ভে জন্ম নিলেন, কিন্তু পিতা থেকে কখনও দূরে যাননি। সকলেরই জানা কথা যে, খ্রীষ্টে দু'টো জন্ম উপস্থিত: ঐশজন্ম ও মানবজন্ম। তাঁর ঐশজন্ম দ্বারা আমরা সৃষ্ট হয়েছি, তাঁর মানবজন্ম দ্বারা মুক্তি পেয়েছি। জন্ম দু'টো চমৎকার রহস্য: ঐশজন্মে তাঁর জননী নেই, মানবজন্মে তাঁর জনক নেই। কিন্তু আদম থেকে—বাস্তবিকই মারীয়া আদমেরই বংশধর—সেই দেহ ধারণ ক'রে যা তিনি একদিন পুনরুত্থিত করবেন, খ্রীষ্ট তখনই নিজ পার্থিব অবস্থা ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন: *এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।* আবার তিনি নিজ ঐশ অবস্থা তখনই ইঙ্গিত করলেন যখন বললেন: *জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঐশরাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।* সত্যিই, ভাইবোনেরা, ঈশ্বর মানবপুত্র হতে চাইলেন যেন মানুষ ঈশ্বরসন্তান হয়। তিনি আমাদের জন্য নেমে এলেন আর আমরা তাঁর দ্বারা আরোহণ করি।

হ্যাঁ, তিনি নেমে এলেন ও মৃত্যুবরণ করলেন, ও মৃত্যুবরণ করায় আমাদের মৃত্যু বিনাশ করলেন। ভাইবোনেরা, তোমরা ভাল করেই জান যে, শয়তানের হিংসায়ই মৃত্যু এ জগতে প্রবেশ করেছিল। এবিষয়ে শাস্ত্র বলে: *ঈশ্বর মৃত্যুকে গড়েননি, জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন।* তবু অন্যত্র কী লেখা আছে? *শয়তানের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে।*

শয়তান যে মৃত্যু উপস্থাপন করছিল, মানুষ বাধ্য হয়ে সেই মৃত্যু গ্রহণ করবে, এমনটি ছিল না; কেননা মানুষকে বাধ্য করবে শয়তানের এমন ক্ষমতা ছিল না; মানুষকে প্রবঞ্চিত করার মত কেবল সেই চাতুরি তার ছিল। মানুষ, তুমিই সম্মত হয়েছ! শয়তান কিছুই করতে পারত না; তোমার সম্মতিই তোমাকে মৃত্যুর হাতে ফেলে দিল। মরণশীল মানুষ থেকে আমরা মরণশীল অবস্থায় জন্ম নিয়েছি: আমরা অমর অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছিলাম ও মৃত্যুর অধীন হলাম। আদম-সঞ্জাত সকল মানুষই মরণশীল; কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র ও ঈশ্বরের বাণী সেই যীশু যাঁর দ্বারা সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে, পিতার সমতুল্য সেই একমাত্র পুত্র মরণশীল হলেন, কারণ *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।*

তিনি নিজের উপরে মৃত্যু তুলে নিয়ে তা ক্রুশে বিদ্ধ করে দিলেন, তাতে মরণশীলদের মৃত্যু থেকে মুক্ত করলেন। তেমন কিছু প্রাচীন হিব্রুদের বেলায় দৃষ্টান্তের আকারে ঘটেছিল, যেমনটি প্রভু একথা বলে স্মরণ করিয়ে দেন: *মোশী যেমন মরুপ্রান্তরে সেই সাপ উত্তোলন করেছিলেন, মানবপুত্রকেও তেমনি উত্তোলিত হতে হবে, যে কেউ বিশ্বাস করে, সে যেন তাঁর মধ্যে অনন্ত জীবন পেতে পারে।* যীশু প্রতীকমূলক এক মহাঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করছিলেন, আর যারা শাস্ত্র পড়েছে তারা ঘটনাটা ভালই জানে। হিব্রু জাতি মরুভূমিতে সাপের কামড়ে ধ্বংসিত হচ্ছিল, ও মৃতদের সংখ্যা বড় হতে চলছিল: তারা ঈশ্বরের গুরুতম আঘাতে আঘাতগ্রস্ত হচ্ছিল, কারণ তিনি তাদের শাস্তি দিয়ে শাসন দ্বারা চেতনাই দেবেন বলে অভিপ্রায় করছিলেন। সেই রহস্যময় প্রতীক দ্বারা ভাবীকালের একটি ঘটনা পূর্বাভাস পেয়েছিল; ব্যাপারটা স্বয়ং প্রভুই উপরে উল্লিখিত পদে সপ্রমাণ

করলেন, স্বয়ং সত্য যখন ঘটনাটা নিজের বেলায় আরোপ করান, তখন কোন মানুষ যেন সে বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যা উত্থাপন করতে সাহস না করে। মোশীকে প্রভু বলেছিলেন তিনি যেন ব্রঞ্জের একটা সাপ তৈরি করে তা একটা পতাকাদণ্ডের মাথায় রাখেন, এবং জনগণকে একথাও জানান যে, সাপ যাকে কামড় দেবে সে যেন পতাকাদণ্ডের মাথায় রাখা সেই ব্রঞ্জের সাপের দিকে তাকায়।

পতাকাদণ্ডের মাথায় উত্তোলিত সাপ কীসের প্রতীক? প্রভুর মৃত্যুরই প্রতীক। তাঁর মৃত্যু সাপেই প্রতীকাকারে প্রদর্শিত ছিল, কারণ ঠিক এক সাপ থেকেই মৃত্যু এজগতে প্রবেশ করেছিল! সাপের কামড় মৃত্যু ঘটায়, প্রভুর মৃত্যু জীবন এনে দেয়। খ্রীষ্ট কি জীবন নন? অথচ খ্রীষ্ট মৃত্যু বরণ করতে ইচ্ছা করলেন! কিন্তু খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করায়ই মৃত্যুরই মৃত্যু হল, কারণ মৃত্যুবরণ করায় জীবন মৃত্যুকে হত্যা করলেন। জীবন-পূর্ণতা মৃত্যুকে গ্রাস করলেন; খ্রীষ্টের মৃতদেহ মৃত্যুকে কেমন যেন নিজেতেই চুষে নিল।

সেই পুনরুত্থানে আমরাও একথা বলতে পারব, যখন বিজয়ী হয়ে গান করব: *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, মৃত্যু, তোমার হুল?* এর মধ্যে, ভাইবোনেরা, পাপ থেকে নিরাময় লাভের জন্য, এসো, ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকি।

২১শে সেপ্টেম্বর

সাধু মথি, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - মথি ৯:৯-১৩

এগিয়ে যেতে যেতে যীশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কঘরে বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, 'আমার অনুসরণ কর।' আর তিনি উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন।

তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল। তা দেখে ফরিসিরা তাঁর শিষ্যদের বললেন, 'তোমাদের গুরু কেন কর-আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করছেন?' কথাটা শুনে তিনি বললেন, 'সুস্থ লোকদেরই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় এমন নয়, যারা পীড়িত, তাদেরই প্রয়োজন। আপনারা গিয়ে এই বচনের অর্থ শিখে নিন: আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়; কেননা আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই আহ্বান জানাতে এসেছি।'

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২১**

যীশু তাঁর দিকে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে তাঁকে মনোনীত করলেন

যেতে যেতে যীশু দেখলেন, মথি নামে একজন লোক শুল্কদপ্তরে বসে আছেন। তাঁকে তিনি বললেন, *আমার অনুসরণ কর।* দেহের চোখ দিয়ে নয়, প্রেমেরই অন্তর্দৃষ্টিতেই যীশু তাঁকে দেখলেন। তিনি একজন কর-আদায়কারীকে দেখলেন ও যেহেতু প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালেন ও তাঁকে মনোনীত করলেন, সেজন্য বললেন, আমার অনুসরণ কর। তাঁকে তিনি বললেন, আমার অনুসরণ কর, অর্থাৎ, আমার অনুকরণই কর। আসলে তিনি তাঁকে বললেন, পায়ে হেঁটে শুধু নয়, তোমার জীবনাচরণেই বরং আমার অনুসরণ কর। কেননা *যে বলে সে তাঁর মধ্যে*

বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।

সেই লোক উঠে তাঁর অনুসরণ করলেন। একটি কর-আদায়কারী যে আহ্বানকারী প্রভুর প্রথম কথা শুনে আপন প্রেমের বস্তু সেই জাগতিক লাভজনক ব্যবসা ত্যাগ করলেন ও যত ঐশ্বর্য ছেড়ে তাঁরই অনুসরণ করতে সম্মত হলেন যাঁকে তিনি ঐশ্বর্যহীন দেখছিলেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। কেননা যিনি বাহ্যিক দিক দিয়ে বাণী দ্বারা তাঁকে আহ্বান করলেন, সেই একই যীশু অনুসরণের জন্য অদৃশ্য প্রেরণা দানে তাঁকে অন্তরেই চেতনা দিলেন। যীশু তাঁর অন্তরে এমন আত্মিক অনুগ্রহের আলো সঞ্চার করলেন, যা গুণে মথি উপলব্ধি করতে পারলেন যে, যিনি পৃথিবীতে নশ্বর জিনিস থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করছিলেন, তিনি স্বর্গে অবিনশ্বর সম্পদ দিতে সক্ষম।

তখন এমনটি ঘটল যে, তিনি বাড়িতে ভোজে বসেছেন, সেসময় অনেক কর-আদায়কারী ও পাপী এসে যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বসল। দেখ! একজনমাত্র কর-আদায়কারীর মনপরিবর্তন বহু কর-আদায়কারী ও পাপী মানুষের মনপরিবর্তনের প্রেরণায় পরিণত হল, ও একজনের পাপের ক্ষমা অন্য সকলের পাপের ক্ষমার কারণ হল। তা সত্যিই ভাবী বিষয়গুলোর এক প্রকৃত ও চমৎকার পূর্বচিহ্ন। যাঁর প্রেরিতদূত ও ধর্মগুরু হওয়ার কথা, তিনি তাঁর আপন মনপরিবর্তনের সূত্রপাতে পাপীর ভিড় নিজের কাছে আকর্ষণ করলেন। শুরু থেকেই, ধর্মবিশ্বাসের প্রথম বিষয়বস্তু শেখা মাত্রই তিনি সেই বাণীপ্রচারকাজ আরম্ভ করলেন যা পরবর্তীকালে আপন পবিত্রীকরণের বৃদ্ধির সাথে সাথে চালিয়ে যেতে থাকবেন।

সেদিন যা ঘটেছিল, আমরা যদি তার অর্থ আরও গভীরভাবে অনুধাবন করতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা বুঝব যে মথি আপন জাগতিক গৃহে প্রভুর দেহের জন্য কেবলমাত্র এক ভোজের আয়োজন করেননি; তিনি বরং তাঁর জন্য বিশ্বাস ও প্রেম গুণে নিজের হৃদয়-গভীরেই অধিক গ্রহণযোগ্য ভোজের আয়োজন করলেন। তিনিই একথা সত্য বলে প্রমাণ করছেন, যিনি এ কথাও বলেন, *দেখ, আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘা দিচ্ছি; আমার গলা শুনে কেউ যদি দরজাটা খুলে দেয়, তাহলে আমি তার কাছে প্রবেশ করব, তার সঙ্গে ভোজে বসব আর সেও বসবে আমার সঙ্গে।*

তাঁকে বরণ করার জন্য আমরা তখনই দরজা খুলি, যখন তাঁর কণ্ঠ শুনে তাঁর গোপন বা স্পষ্ট আমন্ত্রণে আনন্দের সঙ্গে সায় দিই ও যখন আমাদের উপরে তাঁর ন্যস্ত কর্তব্যকাজে দায়িত্ববোধের সঙ্গে হাত দিই। তখনই তিনি ঘরে প্রবেশ করেন যাতে তিনি আমাদের সঙ্গে ও আমরা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসতে পারি, কেননা নিজ উপস্থিতির আলো-দানে তাঁর মনোনীতদের নিত্য আরাম দেবার জন্য তিনি আপন প্রেমের অনুগ্রহ দ্বারা তাদের হৃদয়-কক্ষে বাস করতে আসেন। ফলে এরা স্বর্গীয় বাসনায় উত্তরোত্তর অগ্রগতিতে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়ে ওঠে; আর সেইসঙ্গে তিনিও স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতি এদের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা যেন সুস্বাদু খাদ্যের আয়োজনে আরাম পান।

২৯শে সেপ্টেম্বর

মহাদূত মিখায়েল ও স্বর্গদূতবৃন্দ

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১:৪৭-৫১

নাথানায়েলকে তাঁর দিকে আসতে দেখে যীশু তাঁর সম্বন্ধে বললেন, ‘ওই দেখ, একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মধ্যে ছলনা নেই।’ নাথানায়েল তাঁকে বললেন, ‘আপনি কী করে আমাকে চেনেন?’ উত্তরে যীশু তাঁকে

বললেন, 'ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে, তুমি যখন সেই ডুমুরগাছের তলায় ছিলে, আমি তোমাকে দেখলাম।' নাথানায়েল উত্তর দিলেন, 'রাব্বি, আপনি ঈশ্বরের পুত্র, আপনি ইস্রায়েলের রাজা।'

যীশু এই বলে তাঁকে উত্তর দিলেন, 'সেই ডুমুরগাছের তলায় তোমাকে দেখেছি, একথা বলেছি বিধায় তুমি কি বিশ্বাস কর? এর চেয়ে অনেক বড় কিছু দেখতে পাবে!' তিনি বলে চললেন, 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, তোমরা দেখতে পাবে, স্বর্গলোক উন্মুক্ত, এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপরে উঠে যাচ্ছেন ও নেমে আসছেন।'

পরম গীতে সাধু ভিক্টর গির্জার সভ্য রিচার্ডের ব্যাখ্যা ৪

স্বর্গদূতেরা আমাদের যে সেবা দান করেন তা সাময়িক নয়, কিন্তু চিরকালীন সেবা

ঈশ্বর তাঁর আপন মনোনীতদের মণ্ডলীতে লুকিয়ে রাখেন, *সঙ্কটের দিনে* নিজের মধ্যেই *তাদের আশ্রয় দেন,* ও স্বর্গদূতদের রক্ষায় তাদের ঘিরে রাখেন। স্বর্গদূতদের তিনি তাঁর আপনজনদের সেবক ও দূত করে দান করেন, তাঁরা যেন পরিত্রাণ লাভে তাদের সাহায্য করেন, তাঁর নিজের কাছে তাদের প্রয়োজন জানান ও তাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে উপনীত করেন। যদিও তিনি এক একজনের অবস্থা দেখেন ও জানেন, তবুও তাঁরই ইচ্ছা, সবকিছু তাঁর স্বর্গদূতদের দ্বারাই তাঁর কাছে ব্যক্ত হবে; তাতে তিনি মানুষের প্রতি আপন ভালবাসা ও প্রসন্নতা প্রকাশ করেন ও তেমন যোগ্য ও প্রিয় দূতদের মাধ্যমে মানুষকে অধিক ভালবাসা ও প্রসন্নতা নিবেদন করেন।

তিনি যখন আপন মনোনীতদের কাছে নিজেকে দান করেন, তখন তিনি যে সেবক হিসাবে আপন দূতদের তাদের দান করেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তিনি নিজেও তো *মহা-সুমন্ত্রণার দূত* তথা আমাদের মুক্তি ও পরিত্রাণের সেই দূত, যিনি আমাদের এ পৃথিবীতে কর্মসাধন করতে প্রেরিত হলেন। তিনি নিজের জীবন ও বিনম্রতা দ্বারাই আমাদের সেবা করেন, কেননা নিজের মধ্যেই উচিত জীবনাচরণের আদর্শ দান করলেন ও নিজের শিষ্যদের মাঝে নিজেকে ছোট করলেন যেন আমরাও তাঁর মত ছোট হই।

নিজের মৃত্যুতেও তিনি আমাদের সেবক হলেন, সেই যে মৃত্যুতে আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন যাতে আমরা যন্ত্রণামুক্ত হই: তিনি সাময়িক মৃত্যু ভোগ করলেন যেন আমরা চিরকালীন মৃত্যু ভোগ না করি। তাই প্রভু এজীবনে আমাদের সেবক হলেন, ও এজীবন থেকে সেই ভোজেই আমাদের সেবা করতে উত্তীর্ণ করবেন যে ভোজে মাধুর্য দ্বিগুণ, কারণ তিনি নিজের মানবতার দুধ দিয়ে ও নিজের ঈশ্বরত্বের মধু দিয়েও আমাদের পরিতৃপ্ত করবেন। আর স্বর্গদূতদের দিক দিয়ে, আমাদের প্রতি তাঁদের সেবাও সাময়িক নয়, কিন্তু চিরকালীন, আর তাঁদের সঙ্গে আমরা তাঁদের আনন্দের চিরসহভাগী হব।

কিন্তু, কেমন করে আমরা বুঝতে পারব তাঁরা আমাদের পরিত্রাণ কেমন ভালবাসেন ও নিজেদের সঙ্গী বলেই আমাদের পেতে কেমন আকাঙ্ক্ষা করেন? তাঁদের হাতে ন্যস্ত এই আমাদের উপর তাঁরা কেমন ভালবাসা ও তৎপরতার সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, কেইবা তেমন কথা উপলব্ধি করতে পারবে? তাঁরা শিথিলদের জাগিয়ে তোলেন, ভক্তপ্রাণ ও ধার্মিকদের উত্তমের দিকে উদ্দীপ্ত করেন, এক দিকে পাপীদের জন্য দয়া প্রার্থনা করেন ও অন্য দিকে তাদের শুভকর্ম প্রভুর কাছে উপনীত করেন—তাঁদের এ সমস্ত কাজ যে কেমন মূল্যবান কেইবা তা বুঝতে পারবে? আর তাঁরা

যখন একটি প্রাণকে দেখেন যা মহা-বাসনায় জ্বলন্ত ও শুদ্ধ অন্তরে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন, আহা, সেই প্রাণকে তাঁরা কেমন ভালবাসেন, সেই প্রাণে কেমন প্রীত, কেমন আনন্দের সঙ্গে সেই প্রাণকে দেখতে যান, ও কেমন তৎপর হয়ে সেই প্রাণ ও ঈশ্বরের মধ্যে যোগাযোগ রাখেন! কেননা তাঁরা হলেন বরের বন্ধু: সেই প্রাণের কণ্ঠ তথা তার বাসনা শুনে বরকেই শোনান। বরের বন্ধুরা তথা স্বর্গদূতেরা এদেরই কথা শোনেন, এদের নিয়েই তাঁদের প্রীতি, এদেরই কথা ব্যক্ত করেন। তাঁরা প্রাণকে আসতে আমন্ত্রণ করেন, তাকে সান্ত্বনা দেন, অন্বেষণ করতে ও দরজায় ঘা দিতে তাকে প্রেরণা দেন, যাতে প্রাণ অন্বেষণ করতে করতে পেতে পারে ও ঘা দিতে দিতে তার জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়।

এজীবনকালে তাঁরা তেমন উদ্দীপ্ত প্রাণের কাছে বারবার আসেন যতক্ষণ না বর উপস্থিত হন; উপরন্তু প্রচুর অনুগ্রহ দান করেন যেন বরের আগমনের জন্য প্রাণ অধিক সূক্ষ্মরূপে সজ্জিত হতে পারে। তাঁরা এমন সহায়তা করেন, যেন প্রাণ উপলব্ধি করতে পারে যে, তাঁরা উপস্থিত, আরও, তাঁরা নিজেদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রাণকে চেতনা দেন, যেন তেমন অভিজ্ঞতা থেকে প্রাণ ঈশ্বরের অভিজ্ঞতার দিকেই উন্নীত ও অগ্রসর হতে পারে। তাই যে প্রাণ ঈশ্বরের সন্ধানে বেড়াচ্ছে, তাঁরাই তার সন্ধান পান, অর্থাৎ বরের সন্ধানে সমস্ত *নগর প্রদক্ষিণ করে* প্রাণ ধন্য স্বর্গদূতদের আগমনের যোগ্য হয়ে ওঠে, তাঁদের উপস্থিতিও অনুভব করে, ও তাঁরা তাকে গ্রহণ করেন; কেননা তাঁরাই বরের আগে আগে এসে নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করেন ও নিজেদের ব্যক্ত করেন। আলোর দূত হওয়ায় তাঁরা আলোতেই এসে উপস্থিত হন, ও সেই আলোর কিরণে প্রাণ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যাতে সেই কিরণের স্পর্শে তাঁদের আগমন অনুভব করে ও তাঁদের উপস্থিতি বিষয়ে সচেতন হয়।

১৮ই অক্টোবর

সাধু লুক, সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - লুক ১০:১-৯

এই সমস্ত ঘটনার পর প্রভু আরও বাহাত্তরজনকে নিযুক্ত করলেন, ও নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু'জন দু'জন করে তাদের প্রেরণ করলেন।

তিনি তাদের বললেন, 'ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; অতএব ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন শস্যখেতে কর্মী পাঠান। রওনা হও: কিন্তু দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি; তোমরা থলি বা ঝুলি বা জুতো সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না; পথে কারও সঙ্গে কুশল আলাপ করো না। যে কোন বাড়িতে প্রবেশ করবে, প্রথমে বল, এই গৃহে শান্তি বিরাজ করুক। সেখানে যদি শান্তির সন্তান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার উপরে থাকবে, অন্যথা তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। তোমরা সেই বাড়িতেই থাক: তারা যা দেয়, তা-ই খাও, তা-ই পান কর, কেননা কর্মী নিজের মজুরির যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি যেয়ো না। তোমরা যে কোন শহরে প্রবেশ কর, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে তোমাদের সামনে যা রাখা হবে, তা-ই খাও; এবং সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কর, ও তাদের বল, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে গেছে।'

মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরি-লিখিত 'সুসমাচারে উপদেশাবলি' ১৭:১-৩

প্রভু আপন প্রচারকদের কাছে কাছে থাকেন

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা একবার কথা দ্বারা আর একবার কাজ দ্বারাই আমাদের চেতনা দেন, আর সত্যি কথা বলতে গেলে, তাঁর ক্রিয়াকর্মও একটি আদেশ বলে পরিগণিত হতে পারে, কেননা নীরব হয়ে কিছু না কিছু করতে করতে তিনি একইসময়ে আমাদের জানান আমাদের কী করা উচিত। এসো, দৃষ্টান্ত হিসাবে ভালবাসার আজ্ঞা ধরি: ভালবাসার আজ্ঞা দু'টো হওয়ায় তথা, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা, তিনি বাণীপ্রচারের জন্যও দু'জন দু'জন করেই শিষ্যদের প্রেরণ করেন।

বাণীপ্রচারকাজে দু'জন করে শিষ্যদের প্রেরণ করে তিনি নীরবে আমাদের বোঝান যে, পরের প্রতি যার ভালবাসা নেই, সে কোন মতেই প্রচারের ভার নিতে পারে না। এরপর লেখা আছে: *যীশু নিজে যেখানে শীঘ্রই যাবেন, সেই সমস্ত শহরে ও জায়গায় নিজের আগে আগে দু'জন দু'জন করে শিষ্যদের প্রেরণ করলেন।* এ বাণীও যথার্থ এক বাণী, বাস্তবিকই প্রভু আপন প্রচারকদের পরেই উপস্থিত হন, কারণ তাঁদের প্রচারকাজ আগেই ঘটে। একই প্রকারে, শুভসংবাদের যে বাণীর মধ্য দিয়ে সত্য আমাদের অন্তরে স্থান পায়, সেই বাণী যখন প্রভুর আগে আগে গিয়ে উপস্থিত হয়, তখনই মাত্র তিনি আমাদের অন্তরে এসে বাস করেন। এজন্য নবী ইসাইয়া প্রচারকদেরই উদ্দেশ করে বলেন: *প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, আমাদের ঈশ্বরের জন্য মরুপ্রান্তরে একটা রাস্তা সমতল কর।* সামসঙ্গীতের রচয়িতাও তাদের একথা বলেন: *যিনি [সূর্যের] অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে আরোহণ করেন, তাঁর জন্য রাস্তা সমতল কর।* প্রভুই অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, কারণ অস্তস্থল বলতে তাঁর মৃত্যু বোঝায়।

প্রকৃতপক্ষেই প্রভু 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করলেন, কেননা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে নিজ গৌরব স্পষ্টতর ভাবে প্রকাশ করার জন্য যেহেতু তিনি মৃত্যুকে উচ্চ পাদপীঠ হিসাবে ব্যবহার করলেন, সেজন্য তিনি প্রকৃতপক্ষেই 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করলেন। হ্যাঁ, তিনি 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করলেন কেননা যার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন, তিনি পুনরুত্থান করায়ই সেই মৃত্যুকে পদদলিত করলেন।

আমরা যখন তোমাদের হৃদয়ের কাছে তাঁর গৌরবের কথা প্রচার করি, তখনই আমরা তাঁরই জন্য রাস্তা সমতল করি যিনি 'অস্তস্থলের ঊর্ধ্বে' আরোহণ করেন; আমরা তাই করি যেন তিনি নিজেই এসে নিজ প্রেমময় উপস্থিতিতে তোমাদের মন উদ্বুদ্ধ করেন।

প্রচারকদের প্রেরণকালে তিনি যা বলেন, এসো, সেই কথা শুনি: *ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কর্মী অল্প; তাই ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান।* প্রভুর ফসলের জন্য কর্মী অল্প: এ অভাবের কথা সম্বন্ধে গভীর দুঃখের সঙ্গেই কথা না বলে পারি না, কেননা সেই শুভ বাণী শুনবার মত অনেকেই আছে, অথচ প্রচারকের অভাব দেখা দিচ্ছে।

দেখ, জগদ্ব্যাপী অসংখ্য পুরোহিত রয়েছেন, অথচ প্রায়ই এমন কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে প্রভুর শস্যখেতে কাজ করবে!

আমরা পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছি, অথচ সেই পদের দায়িত্ব পূরণ করছি না। তাই প্রিয়তম ভাইবোনেরা, প্রভুর এ বাণী মনোযোগ দিয়েই ধ্যান কর: *ফসলের প্রভুর কাছে মিনতি জানাও, তিনি যেন নিজ শস্যখেতে কর্মী পাঠান।* তোমরা আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, আমরা যেন

যথার্থভাবেই তোমাদের জন্য কাজ করতে পারি। জিহ্বা যেন সদুপদেশ দানে নিষ্ক্রিয় না থাকে, পাছে আমাদের নীরবতাই ন্যায়বিচারকের সামনে আমাদের দণ্ডিত করে—এই আমাদের, যারা প্রচারের ভার গ্রহণ করেছি!

২৮শে অক্টোবর

সাধু সিমোন ও যুদা, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - লুক ৬:১২-১৬

যীশু একদিন প্রার্থনা করার জন্য বেরিয়ে পর্বতে গেলেন, ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে সারারাত কাটালেন। সকাল হলে তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডাকলেন, ও তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের 'প্রেরিতদূত' নাম দিলেন। এঁরা হলেন: সিমোন, যাঁকে তিনি পিতর নামও দিলেন, ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়; এবং যাকোব, যোহন, ফিলিপ, বার্থলমেয়, মথি, টমাস, আল্ফেয়ের ছেলে যাকোব, উগ্রধর্মা বলে পরিচিত সিমোন, যাকোবের ছেলে যুদা ও সেই যুদা ইস্কারিয়োৎ, যিনি বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন।

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **১২শ পুস্তক ১**

পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের প্রেরণ করছি

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট জগতের সেই সকল ধর্মগুরু ও আচার্য এবং আপন দিব্য রহস্যগুলোর বিতরণকারী নিযুক্ত করলেন যাঁরা জ্যোতিষ্কেরই মত জাজ্বল্যমান হয়ে ইহুদীদের দেশ শুধু নয়, আকাশের নিচে যত মানুষ রয়েছে ও পৃথিবীর বুকে যত মানুষ বাস করে তাদের সকলকেও উদ্ভাসিত করবেন। *কেউই তেমন সম্মান নিজের উপর আরোপ করে না, ঈশ্বর দ্বারা আহূত হওয়ায়ই সে তা পায়।* আর যিনি একথা বললেন তিনি সত্যবাদী। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে প্রেরিতদূতদেরই মহা মর্যাদায় ভূষিত করলেন।

তাঁর সেই প্রেরিতদূতেরা হলেন সত্যের স্তম্ভ, সত্যের ভিত। খ্রীষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, তিনি নিজে পিতার কাছ থেকে যে বিশেষ দায়িত্ব পেয়েছেন, তা তাঁদের হাতে ন্যস্ত করেছেন। তাতে তিনি তাঁদের প্রৈরিতিক কাজের মাহাত্ম্য ও তাঁদের বিশেষ দায়িত্বের অতুলনীয় গৌরব দেখালেন, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে প্রৈরিতিক কাজের ভূমিকাও বুঝিয়ে দিলেন।

সুতরাং তাঁর ধারণা ছিল এ: পিতা যেমন তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন, তিনি তেমনি আপন প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করবেন। এর জন্য এ প্রয়োজন ছিল যে, তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই তাঁর অনুকরণ করবেন, আর এই উদ্দেশ্যে এও প্রয়োজন ছিল যে, তাঁরা পিতা দ্বারা পুত্রের হাতে ন্যস্ত দায়িত্বের বিষয়ও সঠিকভাবে অবগত হবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি একাধিকবার ব্যাখ্যা করেন তাঁর আপন বিশেষ কাজ কী প্রকার। একবার তিনি বলেন: *আমি ধার্মিকদের নয়, পাপীদেরই মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান করতে এসেছি।* অন্য সময় তিনি বলেন, *আমার নিজের ইচ্ছা পালন করতে নয়, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালন করতে আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি। কেননা ঈশ্বর জগৎকে বিচার করার জন্য তাঁর পুত্রকে জগতে প্রেরণ করেননি, কিন্তু এজন্য, জগৎ যেন তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পেতে পারে।*

সুতরাং, প্রৈরিতিক কাজের নিয়ম-বিধি স্বল্প কথায় ব্যক্ত করলে দেখা যায় যে, তিনি বলেন,

তিনি যেমন পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনিও তেমনি তাঁদের প্রেরণ করেছেন, এতে তাঁরা বুঝতে পারবেন যে তাঁদের প্রকৃত কর্তব্য হল মনপরিবর্তনের দিকে আহ্বান, দেহে ও আত্মায় অসুস্থদের নিরাময়, ঈশ্বরের সম্পদের ব্যবস্থাপনায় নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু প্রেরণকর্তারই ইচ্ছার অন্বেষণ, এবং তাঁর খাঁটি শিক্ষাদান দ্বারা জগতের পরিত্রাণ সাধন।

প্রেরিতদূতেরা এসব কিছুতে আদর্শ কর্মী হবার জন্য যে কতটুকু চেষ্টা করলেন, একথা জানা তত কঠিন নয়, এমর্মে শিষ্যচরিত ও সাধু পলের পত্রাবলি পাঠ করা যথেষ্ট।

১লা নভেম্বর

নিখিল সাধুসাধ্বী

সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১-১২

যীশু একদিন লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

‘আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।’

(বিজোড় বর্ষ) সাধু গ্রেগরি পালামাসের উপদেশাবলি **পর্ব উপলক্ষে উপদেশ ২৫**

সাধুসাধ্বীদের প্রতি মণ্ডলীর শ্রদ্ধা

আপন পুণ্যজনদের মধ্যে ঈশ্বর বিস্ময়কর। তিনি আপন জাতিকে শক্তি ও বল দান করেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীর অর্থ ভাব, তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর। সামসঙ্গীত একথা বলে যে, ঈশ্বর আপন গোটা জাতিকেই শক্তি ও বল দান করেন, কেননা ঈশ্বরের কাছে পক্ষপাত নেই; তবু কেবল আপন পুণ্যজনদের মধ্যেই তিনি আমাদের হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করেন। কেননা সূর্য যেমন ঊর্ধ্ব থেকে সকলের উপরে সমানভাবেই নিজ রশ্মি প্রাচুর্যের সঙ্গে বর্ষণ করে, কিন্তু যাদের চোখ আছে কেবল তারাই তা দেখতে পায়, আর শুধু তা নয়, যাদের চোখ উন্মীলিত তারাই মাত্র দেখতে পায়, তেমনি ঈশ্বর সকলের উপর আপন সাহায্য প্রাচুর্যের সঙ্গে বর্ষণ করেন, কেননা তিনি নিজেই পরিত্রাণ ও আলোর উৎস, ও তাঁর দয়া ও মঙ্গলময়তা অপরিসীম; কিন্তু তবু সকলেই যে তাঁর অনুগ্রহ ও পরাক্রম এমনভাবেই গ্রহণ করে যাতে সদাচরণ করতে বা সদ্‌গুণাবলির অনুশীলনে সিদ্ধপুরুষ

হতে বা অলৌকিক কাজ সাধন করতে পারে এমন নয়, কিন্তু যাদের সদিচ্ছা আছে, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভালবাসা কাজেই প্রকাশ করে, যারা অনিষ্ট থেকে সম্পূর্ণরূপেই সরে গিয়ে ঈশ্বরের আদেশ আঁকড়িয়ে ধরে থাকে, যারা ধর্মময়তার সূর্য সেই খ্রীষ্টের দিকে মনশ্চক্ষু তোলে, তারাই মাত্র সেই অনুগ্রহ ও পরাক্রম গ্রহণ করতে পারে।

খ্রীষ্ট সংগ্রামরত মানুষের দিকে আপন অদৃশ্য সহায়ক হাত বাড়ান, আর শুধু তা নয়, সুসমাচারের এ বাণী দ্বারাও তিনি প্রকাশ্যে আমাদের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করেন: *যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব।*

যাঁরা সত্যিই পুণ্যজীবন যাপন করেছেন, মণ্ডলী তাঁদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান। বছরের প্রত্যেকটি দিনে মণ্ডলী সেই সাধুসাধ্বীর স্মৃতি পালন করে যাঁরা সেদিনে এ মরজীবন ত্যাগ করে পরলোকগমন করেছেন। আমাদের উপকারের জন্য মণ্ডলী তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবন আমাদের সামনে তুলে ধরে, এও দেখায়, তাঁরা কেমন মৃত্যু বরণ করেছেন—কে কে শান্তিতে নিদ্রা গেছেন আর কে কে সাক্ষ্যমরণে প্রাণত্যাগ করেছেন। কিন্তু আজকের পর্বদিনে মণ্ডলী তাঁদের সকলকে একত্রে সম্মিলিত করে তাঁদের সকলেরই সম্মানার্থে স্তুতিগান ধ্বনিত করে।

আমার ভাইবোনেরা, এসো, ঈশ্বরের পুণ্যজনদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাই। কিন্তু কেমন শ্রদ্ধা দেখাব? এ উপযুক্ত শ্রদ্ধা-নিবেদন যে, আমরা তাঁদের অনুকরণ করি, দেহে ও আত্মায় নিজেদের শোধন করি, ও পাপ এমনভাবেই বর্জন করি যাতে তা এড়াতে এড়াতে তাঁদের মত পবিত্রতা অর্জন করি। এসো, কমপক্ষে এ দিনেই যেন ঈশ্বরের কাছে এমন দেহ ও আত্মা নিবেদন করি যা তাঁর গ্রহণীয়, সাধুসাধ্বীদের প্রার্থনার পুণ্যফলে আমরাও যেন তাঁদের গৌরবের ও স্বর্গীয় সুখের অংশী হতে পারি—আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টেরই অনুগ্রহ ও করুণা দ্বারা, তাঁর সনাতন পিতার ও পরমপবিত্র, মঙ্গলময় ও জীবনদায়ী আত্মার সঙ্গে যাঁরই গৌরব কীর্তিত হোক এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫৩**

সাধুসাধ্বীরা ঈশ্বরের দর্শনলাভে সুখী

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। এ হল আমাদের ভালবাসার শেষ পর্যায়, এমন শেষ পর্যায় যা দ্বারা আমরা নিঃশেষিত নয় কিন্তু সিদ্ধপুরুষ হয়ে উঠি। খাদ্য খাওয়া হলেই তা শেষ হয়, কাপড় সেলাই হলেই তা শেষ হয়; খাদ্য ও কাপড় দু'টোরই ক্ষেত্রে শেষ ঘটে, কিন্তু একটার শেষ হল সমাপ্তি, অপরটার শেষ হল সিদ্ধি।

বর্তমানকালে আমরা যা কিছু করি, যত শুভকর্ম সাধন করি, যা কিছুর জন্য সংগ্রাম করি, প্রশংসনীয় যা কিছু প্রত্যাশা করি, সুন্দর যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করি, ঈশ্বরের দর্শন পেলেই এসব কিছু আমাদের পক্ষে আর প্রয়োজন হবে না; কেননা ঈশ্বর যখন উপস্থিত, তখন অন্বেষণ করার আর কীবা থাকতে পারে? আমাদের পক্ষে ঈশ্বর যথেষ্ট না হলে কিসেতেই বা পূর্ণতা লাভ করব?

আমরা ঈশ্বরকে দেখতে ইচ্ছা করি, তাঁর দর্শন পাবার জন্য সংগ্রাম করি, তাঁর দর্শনলাভের

আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু এমন কেউ আছে যে তা করে না? এবিষয়ে শাস্ত্রের বাণী শোন: *শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।* তাঁকে দেখবার জন্য যা প্রয়োজন, তা-ই পাবার ব্যবস্থা কর; কেননা—উদাহরণস্বরূপ—তুমি অন্ধ হলে সূর্যোদয় দেখার আকাঙ্ক্ষা করে তোমার কী লাভ? চোখ সুস্থ হলে সেই আলো আনন্দ দেবে; কিন্তু চোখ অসুস্থ হলে সেই আলো জ্বালাই দেবে। কেবল শুদ্ধহৃদয় দ্বারাই যা দৃশ্য, অশুদ্ধহৃদয় দ্বারা তা দেখতে তোমাকে দেওয়া হবে না। সেই দর্শন থেকে তোমাকে বরং দূরেই সরিয়ে দেওয়া হবে, তুমি বিতাড়িতই হবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। সুসমাচার-রচয়িতা বহুবার সুখী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছেন, বহুবার তাদের সুখী হওয়ার কারণ ব্যক্ত করেছেন, তাদের সমস্ত কর্ম, সেবাকাজ, সদ্‌গুণাবলি ও পুরস্কারের কথাও ব্যক্ত করেছেন; তবু এপর্যন্ত তিনি এমন কথা কখনও বলেননি যে, *তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার। শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে। ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে। দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারা দয়া পাবে।* এদের সকলের মধ্যে কারও বেলায় এমন কথা বলা হয় না যে, তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে। আমরা যখন শুদ্ধহৃদয় হব, তখনই ঈশ্বরের দর্শনলাভ প্রতিশ্রুত; এর কারণ, হৃদয়েরই এমন চোখ আছে যা ঈশ্বরকে দেখতে সক্ষম; এপ্রকার চোখের কথাই প্রেরিতদূত ইঙ্গিত করে বলেন: *আমাদের হৃদয়ের চোখ আলোকিত।*

বর্তমানকালে তাদের দুর্বলতাবশত এ চোখ বিশ্বাস দ্বারা আলোকিত; কিন্তু পরবর্তীতে শক্তি পেতে পেতে চোখ দর্শন দ্বারাই আলোকিত হবে। *যতদিন এই দেহে বাস করছি, ততদিন প্রভুর কাছ থেকে প্রবাসী আছি, আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়।* আর আমরা বিশ্বাসের এ পর্যায়ে থাকাকালে আমাদের বিষয়ে কী লেখা আছে? *এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব।*

৯ই নভেম্বর

লাতেরান মহাগির্জার উৎসর্গ-দিবস

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২:১৩-২৫

ইহুদীদের পাস্কা সন্নিকট ছিল, তাই যীশু যেরুসালেমে গেলেন। মন্দিরের মধ্যে তিনি দেখলেন, লোকে বলদ, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে, পোদ্দারেরাও সেখানে বসে আছে। দড়ি দিয়ে একগাছা চাবুক বানিয়ে তিনি তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন: বলদ ও মেষ তাড়ালেন, পোদ্দারদের টাকা-কড়ি ছড়িয়ে তাদের টেবিল উল্টিয়ে দিলেন, এবং যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের বললেন, 'এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা বাজারে পরিণত করো না।' তাঁর শিষ্যদের শাস্ত্রের এই বচন মনে পড়ল, 'তোমার গৃহের প্রতি আগ্রহের আগুন আমাকে গ্রাস করবে।' ইহুদীরা তখন তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এই যা আপনি করছেন, তার জন্য আমাদের কী চিহ্ন দেখাতে পারেন?' যীশু এই বলে তাঁদের উত্তর দিলেন, 'এই পবিত্রধাম ভেঙে ফেলুন, আমি তিন দিনের মধ্যে তা পুনরুত্তোলন করব।' তখন ইহুদীরা বলে উঠলেন, 'এই পবিত্রধাম নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছিল, আর আপনি নাকি তিন দিনের মধ্যে তা উত্তোলন করবেন?' তিনি কিন্তু তাঁর নিজের দেহ-পবিত্রধামের কথাই বলছিলেন। তাই যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন, তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে,

তিনি এই কথা বলেছিলেন; এবং তাঁরা শাস্ত্রে ও যীশু যা বলেছিলেন, সেই কথায় বিশ্বাস করলেন।

পাস্কাপর্ব উপলক্ষে তিনি যখন যেরুসালেমে ছিলেন, তখন যে সকল চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন, তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস রাখল; কিন্তু যীশু নিজে তাদের উপর আস্থা রাখতেন না, কারণ তিনি সকলকে জানতেন; তাছাড়া মানুষের বিষয়ে কারও সাক্ষ্যের প্রয়োজন তাঁর ছিল না: মানুষের অন্তরে কী আছে, তা নিজেই জানতেন।

(বিজোড় বর্ষ) সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ১৩০, ১-৩

আমরাই সেই জীবন্ত প্রস্তর যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত

পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির! যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, তারা সকলে ভালবাসবার জন্যই বিশ্বাসী; কেননা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা বলতে তাঁকে ভালবাসা বোঝায়—সেই অপদূতদের মত নয়, যারা বিশ্বাস করছিল কিন্তু ভালবাসত না; ফলে বিশ্বাস করলেও তারা বলছিল, *ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের সঙ্গে তোমার কী?* আমরা কিন্তু এমনভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁকে ভালবেসেই বিশ্বাস করি; তাছাড়া আমরা তো বলি না, *ঈশ্বরের পুত্র, আমাদের সঙ্গে তোমার আবার কী!* আমরা বরং একথা বলি, আমরা তোমার সম্পদ, তুমি আমাদের মুক্ত করেছ। যারা এভাবে বিশ্বাস করে, তারা সেই জীবন্ত প্রস্তরের মত যা নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির নির্মিত; তারা সেই অক্ষয়শীল কাঠের মত যা নিয়ে সেই জাহাজ নির্মিত হয়েছিল, যে জাহাজ জলপ্লাবন দ্বারাও নিমজ্জিত হতে পারল না। মানুষই তো ঈশ্বরের প্রকৃত মন্দির যেখানে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন ও সাড়া দেন। ঈশ্বরের মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে-ই মাত্র অনন্ত জীবনের উদ্দেশে সাড়া পায়; সেই তো ঈশ্বরের মন্দিরে প্রার্থনা করে, মণ্ডলীর শান্তিতে তথা খ্রীষ্টদেহের ঐক্যে যে প্রার্থনা করে—আর তেমন দেহ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত বিশ্বাসীদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং মন্দিরে যে প্রার্থনা করে, সে সাড়া পায়। কেননা মণ্ডলীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে যে প্রার্থনা করে, সে-ই আত্মা ও সত্যের শরণে প্রার্থনা করে,—সে তো আগেকার মন্দিরে নয়, যা ছিল কেবল একটা দৃষ্টান্ত। যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ খুঁজছিল, অর্থাৎ কেনা-বেচার জন্যই মন্দিরে যাচ্ছিল, প্রভু তাদের সকলকে মন্দির থেকে বের করে দিলেন। সেই মন্দির যখন দৃষ্টান্তই ছিল, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, প্রতীকাকারে মন্দিরের চেয়ে প্রকৃত মন্দির সেই খ্রীষ্টদেহেও কেনা-বেচার মত লোক, অর্থাৎ খ্রীষ্টের নয়, নিজেরই স্বার্থের অন্বেষী লোক মিশে আছে।

আর যেহেতু মানুষ নিজ নিজ পাপে নিমজ্জিত, সেজন্য প্রভু একটা চাবুক তৈরি করে মন্দির থেকে সেই সকল মানুষকে বের করে দিলেন যারা নিজেদের ব্যবসা নিয়ে কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল না। সামসঙ্গীতে এ মন্দিরের কথা পরিলক্ষিত। আমি বলেছি, এই মন্দিরেই—বাহ্যিক সেই মন্দিরে নয়—আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আর তিনি আত্মা ও সত্যের শরণে সাড়া দেন। সেই মন্দিরে এমন আভাস দেওয়া হয়েছিল যা পরবর্তীকালে ঘটবার কথা: আর আসলে সেই মন্দির বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে কি আমাদের প্রার্থনা-গৃহও ধ্বংসিত হয়েছে? কখনও না! যা এখনও আর নেই, তা প্রার্থনা-গৃহ বলা চলে না, যেমন লেখা হয়েছিল, *আমার গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা-গৃহ বলে অভিহিত হবে।* তোমরা তো শুনেছ প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কী বললেন, *লেখা রয়েছে: আমার গৃহ সকল জাতির জন্য প্রার্থনা-গৃহ বলে অভিহিত হবে; অথচ তোমরা তা করে ফেলেছ*

চোরের আস্তানা! যারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানায় পরিণত করতে চাইল, তারাই নাকি মন্দিরের ধ্বংসের কারণ হয়নি? একই প্রকারে, যারা কাথলিক মণ্ডলীতে ভাল মত জীবন যাপন করে না, তারা ঈশ্বরের গৃহকে চোরের আস্তানা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বটে, তবু মন্দিরটা ধ্বংস করে না; বরং এমন দিন আসবে যখন তাদের নিজেদের পাপের চাবুক দ্বারা তাদেরই বের করে দেওয়া হবে। অপরদিকে ঈশ্বরের এ মন্দির যা খ্রীষ্টেরই দেহ, এ ভক্তমণ্ডলীর একটামাত্র কণ্ঠস্বর আছে, আর সামসঙ্গীতে একমাত্র মানুষ হয়েই গান করে। আমরা এর মধ্যে বহু সামসঙ্গীতেই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম: এসো, এখনও সেই কণ্ঠস্বর শুনি। আমরা ইচ্ছা করলে, তবে এ আমাদেরই কণ্ঠস্বর; ইচ্ছা করলে, আমরা কান দিয়ে গায়কের কণ্ঠ শুনি আর আমরা হৃদয় দিয়ে গান করি। কিন্তু ইচ্ছা না করলে, তবে আমরা হব সেই মন্দিরের ব্যবসায়ীর মত, অর্থাৎ এমন মানুষ যারা নিজেদেরই স্বার্থের খোঁজ করে: এভাবেও আমরা মণ্ডলীতে প্রবেশ করি বটে, কিন্তু ঈশ্বরের যা গ্রহণীয়, তা করতে নয়।

বিকল্প (জোড় বর্ষ)

সুসমাচার পাঠ - লুক ১৯:১-১০

যেরিখোতে প্রবেশ করে যীশু শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—যীশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যীশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

তখন যীশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

যোহন ইউস্তুস লান্ড্‌সবের্গের উপদেশ **গির্জা-উৎসর্গ উপলক্ষে**

ঈশ্বরের তিনটে গৃহ

তিনটে গৃহ রয়েছে যার উৎসর্গীকরণ আমরা আজ পালন করছি। প্রথমটা হল গির্জা: তা হয় তো বহুদিন আগে থেকে সাধারণ একটা দালান ছিল আর পরবর্তীকালে গির্জায় পরিণত হয়েছে, কিংবা গোড়া থেকেই ঈশ্বরের উপাসনার উদ্দেশ্যে ও আমাদের পরিত্রাণের সাক্রামেন্তগুলো সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে। আমাদের সর্বস্থানেই প্রার্থনা করা উচিত একথা সত্য বটে, এমন স্থান নেই যেখানে প্রার্থনা নিবেদন করা যায় না এ কথাও সত্য বটে; তথাপি এ সম্পূর্ণই সমীচীন যে ঈশ্বরের জন্য এমন বিশেষ স্থান পৃথক করে রাখা হয় যেখানে এ এলাকার সকল ভক্তরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে ও প্রার্থনা করতে একসঙ্গেই সমবেত হতে পারে যাতে আমাদের সমবেত প্রার্থনার ফলে আমাদের যাচনা অধিক সহজে পূরণ করা যেতে পারে—যেমনটি লেখা আছে:

পৃথিবীতে যদি দু’ তিনজন একত্র হয়ে প্রার্থনা করে, আমার পিতা তাদের যাচনা পূরণ করবেন।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় গৃহ হল মণ্ডলী, তথা এ গির্জায় সমবেত পবিত্র জনগণ। অন্য কথায়, তোমরা, যাদের অদ্বিতীয় পালক বা বিশপ চালিত করেন, শিক্ষাদান করেন ও চরান, সেই তোমরাই মণ্ডলী। তোমরাই ঈশ্বরের আত্মিক গৃহ যার বাহ্যিক চিহ্ন হল এ গির্জা। খ্রীষ্ট এ আত্মিক মন্দির নিজের জন্য গড়লেন, তা অনন্যই করলেন, ও যে সকল আত্মাকে পরিত্রাণ করার কথা ছিল তাদের দত্তকপুত্র করায় ও পবিত্রীকৃত করায় এ আত্মিক মন্দির উৎসর্গ করলেন। তাই আত্মিক এ মন্দির অতীতকালের, বর্তমানকালের ও ভাবীকালের সেই মনোনীতদের নিয়ে গঠিত, যারা বিশ্বাস ও ভালবাসা দ্বারা একত্রিত, যাতে সার্বজনীন মণ্ডলীর সঙ্গে এক হয়ে তারা এই স্থানীয় মণ্ডলীকে গঠন করতে পারে যা সার্বজনীন মণ্ডলীর কন্যা মণ্ডলী। এ মণ্ডলীকে অন্য স্থানীয় মণ্ডলীগুলো থেকে তার নিজের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অনুসারে ধরলে, তবে অন্য স্থানীয় মণ্ডলীগুলোর মত এ স্থানীয় মণ্ডলীও সার্বিক মণ্ডলীর একটা অঙ্গমাত্র, কিন্তু সকল অঙ্গ একসঙ্গে মিলে অনন্য সার্বজনীন সেই মণ্ডলী দাঁড়ায় যা সব স্থানীয় মণ্ডলীর মাতা। যখন সার্বিক মণ্ডলীর সঙ্গে এ স্থানীয় মণ্ডলীর তুলনা করা হয়, তখন এ স্থানীয় মণ্ডলী ও আমাদের এ সভা হল গোটা মণ্ডলীর একটা অঙ্গ বা কন্যামাত্র, ও কন্যা বলে অধীনস্থও বটে, কেননা এক-ই আত্মা দ্বারা পবিত্রীকৃত ও শাসিত। এ আত্মিক মন্দিরের উৎসর্গ-দিবস পালন করা মানে স্তুতিগান ও মহিমাকীর্তন করে ঈশ্বরের সেই আশীর্বাদ স্মরণ করা যা দ্বারা তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষকে তাঁকে জানতে ও গ্রহণ করতে আহ্বান করেছেন; আর শুধু তা নয়, তিনি তাঁকে বিশ্বাসও করতে, এমনকি তাঁকে ভালবাসতে, তাঁর আপন জনগণ হতে, তাঁর আদেশ পালন করতে, ও তাঁর খাতিরে কাজ করতে ও দুঃখকষ্ট ভোগ করতেও আমাদের সক্ষম করে তুলেছেন।

ঈশ্বরের তৃতীয় গৃহ হল সেই সমস্ত পুণ্যবান আত্মা যারা দীক্ষাস্নান গুণে তাঁর কাছে উৎসর্গীকৃত ও নিবেদিত হয়েছে, অর্থাৎ তারা সকলে যারা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে পবিত্র আত্মার মন্দির ও ঈশ্বরের আবাস হয়ে ওঠে। তেমন প্রকার গৃহ ছিল সেই জাখেয় যাঁর কথা আজকের সুসমাচার উল্লেখ করে ও যাঁর প্রশংসাও করে; কথাটা শুনেছি: *আজ এ গৃহে পরিত্রাণ এসেছে।* অর্থাৎ, যেদিন ঈশ্বর তাঁর প্রতি দয়া ও প্রসন্নতা দেখিয়েছেন, তিনি তা গ্রহণ করায় সেদিন তাঁর গৃহে পরিত্রাণ এসেছে। এ তৃতীয় গৃহের উৎসর্গ-দিবস উদ্‌যাপন করা মানে সেই সমস্ত উপকার স্মরণ করা যা আমরা তখনই গ্রহণ করেছি, যখন ঈশ্বর আপন অনুগ্রহ গুণে আমাদের অন্তরে বাস করতে এলেন।

৩০শে নভেম্বর

সাধু আন্দ্রিয়, প্রেরিতদূত

সুসমাচার পাঠ - মথি ৪:১৮-২২

একদিন যীশু গালিলেয়া সাগরের তীর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন, দুই ভাই—সিমোন ওরফে পিতর ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়—সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। তিনি তাঁদের বললেন, ‘আমার পিছনে এসো; আমি তোমাদের করে তুলব মানুষ-ধরা জেলে।’ আর তখনই তাঁরা জাল ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন। আর সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখলেন, অন্য দুই ভাই—জেবেদের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন—নিজেদের পিতা জেবেদের সঙ্গে নৌকায় নিজেদের জাল

সারাচ্ছিলেন; তিনি তাঁদের ডাকলেন; আর তখনই তাঁরা নৌকা ও নিজেদের পিতাকে ফেলে রেখে তাঁর অনুসরণ করলেন।

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৯:১**

আমরা মসীহের সন্ধান পেয়েছি!

খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবার পর যীশু তাঁকে যা শিখিয়েছিলেন, তা শিখে আন্দ্রিয় সেই মহাধন নিজের অন্তরে গোপন রাখেননি, কিন্তু সেই পাওয়া ঐশ্বর্যের কথা জানাবার জন্য তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আপন ভাইয়ের কাছে ছুটে গেলেন। এখন তুমি ভাল মত শোন আন্দ্রিয় কী বললেন: *আমরা মসীহের সন্ধান পেয়েছি (মসীহ শব্দটির অর্থ খ্রীষ্ট)।* তুমি কি দেখতে পাচ্ছ তিনি অল্প সময়ের মধ্যে যা শিখেছিলেন, তা কতই না স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছেন? আসলে, যিনি তাঁদের অন্তরে এই বিশ্বাস জন্মিয়েছিলেন, সেই গুরুর শক্তিও তিনি দেখাচ্ছেন; এমনকি, যেহেতু তাঁরা এই সমস্ত কথা জানাবার জন্য আদি থেকেই ব্যস্ত, এজন্য এতে তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসও প্রকাশ পাচ্ছে।

বাস্তবিকই এটি এমন এক প্রাণেরই বাণী, যে প্রাণ মহা ব্যকুলতার সঙ্গে মসীহের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল, যে প্রাণ স্বর্গ থেকে তাঁর অবরোহণের প্রত্যাশায় ছিল, যে প্রাণ সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করলেই অফুরন্ত আনন্দে ভরে উঠল, যে প্রাণ অপরের কাছে এই নবীন মহাবাক্য জানাবার জন্য ছুটেই চলল। আধ্যাত্মিক জীবনে একে অপরকে সাহায্য করাই হল সহানুভূতি, ভ্রাতৃপ্রেম ও আন্তর সত্যনিষ্ঠার প্রকৃত চিহ্নস্বরূপ।

পিতরের অন্তরও লক্ষ কর—আদি থেকে বাধ্য, বিশ্বাস গ্রহণের জন্য প্রস্তুত! অন্য কোন কিছু নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যান। বাস্তবিকই লেখা আছে: *তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন যীশুর কাছে।* দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাপারটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে তিনি যে ভাইয়ের কথা গ্রহণ করলেন, এজন্য কেউই নিশ্চয় তাঁর সরল প্রত্যয় দন্ডনীয় মনে করবে না! আসলে তাঁর ভাই সম্ভবত আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও দীর্ঘতরভাবেই তাঁকে এই সব ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন; কিন্তু সুসমাচার-রচয়িতা স্বল্প কথার মধ্যেই সবকিছু বলার জন্য বিবরণটি সংক্ষিপ্ত করেন। অপর দিকে বর্ণনাটি এই কথাও বলে না যে, তিনি কোন প্রশ্ন না রেখেই বিশ্বাস করলেন; শুধু একথা বলা হয় যে, আন্দ্রিয় *তাঁকে নিয়ে গেলেন যীশুর কাছে,* তাঁকে যীশুর হাতে তুলে দিলেন তিনি যেন সরাসরি যীশুরই কাছে সবকিছু শিখতে পারেন। তখন আর একজন শিষ্যও উপস্থিত ছিলেন, এবং তিনিও একইভাবে চালিত হলেন।

ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক এবং *ওই দেখ, ইনিই পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন,* একথা ব'লে যখন দীক্ষাগুরু যোহন নিজেই এবিষয়ে আরও স্পষ্ট শিক্ষা স্বয়ং খ্রীষ্টের মুখ থেকেই আসতে দিলেন, তখন সম্পূর্ণ ও বিশদ ব্যাখ্যা দেবার মত নিজেকে উপযুক্ত মনে না করে আন্দ্রিয় নিশ্চয়ই আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণের ভিত্তিতে এভাবে ব্যবহার করলেন। এজন্যই তিনি এত ব্যস্ততা ও আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলেন যে, ইতস্তত না করে ভাইকে স্বয়ং জ্যোতির উৎসের কাছে চালিত করলেন।

৮ই ডিসেম্বর

ধন্যা কুমারী মারীয়ার অমলোদ্ভব

সুসমাচার পাঠ - লুক ১:২৬-৩৮

ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন, যিনি দাউদকুলের যোসেফ বলে পরিচিত একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন—কুমারীটির নাম মারীয়া। প্রবেশ করে দূত তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আনন্দিতা হও, হে অনুগৃহীতা! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।' এই কথায় তিনি অধিক বিচলিতা হলেন, ও ভাবতে লাগলেন তেমন অভিবাদনের অর্থ কী! কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, 'ভয় করো না, মারীয়া; তুমি তো ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহই পেয়েছ। দেখ, গর্ভধারণ করে তুমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, ও তাঁর নাম যীশু রাখবে। তিনি মহান হবেন, ও পরাৎপরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন; এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন; তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।'

মারীয়া দূতকে বললেন, 'এ কেমন করে হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?' উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, 'পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন। আর দেখ, তোমার আত্মীয়া এলিজাবেথ, সেও বৃদ্ধ বয়সে একটি পুত্রকে গর্ভে ধারণ করেছে; লোকে যাকে বন্ধ্যা বলে ডাকত, তার ছ'মাস চলছে; কারণ ঈশ্বরের পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।' মারীয়া বললেন, 'এই যে! আমি প্রভুর দাসী; আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক।' তখন দূত তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

যেরুসালেমের বিশপ সাধু সফ্রনিওসের উপদেশাবলি **উপদেশ ২:২২,২৫**

কেউই তোমার মত পবিত্রতায় অলঙ্কৃত হয়নি

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা হবার অভিশাপ তুমি আশীর্বাদেই পরিণত করেছ এবং যিনি ঐশঅভিশাপের পাত্র ছিলেন, তোমার মধ্য দিয়েই সেই আদম পুনরায় আশিসপ্রাপ্ত হলেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার জন্য পিতার সেই আশীর্বাদ মানবজাতির উপরে প্লাবিত হল ও প্রাচীন দণ্ডাজ্ঞা থেকে তাকে মুক্ত করল। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার দ্বারাই তোমার পিতৃপুরুষেরা পরিত্রাণ পেলেন: তুমি সেই ত্রাণকর্তার জননী হবে যিনি তাঁদের কাছে ঐশপরিত্রাণ এনে দেবেন।

নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা তোমার কুমারীত্ব এমন ফল দান করল যা জগৎকে আশীর্বাদ দান করে ও তাকে সেই অভিশাপ থেকে মুক্ত করে যে অভিশাপ কাঁটাই শুধু উৎপন্ন করত। নারীকুলে তুমি সত্যিই ধন্যা, কেননা সাধারণ নারী হয়েও তুমি সত্যিই ঈশ্বরজননী হবে। বস্তুত, যিনি তোমার গর্ভে জন্ম নেবেন তিনি যদি বাস্তবেই মাংসধারী ঈশ্বর, তাহলে পূর্ণ ন্যায্যতা অনুসারেই ও সত্যিকারে তুমি ঈশ্বরজননী বলে অভিহিতা, কেননা তুমি সত্যিই ঈশ্বরকে জন্মদান কর।

কিন্তু ভয় পেয়ো না, মারীয়া: তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ লাভ করেছ, এমন অনুগ্রহ যা সকল অনুগ্রহের মধ্যে উজ্জ্বলতম; ঈশ্বরের কাছে এমন অনুগ্রহ লাভ করেছ যার অতীত কোন অনুগ্রহ থাকতে পারে না; ঈশ্বরের কাছে এমন অনুগ্রহ লাভ করেছ যা চিরকালস্থায়ী। তোমার আগে অন্য কেউও, এমনকি অনেকেই উৎকৃষ্ট পবিত্রতার ফল ফলিয়েছিল, কিন্তু যেমন তোমার কাছে, অন্য কারও কাছে তেমন অনুগ্রহের পূর্ণতা দেওয়া হয়নি। কেউই তোমার মত তত ধন্য হয়নি; কেউই

তোমার মত পবিত্রতায় তত অলঙ্কৃত হয়নি; কেউই তোমার মত মাহাত্ম্যের তত উচ্চ পর্যায়ে ওঠেনি; কেউই তোমার মত আদিলগ্ন থেকে পবিত্রতাদানকারী অনুগ্রহ দ্বারা পূর্বচিহ্নিত হয়নি; কেউই তোমার মত দিব্য আলোতে তত উজ্জ্বল হয়নি; কেউই তোমার মত সমস্ত উচ্চতার ঊর্ধ্বে ততখানি উন্নীত হয়নি।

এসব যথার্থই, কেননা কেউই তোমার মত ঈশ্বরের তত কাছাকাছি যায়নি; কেউই তোমার মত ঈশ্বরের মঙ্গলদানে তত ধনবান হয়নি; কেউই তত ঐশঅনুগ্রহ লাভ করেনি। মানবক্ষেত্রে যা মহান, সেক্ষেত্রে সবদিক দিয়েই তুমি বিজয়িনী; ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কোন মানুষের কাছে যাই কিছু দান করেছেন, তুমি সেই সকল দানের অতীত; ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে তুমি সকলের চেয়ে ধনবতী, কেননা ঈশ্বর তোমার মধ্যে উপস্থিত। যেইভাবে তোমার বেলায়, কেউই কখনও সেইভাবে নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে গ্রহণ করতে পারেনি; কেউই তোমার মত ঐশউপস্থিতি ভোগ করতে পারেনি; কেউই তোমার মত ঈশ্বর দ্বারা আলোকিত হবার যোগ্য হতে পারেনি; এজন্য তুমি বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রভু সেই ঈশ্বরকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছ এমন শুধু নয়, তুমি বরং নিজের মধ্যে অবর্ণনীয় ভাবে দেহধারী রূপেই তাঁকে বহন ক'রে ও আপন বুকেই তাঁকে বরণ ক'রে অবশেষে পিতার দণ্ডাদেশে আঘাতগ্রস্ত সকল মানুষের মুক্তিদাতা ও অন্তহীন পরিত্রাণের সাধক রূপেই তাঁকে প্রসব করেছ।

২৬শে ডিসেম্বর

সাধু স্তেফান, প্রথম সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - মথি ১০:১৭-২২

যীশু একদিন নিজ শিষ্যদের বললেন: 'মানুষদের বিষয়ে সাবধান থাক, কেননা তোমাদের তারা বিচারসভায় তুলে দেবে, ও নিজেদের সমাজগৃহে তোমাদের কশাঘাত করবে; আমার জন্য শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে, যেন তাদের কাছে ও বিজাতীয়দের কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তবু যখন লোকেরা তোমাদের তুলে দেবে, তখন তোমরা কীভাবে কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণেই তোমাদের বলে দেওয়া হবে—বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন।

আর ভাই ভাইকে ও পিতা ছেলেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে; আবার, ছেলেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠে তাঁদের হত্যা করাবে। আর আমার নামের জন্য তোমরা হবে সকলের ঘৃণার পাত্র; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠাবান থাকবে, সে পরিত্রাণ পাবে। তারা যখন তোমাদের এক শহরে নির্যাতন করবে, তখন অন্য শহরে গিয়ে আশ্রয় নাও; আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ইস্রায়েলের সকল শহরে তোমাদের যাওয়া শেষ হবার আগেই মানবপুত্র আগমন করবেন।'

নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭:৯**

আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। এই তো ঈশ্বরের জন্য যত সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও ফলাফল, তাঁর প্রেমের খাতিরে যত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ফল, যত পরিশ্রমের মজুরি, যত প্রচেষ্টার পুরস্কার—এভাবেই ঈশ্বরের প্রতিযোগীরা স্বর্গরাজ্য লাভ করে।

তবু প্রভু মানব ভঙ্গুরতা জেনে অধিক দুর্বলদের কাছে ক্লান্তিকর সংগ্রামের শেষ ফলাফল আগে

থেকে জানিয়ে দেন, যাতে শাশ্বত রাজ্যের আশা জীবনকালে সম্মুখীন যত প্রতিকূলতাজনিত ভয়ের উপর তাদের বিজয় আরও সহজ করতে পারে। এজন্য বীর স্তেফান চারদিক থেকে তাঁর উপর ছোড়া পাথর দেখে আনন্দ করেন; হিমকণার মত ঘন ঘন আগত আঘাত যেন মধুর শিশিরের মতই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্রহণ করেন; নির্বোধদের হত্যাকাণ্ডে আশীর্বাদ করেই সাড়া দেন, ও প্রার্থনা করেন তেমন অপরাধের জন্য তাদের যেন দায়ী করা না হয়। তিনি তো ঐশ অঙ্গীকার শুনেছিলেন, এবং দেখছিলেন, তাঁর আশা সত্যিই পূর্ণতা লাভ করছিল।

তিনি শুনেছিলেন, যারা বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত, তাদের স্বর্গরাজ্যে গ্রহণ করা হবে: সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে করতে তিনি যা আশা করেছিলেন তাই দেখলেন। তিনি বিশ্বাস-স্বীকৃতির কারণে আশার বস্তু পাবার জন্য দৌড় দিতে দিতেই সেই আশার বস্তু তাঁর কাছে দৃশ্য হয়ে ওঠে: স্বর্গ উন্মুক্ত, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপন প্রতিযোগীর দৌড়ের দর্শক স্বয়ং ঐশগৌরব, সংগ্রামরত প্রতিযোগীর পরীক্ষক স্বয়ং খ্রীষ্ট। তিনি প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক, এতে প্রতিযোগীর প্রতি তাঁর সাহায্যই প্রদর্শিত, কেননা তিনি আমাদের শেখাতে চান, নির্যাতকদের বিরুদ্ধে তাঁর আপন নির্যাতিতদের পক্ষে তিনি নিজেই উপস্থিত। সংগ্রামের স্বয়ং প্রধান বিচারক সংগ্রামে তাঁর সহায় হবেন, প্রভুর কারণে নির্যাতিতের কাছে এর চেয়ে মহত্তর আনন্দ কি থাকতে পারে? *আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী।*

মানবজীবনে একটি স্থান প্রয়োজন যেখানে আমরা স্থিতমূল থাকি; এমন কিছু যদি না থাকে যা বাইরের দিকে, মর্তের অতীতেই আমাদের নিক্ষেপ করে না, তাহলে আমরা সবসময় মর্তেরই থাকব; আমরা কিন্তু যদি স্বর্গ দ্বারা নিজেদের আকর্ষিত হতে দিই, তাহলে সেখানেই আমাদের স্থানান্তর করা হবে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কোথায় তোমাকে নিয়ে যায় সেই সুখময় অঙ্গীকার, যা আপাতদৃষ্টিতে দুঃখজনক ও কষ্টকর ঘটনার মধ্য দিয়ে তেমন মহাদান লাভ করতে তোমাকে চালিত করে? প্রেরিতদূতও একথা লক্ষ করেছিলেন, কোন *শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল;* সুতরাং দুঃখই প্রত্যাশিত ফলগুলির ফুল। এসো, ফলের খাতিরে ফুলও গ্রহণ করি! এসো, ব্যস্ত হয়ে দৌড় দিই, আমাদের দৌড় কিন্তু যেন বৃথা না হয়: আমাদের দৌড় আমাদের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কারের দিকে ধাবিত হোক। এসো, সেইভাবে দৌড়োই যাতে সেই পুরস্কার পেতে পারি!

তবে আমরা যখন নিপীড়িত ও নির্যাতিত হই, তখন যেন দুঃখ না করি; বরং আনন্দই করি, কেননা মর্তে যা কিছু মূল্যবান বলে পরিগণিত, আমরা যখন তা থেকে বঞ্চিত, তখন আমরা স্বর্গীয় মঙ্গলদানেই আহূত, তাঁরই কথা অনুসারে যিনি তাদেরই সুখী করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁর কারণে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হবে: এদেরই তো স্বর্গরাজ্য, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহে যাঁরই গৌরব ও সর্বপরাক্রম হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

২৭শে ডিসেম্বর

সাধু যোহন, প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতা

সুসমাচার পাঠ - যোহন ২০:২-৮

সপ্তাহের প্রথম দিন মাগদালার মারীয়া দৌড়ে গেলেন সিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যীশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, 'তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।'

তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। দু'জনে একসঙ্গে দৌড়তে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন; নিচু হয়ে তিনি ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলেন, ক্ষোম-কাপড়ের সেই ফালিগুলো সেখানে পড়ে রয়েছে, তবুও তিনি ভিতরে ঢুকলেন না। তাঁর পিছু পিছু সিমোন পিতরও তখন সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, এবং সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন, ফালিগুলো পড়ে রয়েছে, আর যে রুমালটা যীশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়, আলাদা ভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়। তখন যে অন্য শিষ্যটি সমাধিগুহায় প্রথম এসেছিলেন, তিনিও ভিতরে গেলেন: তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। কেননা মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না। পরে শিষ্যেরা ঘরে ফিরে গেলেন।

যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা **১২০শ বিভাগ ৬-৯; ১২১:১**

তিনি প্রথম গিয়ে পৌঁছলেন, কিন্তু পরেই ঢুকলেন

শনিবারের পরবর্তী দিন হল সেই দিন যা প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণে খ্রীষ্টানেরা প্রভুর দিন বলে, যে দিনটি সুসমাচার-রচয়িতাদের মধ্যে মথি একাই সপ্তাহের প্রথম দিন বললেন। মাগদালার মারীয়া *দৌড়ে গেলেন সিমোন পিতর আর সেই অন্য শিষ্যের কাছে যাঁকে যীশু ভালবাসতেন। তাঁদের তিনি বললেন, তারা প্রভুকে কবর থেকে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, তাঁকে কোথায় রেখেছে।* কয়েকটা পাণ্ডুলিপিতে, গ্রীক পাণ্ডুলিপিতেও, লেখা আছে: তারা 'আমার' প্রভুকে তুলে নিয়ে গেল। ব্যাপারটা অর্থহীন নয়, কেননা মাগদালার মারীয়ার অনুরাগ ও ভক্তি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

তাই পিতর ও অন্য শিষ্যটি বেরিয়ে পড়ে সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন। দু'জনে একসঙ্গে দৌড়তে লাগলেন, কিন্তু দ্বিতীয় শিষ্যটি পিতরের চেয়ে দ্রুত ছুটে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলেন আর সমাধিগুহায় আগে পৌঁছলেন। এ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, আবার লক্ষণীয় বিষয় হল কেমন করে রচয়িতা একটা বিশেষ কথা, যা বাদ পড়ে গেছিল, তা এখানে যোগ দিলেন তা যেন পরপরেই ঘটে। বস্তুত তিনি আগে বলেছিলেন, তাঁরা *সমাধিগুহার দিকে রওনা হলেন,* তারপর তিনি সঠিক বর্ণনায় বলেন তাঁরা কীভাবেই সমাধিগুহায় গেলেন: *তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে দৌড়তে লাগলেন।* এভাবে তিনি আমাদের একথা জানান, আগে দৌড়ে সমাধিগুহায় প্রথম পৌঁছলেন সেই অন্য শিষ্যই, যিনি প্রকৃতপক্ষে রচয়িতা নিজেই, যদিও তিনি নিজের কথা তৃতীয় ব্যক্তিতে ব্যক্ত করেন।

তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। কয়েকজন পাঠক তত চিন্তা না করে অনুমান করল, এখানে প্রমাণ আছে, যোহন বিশ্বাস করলেন যীশু পুনরুত্থান করেছেন; পরবর্তী কথা কিন্তু তেমন অনুমান অস্বীকার করে। রচয়িতা নিজে যখন বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে যে পুনরুত্থান করতে হবে, শাস্ত্রের এই বচনটি তাঁরা তখনও জানতেন না,* তখন তিনি আসলে কী বলতে চান? যেহেতু তখনও তিনি জানতেন না যে প্রভুকে পুনরুত্থান করতে হবে, সেজন্য তিনি বিশ্বাস করতে পারতেন না যে, খ্রীষ্ট পুনরুত্থান করেছেন। তবে তিনি কী দেখলেন ও কী বিশ্বাস করলেন? তিনি সমাধি

শূন্য দেখলেন, এবং স্ত্রীলোকটি যা বলেছিলেন, তাই বিশ্বাস করলেন, তথা লোকে প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছিল। প্রভু তাঁদের কাছে বারবার, এমনকি খুবই স্পষ্টভাবে আপন পুনরুত্থানের কথা বলেছিলেন, একথা সত্য; কিন্তু যেহেতু তাঁরা তাঁর বাণী উপমার ছলেই শুনতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেজন্য তাঁরা বুঝতে পারেননি, বা মনে করছিলেন তিনি অন্য কিছুই ইঙ্গিত করছিলেন।

মাগদালার মারীয়া পিতর ও যোহনকে গিয়ে বলেছিলেন, লোকে প্রভুকে সমাধি থেকে তুলে নিয়ে গেছিল। সমাধিস্থানে গিয়ে তাঁরা সেই ফালিগুলোই মাত্র খুঁজে পেয়েছিলেন যেগুলির মধ্যে যীশুর দেহ জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; সুতরাং মারীয়া যা বলেছিলেন ও নিজেই বিশ্বাস করেছিলেন, তাছাড়া তাঁরা আর কীসেতে বিশ্বাস করতে পারতেন?

২৮শে ডিসেম্বর

নিরপরাধী পবিত্র শিশুগণ

সুসমাচার পাঠ - মথি ২:১৩-১৮

সেই তিন পণ্ডিত চলে গেলে পর প্রভুর দূত হঠাৎ স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়ে বললেন, 'ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; আর আমি তোমাকে না বলা পর্যন্ত তুমি সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য খোঁজ করতে যাচ্ছে।' তাই যোসেফ উঠে সেই রাতে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন, এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন, যেন নবীর মধ্য দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়:

আমি মিশর থেকে আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।

পণ্ডিতেরা তাঁকে প্রবঞ্চনা করেছেন, তা বুঝতে পেরে হেরোদ অধিক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, এবং সেই পণ্ডিতদের কাছ থেকে যে সময়ের কথা জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দু'বছর বা তার কম বয়সের যত ছেলে বেথলেহেমে ও তার সমস্ত অঞ্চলে ছিল, তাদের সকলকে হত্যা করালেন। তখন নবী যেরেমিয়ার মধ্য দিয়ে উচ্চারিত এই বচন পূর্ণ হল:

রামায় শোনা গেল এক সুর,
বিলাপ ও তিক্ত কান্নার সুর:
রাখেল নিজ ছেলেদের জন্য কাঁদছেন;
কোন সান্ত্বনা মানছেন না,
কারণ তারা আর নেই!

মাননীয় সাধু বীডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১:১০**

তারা মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও তাঁর গৌরব দর্শন করে

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টের সাক্ষ্যমর সেই নিরপরাধী শিশুদের মূল্যবান মৃত্যু সম্বন্ধে সুসমাচারের কথা আমাদের কাছে পবিত্র, এবং আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সকল সাক্ষ্যমরদের গৌরবময় মৃত্যুর কথা। নিরপরাধী শিশুদের শিশুকালেই হত্যা করা হয়েছে, একথা আমাদের জন্য অর্থপূর্ণ: সাক্ষ্যমরণের গৌরবে বিনম্রতারই পথ দিয়ে পৌঁছনো যায়, এবং সে-ই মাত্র খ্রীষ্টের জন্য প্রাণ দিতে পারে, যে মনপরিবর্তন ক'রে শিশুর মত হয়েছে।

এজন্যই, হে প্রিয় ভ্রাতৃগণ, আজকের দিনের পর্বোৎসবে সাক্ষ্যমরদের প্রথমফসলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের সেই অন্তহীন উৎসবের কথা মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান করতে হবে, যে উৎসব সকল সাক্ষ্যমরদের জন্য স্বর্গে উদ্‌যাপিত হচ্ছে; যথাসাধ্য তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এসো, আমরাও তাঁদের আনন্দের সহভাগী হতে চেষ্টা করি। প্রেরিতদূত আমাদের নিশ্চিত করেন যে, আমরা যেমন এখন তাঁদের কষ্টভোগের সহভাগী, তেমনি তাঁদের সান্ত্বনারও সহভাগী হব।

এসো, তাদের মৃত্যুর জন্য দুঃখ নয়, আনন্দই করি, কেননা তারা যোগ্য বিজয়মালা লাভ করেছে। তাদের একজনের যখন মৃত্যু হল, তখন রাখেল, অর্থাৎ মাতা মণ্ডলী শোকপ্রকাশে ও অশ্রুজলে তার জন্য দুঃখ করল, কিন্তু সেই স্বর্গীয় যেরুসালেম, যা আমাদের সকলের জননী, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দপ্রকাশেই পৃথিবীর এ প্রবাসীদের গ্রহণ করলেন ও তাদের প্রভুর গৌরবে তাদের অনুপ্রবেশ করালেন, যাতে তাঁরই হাত থেকে তারা বিজয়মালা গ্রহণ করে। এজন্য যোহন বলেন, *তারা শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হয়ে ও খেজুরপাতা হাতে করে সিংহাসনের সাক্ষাতে ও মেষশাবকের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে ছিল।* যারা আগে কষ্টে নিষ্পেষিত হয়ে জাগতিক বিচারকদের সামনে শায়িত ছিল, তারা এখন নিজেদের মালায় ভূষিত হয়ে ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারা মেষশাবকের সামনে রয়েছে, আর যেমন এজগতে নিপীড়নও প্রভুভক্তি থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারল না, তেমনি স্বর্গে মেষশাবকের গৌরবদর্শন থেকে তারা কোন মতেই বঞ্চিত হতে পারবে না।

শুভ্র পোশাকে তারা উজ্জ্বল, হাতে ক'রে তারা তাদের কাজকর্মের মজুরি বহন করে, ও পুনরুত্থান দ্বারা গৌরবমন্ডিত আপন দেহকেও ফিরে পায়, যে দেহ প্রভুভক্তির খাতিরে তারা আগুনে পুড়তে দিল, হিংস্র পশুদের কবলে দীর্ণ হতে দিল, কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে দিল, গভীর গর্তে নিক্ষিপ্ত হতে দিল, লৌহ-নখ দ্বারা জীর্ণ হতে দিল, যত পীড়নে নিহত হতে দিল।

তারা উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলছিল: সিংহাসনে সমাসীন আমাদের ঈশ্বর এবং মেষশাবকেরই তো পরিত্রাণ। তারা উদাত্ত কণ্ঠে ঈশ্বরের পরিত্রাণের গুণকীর্তন করে, ও গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করে, তারা নিজেদের বলে নয়, ঐশসহায়তায়ই শত্রুদের অত্যাচার জয় করেছে। *এরা তারাই, যারা মহাক্লেশ পার হয়ে এসেছে ও মেষশাবকের রক্তে নিজেদের পোশাক ধৌত করে শুভ্র করে তুলেছে।* সাক্ষ্যমরেরা তখনই নিজেদের পোশাক মেষশাবকের রক্তে ধুয়ে নিল, যখন নির্বোধের চোখে মনে হচ্ছিল, তাদের দেহের অঙ্গগুলি ক্ষতের রক্তে মাখা, আসলে কিন্তু খ্রীষ্টের খাতিরে রক্তদান করে তারা তখন সেগুলোকে যত কালিমা থেকে বিশুদ্ধ করছিল ও অমরত্বের দিব্য আলোর যোগ্য করে তুলছিল, কেননা ইতিমধ্যে মেষশাবকের রক্তেই সেগুলোকে ধুয়ে নিয়েছিল। *এজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সাক্ষাতে আছে আর দিনরাত তাঁর পবিত্রধামে তাঁর সেবা করে।*

ঈশ্বরের সামনে থাকা ও তাঁর অবিরত প্রশংসা করা ক্লান্তিকর নয়, বরং আনন্দদায়ী ও কাম্য সেবা: উপরোল্লিখিত 'দিনরাত' শব্দ সময়ের পরম্পরাগত ক্ষণের কথা নির্দেশ করে না, বরং তার প্রতীকমূলক অর্থ হল চিরকাল। *রাত আর থাকবে না* খ্রীষ্টের প্রাঙ্গণে, বরং একটিমাত্র দিন, অন্যত্র যাপিত সহস্র দিনের চেয়েও শ্রেয় একটি দিন, এমন দিন যে দিনে রাখেল আপন সন্তানদের জন্য আর কাঁদবেন না, কেননা *ঈশ্বর তাদের মুখ থেকে মুছে দেবেন সমস্ত অশ্রুজল;* ও তাদের *তাঁবুতে তাঁবুতে আনন্দচিৎকার ও জয়ধ্বনি* তিনিই ধ্বনিত করবেন, যিনি পবিত্র আত্মার ঐক্যে পিতার সঙ্গে

বিশ্বরাজ ও জীবনেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

সাধারণ ব্যবস্থা

গির্জা উৎসর্গীকরণ

সুসমাচার পাঠ - লুক ১৯:১-১০

যেরিখোতে প্রবেশ করে যীশু শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর হঠাৎ জাখেয় নামে একজন লোক—সে ছিল প্রধান কর-আদায়কারী ও নিজে ধনী লোক—যীশু কে তা দেখবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড়ের কারণে পারছিল না, কেননা খাটো মানুষ ছিল। তাই আগে ছুটে গিয়ে সে তাঁকে দেখবার জন্য একটা ডুমুরগাছে উঠল, কারণ তাঁকে ওই পথ দিয়ে যেতে হচ্ছিল। যীশু যখন সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন, তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তাকে বললেন, 'জাখেয়, শীঘ্র নেমে এসো, কারণ আমাকে আজ তোমার বাড়িতে থাকতে হবে।' সে শীঘ্র নেমে এল, এবং সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। তা দেখে সকলে গজগজ করে বলতে লাগল, 'ইনি একটা পাপীর ঘরে উঠলেন!' কিন্তু জাখেয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রভুকে বলল, 'প্রভু, দেখুন, আমার অর্ধেক সম্পত্তি আমি গরিবদের দিয়ে দিচ্ছি; আর যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

তখন যীশু তার বিষয়ে বললেন, 'আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান। বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।'

যোহন ইউস্তুস লান্ড্‌সবের্গের উপদেশ — **গির্জা-উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে**

প্রকৃত মনপরিবর্তন

প্রকৃত মনপরিবর্তন পাপের সকল শিকড় ছেটে দেয়। অনেকের পক্ষে অর্থলালসাই পাপের মূলকারণ। তা উৎপাটন করার জন্য জাখেয় প্রতিশ্রুতি দেয়, সে গরিবদের প্রয়োজনের জন্য অর্ধেক সম্পত্তি দান করবে, ও *আমি যদি কখনও ঠকিয়ে কারও কিছু নিয়ে থাকি, তার চতুর্গুণ ফিরিয়ে দিচ্ছি।*

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, খ্রীষ্ট দ্বারা আলোকিত হয়ে জাখেয় সহসা কতই না অগ্রসর হয়েছে? তাছাড়া নিন্দুকদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টকে রক্ষা করার জন্য ও নিজের প্রতি তিনি কেমন প্রজ্ঞার সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন তা দেখাবার জন্য সে নিজের সঙ্কল্প প্রকাশ্যেই ঘোষণা করতে চাইল; হ্যাঁ, খ্রীষ্ট তাকে কর-আদায়কারীর মত অবজ্ঞা করে এড়াননি, বরং মঙ্গলভাব দেখিয়ে ও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করে তাকে এত মহান ও আকস্মিক পরিবর্তনে তপস্যা ও মনপরিবর্তনের দিকে চালিত করেছিলেন যে, অতীতে সে যেমন অর্থলোভী হয়েছিল, তেমনি এখন সবকিছু ত্যাগ করতে বাসনা করছে। বস্তুতপক্ষে সে ভবিষ্যতেই গরিবদের হাতে সম্পত্তি দেবে ও ভবিষ্যতেই অন্যায়-অর্থ ফিরিয়ে দেবে এমন নয়, এখনই তা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প: *দেখুন, আমি দিয়ে দিচ্ছি, আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি।* ভিক্ষাদান করছি, যা চুরি করেছি তা ফিরিয়ে দিচ্ছি। আর ভিক্ষাদান যেন ঈশ্বরের গ্রহণীয় হয় যদিও আগে যা চুরি করা হয়েছে তা ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, তবু এক্ষেত্রে, যা দাতব্য শুধু নয়, যা দানশীলতার খাতিরে দান করতে পারত ও দান করতে চাইত তাও দেবার তৎপরতা দেখাতে গিয়ে সে আগে ভিক্ষাদানের কথা, পরেই ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলে। *যীশু তার বিষয়ে বললেন: আজ এই বাড়িতে পরিত্রাণ প্রবেশ করেছে, কারণ এই লোকটিও আব্রাহামের সন্তান।*

বাস্তবিকই, যা হারানো ছিল, তা খুঁজতে ও পরিত্রাণ করতেই মানবপুত্র এসেছেন।

'এই গৃহে' সাধিত পরিত্রাণের কথা ঘোষণা করায় খ্রীষ্ট জাখেয়ের আত্মাকেই ইঙ্গিত করতে অভিপ্রায় করেন, যে আত্মা বাসনা ও মঙ্গল-ইচ্ছায় আসক্তি দ্বারা, ভালবাসা ও বাধ্যতা দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছে; আর তেমন আত্মাকেই প্রভু ঈশ্বরের গৃহ বলে অভিহিত করেন, কারণ তার মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন—বাস্তবিকই যীশু তা-ই পরিত্রাণ করতে এলেন যা হারানো ছিল। আর এজন্য তিনি তাদেরই সঙ্গে থাকতে চাইলেন, যাদের তিনি জানতেন নিজ সহায়তার অভাবী ও পরিত্রাণের অন্বেষী।

যারা গজ গজ করছিল, তাদের উদ্দেশ করে তিনি ঠিক যেন বললেন, আমি পাপী মানুষের সঙ্গে কথা বলায় ও নিমন্ত্রিত না হয়েও তার বাড়িতে নিজেকে নিমন্ত্রিত করায় আমার বিরুদ্ধে তোমাদের এত উত্তেজনা কেন? পাপীরা নিজেদের পাপে থাকবে এজন্য নয়, তারা মনপরিবর্তন করে আমাতে জীবন পাবে এজন্যই আমি এ জগতে এসেছি! পাপী আজ পর্যন্ত যা করে এসেছে, আমি তার দিকে তাকাই না, বরং সে এখন থেকে যা করবে তা-ই ধরি। তাকে আমি আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব নিবেদন করি—তোমরা ইচ্ছা করলে, তোমাদেরও তা নিবেদন করব। সে যখন আমার অনুগ্রহ ও বন্ধুত্ব গ্রহণ করে আমার কাছে এসে পাপী যে ছিল ধার্মিক হয়ে ওঠে, তখন আমি যে তার বাড়িতে গিয়েছি এর জন্য তোমরা আমাকে নিন্দা কর কেন? যে পাপী ছিল, সে যখন ঈশ্বরের বন্ধু হয়েছে, তখন তোমরা তাকে ধূর্ত বলে বিচার কর কেন? কেননা সে তো আব্রাহামেরই সন্তান—তাঁর বংশের মানুষ ব'লে নয়, কিন্তু ভক্তপ্রাণ আব্রাহামের বিশ্বাসের অনুকারী হয়েছে ব'লে!

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট এমনটি দেন, আমরা যেন তাঁকে জানতে পারি, তাঁকে ভালবাসতে পারি, তাঁর উপর ভরসা রাখতে পারি, যা ঈশ্বরের ইচ্ছার গ্রহণীয় ও আমাদের পরিত্রাণে বাধা দেয় না, তা ছাড়া যেন আমরা অন্য কিছুতে আসক্ত ও আকর্ষিত না হই। তিনি যুগযুগ ধরে ধন্য! আমেন।

ধন্যা কুমারী মারীয়া

সুসমাচার পাঠ - মার্ক ৩:৩১-৩৫

> সেসময় তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা এলেন, এবং বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তখন তাঁর চারপাশে বহু লোক বসে ছিল; তারা তাঁকে বলল, 'দেখুন, বাইরে আপনার মা ও ভাইবোনেরা আপনাকে খুঁজছেন।' তিনি তাদের বললেন, 'আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাও বা কারা?' এবং যারা তাঁর চারপাশে বসে ছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি — উপদেশ ২৫:৭-৮

এই যে আমার মা, এই যে আমার ভাইয়েরা

এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা; কেননা যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সে-ই আমার ভাই ও বোন ও মা। যিনি বিশ্বাস গুণে বিশ্বাস করলেন ও বিশ্বাস গুণে গর্ভধারণ করলেন, যিনি মনোনীতা হলেন যাতে তাঁরই কোলে মানবজাতির মধ্যে আমাদের পরিত্রাণ জন্ম

নেয়, তাঁর এই বিশ্বাস গুণে যিনি আপন গর্ভে খ্রীষ্ট সৃষ্ট হবার আগে খ্রীষ্ট দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই কুমারী মারীয়া কি পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেননি? নিশ্চয়ই তিনি করলেন। পবিত্রতমা মারীয়া পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করলেন বিধায় খ্রীষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে মারীয়ার পক্ষে খ্রীষ্টের শিষ্যা হওয়াই অধিক সম্মানজনক হল। আবার বলছি: খ্রীষ্টের জননী হওয়ার চেয়ে তাঁর পক্ষে খ্রীষ্টের শিষ্যা হওয়াই হল অধিক সম্মানজনক, অধিক আনন্দদায়ী। মারীয়া এজন্যই ধন্যা ছিলেন, কেননা গুরুকে জন্ম দেওয়ার আগেও তিনি তাঁকে গর্ভে বরণ করেছিলেন।

আমি যা বলছি, তুমি ভাল করে বিবেচনা করে দেখ তা আসল সত্য কিনা। একদিন প্রভু হেঁটে যেতে যেতে দিব্য অলৌকিক কাজ সাধন করছিলেন, বহু লোকের ভিড়ও তাঁর অনুসরণ করছিল, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, *ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছে।* হ্যাঁ, যে গর্ভ আপনাকে বরণ করল, ধন্য সেই গর্ভ! কিন্তু লোকে যাতে দেহমাংস অনুসারেই ধন্য হতে চেষ্টা না করে, সেজন্য প্রভু কী উত্তর দিয়েছিলেন? *এর চেয়ে তারাই ধন্য, যারা ঈশ্বরের বাণী শোনে ও পালন করে।* মারীয়াও ঠিক এ কারণেই ধন্যা, কেননা তিনি ঈশ্বরের বাণী শুনে পালনও করলেন। আপন গর্ভে সেই মাংসের চেয়ে তিনি আসলে আপন অন্তরে সত্যকেই গেঁথে রাখলেন। খ্রীষ্ট তো সত্য, খ্রীষ্ট আবার মাংস; খ্রীষ্ট হলেন মারীয়ার অন্তরে সত্য, খ্রীষ্ট হলেন মারীয়ার গর্ভে মাংস। গর্ভে যা বরণ করা হয়, তার চেয়ে অন্তরেই যা রয়েছে, তা তো মূল্যবান।

মারীয়া পবিত্রা, মারীয়া ধন্যা বটে, অথচ কুমারী মারীয়ার চেয়ে মন্ডলীই তো শ্রেয়তর। কেন? কারণ মারীয়া মন্ডলীর একটি অঙ্গ: তিনি পুণ্য একটি অঙ্গ, শ্রেষ্ঠতম একটি অঙ্গ, তিনি এমন অঙ্গ যা সবগুলোর চেয়েও অধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত, তথাপি গোটা দেহের পক্ষে তিনি একটি অঙ্গ মাত্র। যখন তিনি গোটা দেহের একটি অঙ্গ, তখন একটি অঙ্গের চেয়ে দেহটি তো অধিক মূল্যবান। প্রভু হলেন মাথা ও গোটা খ্রীষ্ট হলেন মাথা ও দেহ। তাই আমি কী বলব? হ্যাঁ, আমাদের দিব্য মাথা রয়েছে, মাথা হিসাবে আমাদের স্বয়ং ঈশ্বর আছেন।

সুতরাং, হে আমার প্রিয়জনেরা, সুবিবেচক হও: তোমরাও খ্রীষ্টের অঙ্গ, তোমরাও খ্রীষ্টের দেহ। তোমরা কীভাবে তা-ই হও, তা ভাল করে বিবেচনা করে দেখ, কেননা তিনি বললেন, *এই যে আমার মা; এই যে আমার ভাইয়েরা।* তোমরা কেমন করে খ্রীষ্টের মা হবে? যে কেউ শোনে, যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে, সে-ই তো আমার পক্ষে ভাই, বোন, ও মা। আচ্ছা, তিনি যে 'ভাই' ও 'বোনের' কথা বলেন, তা আমি বুঝি; বাস্তবিকই উত্তরাধিকার একটিমাত্র, আর সেইজন্যে অদ্বিতীয় হয়েও যিনি একা হতে চাইলেন না, সেই খ্রীষ্টের মঙ্গলময়তা এমন ব্যবস্থা করল, যাতে আমরা পিতার উত্তরাধিকারী হয়ে উঠি, তাঁর আপন একই উত্তরাধিকারের সহউত্তরাধিকারীই হয়ে উঠি।

অতএব আমি বুঝতে পারছি, আমরা খ্রীষ্টের ভাই, এবং পুণ্যবতী ও ভক্ত মহিলারা খ্রীষ্টের বোন; কিন্তু আমরা যে মাতাও, একথা কেমন করে বোঝা সম্ভব? আচ্ছা, কেমন করে মারীয়া খ্রীষ্টের মাতা, এই কারণেই ছাড়া যে, তিনি খ্রীষ্টের অঙ্গগুলিকে প্রসব করলেন? তবে আমাদের কে জন্ম দিয়েছে? আমি তোমাদের হৃদয়ের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি: মাতা মন্ডলীই আমাদের জন্ম দিয়েছে! সুতরাং খ্রীষ্টের অঙ্গগুলো অন্তরে উর্বর হোক, যেভাবে মারীয়া আপন গর্ভে খ্রীষ্টকে ধারণ করে প্রসব করলেন: এইভাবেই তোমরা খ্রীষ্টের মাতা হবে। তোমরা হলে সন্তান, এবার মাতাও হও।

তোমরা তখনই সেই মাতার সন্তান হয়েছিলে যখন দীক্ষাস্নাত হয়েছিলে; হ্যাঁ, সেসময় তোমরা খ্রীষ্টের অঙ্গগুলিরূপে জন্ম নিয়েছিলে। তাই দীক্ষাকুণ্ডের ধারে যত মানুষকে চালিত কর, তবেই জন্মকালে যেমন সন্তান হয়ে উঠেছিলে, তেমনি জন্মলাভের দিকে অপরকে চালিত করায় খ্রীষ্টের মাতাও হতে পারবে।

বিকল্প

সুসমাচার পাঠ - লুক ২:১-১৪

সেসময় আউগুস্তুস সীজারের একটা রাজাজ্ঞা জারি হল, যা অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে লোকগণনা করা হবে। এই প্রথম লোকগণনা করা হয়েছিল যখন কুইরিনুস ছিলেন সিরিয়ার প্রদেশপাল। নাম লেখাবার জন্য সকলে নিজ নিজ শহরে গেল; তাই যোসেফও দাউদের কুল ও গোত্রের মানুষ হওয়ায় নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়ার নাজারেথ শহর থেকে যুদেয়ার সেই দাউদ-নগরীতে গেলেন যার নাম বেথলেহেম। মারীয়া তখন গর্ভবতী। তখন এমনটি ঘটল যে, তাঁরা সেখানে থাকতেই মারীয়ার প্রসবকাল পূর্ণ হল, আর তিনি নিজের প্রথমজাত পুত্রকে প্রসব করলেন। কাপড়ে জড়িয়ে তিনি তাঁকে একটা জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ সেই বাড়ির অতিথিশালায় তাঁদের জন্য স্থান ছিল না।

একই অঞ্চলে একদল রাখাল ছিল, যারা রাতের প্রহরে প্রহরে নিজ নিজ পাল পাহারা দিচ্ছিল। প্রভুর এক দূত তাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন, এবং প্রভুর গৌরব তাদের চারপাশে ঘিরে রাখল। তারা ভীষণ ভয় পেল, কিন্তু সেই দূত তাদের বললেন, 'ভয় করো না, কেননা দেখ, আমি তোমাদের এমন মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি, যে আনন্দ সমস্ত জনগণেরই হবে: আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য এক ত্রাণকর্তা জন্মেছেন—তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। তোমাদের জন্য চিহ্ন এ, তোমরা কাপড়ে জড়ানো ও জাবপাত্রে শোয়ানো একটি শিশুকে পাবে।' আর হঠাৎ ওই দূতের সঙ্গে স্বর্গীয় এক বিশাল দূতবাহিনী আবির্ভূত হয়ে এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল,

'ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব,
ইহলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি!'

অপরিচিত প্রাচীন লেখকের উপদেশ — **ঈশ্বরজননী, উপদেশ**

পিতার প্রজ্ঞা পবিত্রা কুমারী মারীয়ার গর্ভে নিজের জন্য এক মন্দির নির্মাণ করলেন

যখন গৌরবের রাজা মানুষ হয়ে জন্ম নিলেন, তখন স্বর্গবাসীরা ও মর্তবাসীরা অপরূপ এক সন্ধিতে মিলিত হল: স্বর্গদূতেরা ঊর্ধ্বলোক থেকে মুখ বাড়িয়ে যাকোব থেকে উদীয়মান সেই তারা দেখতে পাচ্ছিলেন, এবং তিন পণ্ডিত ঊর্ধ্বের দিকে চোখ তুলে বেথলেহেমের উপরে উজ্জ্বল সেই তারা আবিষ্কার করছিলেন। তিন পণ্ডিত গুহাতে এক-ব্যক্তিত্ব হয়ে একত্র হলে তাঁদের হাতে আধ্যাত্মিক ও দৃশ্য যে উপহার ছিল, সেগুলোর সংখ্যা ত্রিত্বের ঐক্যের দিকে অঙুলি নির্দেশ করছিল। এসো, তাঁদের সঙ্গে আমরাও আমাদের বন্দনাগান যোগ্যরূপে জাগিয়ে তুলি: *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, ইহলোকে সদিচ্ছার মানুষের জন্য শান্তি।*

এসো, *প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই তাঁর কৃপার জন্য, আদমসন্তানদের প্রতি তাঁর আশ্চর্য কর্মকীর্তির জন্য*, কারণ তিনি তাঁর আপন বাণী সেই পুত্রকে প্রেরণ করে *সমস্ত ক্লেশ থেকে তাদের পরিত্রাণ*

করলেন।

তোমরা যারা প্রভুকে ভয় কর, প্রভুর প্রশংসা কর, কেননা পিতা থেকে দূরে না গিয়েও তিনি *আকাশ নত করে নেমে এলেন,* তাতে এমনটি হল যে, কুমারীর গর্ভে অসীম ঈশ্বরত্বের পূর্ণতা স্থান পেল।

প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, তিনি যে সাধন করেছেন আশ্চর্য কাজ: যিনি *পিতার গৌরবের দীপ্তি ও তাঁর স্বরূপের মুদ্রাঙ্কন,* তিনি পবিত্রা কুমারী মারীয়া থেকে মানবস্বরূপ গ্রহণ করতে প্রসন্ন হলেন। যিনি পিতার একই ঐশস্বরূপে বিদ্যমান, তিনি প্রসন্ন হয়ে আমাদের দীনতা গ্রহণ করে আমাদের সদৃশ হলেন; *যিনি উষার গর্ভ থেকে জাত,* তিনি কালের পূর্ণতায় একটি জননী চাইলেন; যিনি পিতার প্রজ্ঞা, তিনি পবিত্রা কুমারীর গর্ভে মানুষের হাতে তৈরী নয় এমন মন্দির নিজের জন্য নির্মাণ করলেন ও *আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন,* কারণ, যেমনটি লেখা আছে, *ঈশ্বর মানুষের হাতে তৈরী মন্দিরে বাস করেন না।* যিনি পিতার বুক থেকে কখনও দূরে যান না ও খেরুবদের উপরে গৌরবান্বিত, তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্যই এলেন। পবিত্র আত্মার সঙ্গে যিনি একা হয়ে পিতাকে জানেন, ও কেবল পিতা ও পবিত্র আত্মাই যাঁকে জানেন; যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার এক-স্বরূপে সমান রাজাসনে আসীন, সমান পরাক্রমের অধিকারী, ও একই উজ্জ্বল গৌরবে মন্ডিত; যিনি সৃষ্টির মাঝে উপস্থিত হয়েও সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, সেই রাজাধিরাজ ও প্রভুর প্রভু আপন দাসদের মাঝে এলেন! *তাঁর অনুগ্রহদান সেই পতনের মত নয়,* কিন্তু অনিষ্টের চেয়ে অধিক উপচে পড়ে; তিনি দুঃখার্ত মানবজাতিকে আনন্দ এনে দেন, অপরাধীদের উপর উৎকৃষ্ট দান মুক্তহস্তে বর্ষণ করেন।

তিনিই সেই শক্তিশালী, যিনি আমাদের দুর্বলতার অনুরূপ হয়ে তা মৃত্যুর চেয়েও শক্তিশালী করলেন; আর আমাদের মানবস্বরূপ যা নিজের অবক্ষয় দ্বারা পরাজিত হওয়ায় পতিত হয়েছিল, তা ধারণ করে তিনি তাকে এমন নবীন শক্তি দান করলেন যাতে আমরা সর্বপ্রকার অনিষ্ট জয় করতে পারি। তিনি আদমের সেই অপরাধী সাদৃশ্য বহন করে পাপ থেকে তাকে মুক্ত করলেন; এক কথায়, তাঁর আপন অবমাননার মধ্য দিয়ে তিনি সকল পাপীকে তাদের অপরাধ থেকে মুক্ত করে দিলেন, *যেন যেমন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পাপ রাজত্ব করেছিল, তেমনি অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ধর্মময়তার মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ রাজত্ব করতে পারে।*

সাক্ষ্যমর

একাধিক সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - মথি ১০:২৮-৩৩

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘যারা দেহ মেরে ফেলে কিন্তু প্রাণকে মেরে ফেলতে পারে না, তাদের ভয় করো না, তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি প্রাণ ও দেহ দুই-ই নরকে বিনাশ করতে পারেন। এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না।

তোমাদের মাথার চুলেরও একটা হিসাব রাখা আছে; সুতরাং ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়ুই পাখির চেয়ে অধিক মূল্যবান। তাই যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ

পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব; কিন্তু যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আমার স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।’

সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ **সাম ৬১, ৪**

খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রীষ্টে সীমাবদ্ধ নয়

যীশুখ্রীষ্ট এক-মানুষ, যার মাথা ও দেহ আছে। দেহের ত্রাণকর্তা ও দেহের অঙ্গগুলি একাঙ্গে দুই, এক-কণ্ঠে দুই ও এক-যন্ত্রণাভোগেও দুই; আর যখন শঠতা দূর হয়ে যাবে, তখন এক-শান্তিতেও দুই। অতএব, খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রীষ্টেই সীমাবদ্ধ নয়, আবার, খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রীষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই।

কেননা তুমি যদি খ্রীষ্টকে মাথা ও দেহ রূপে ধর, তবে খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা খ্রীষ্টে ছাড়া অন্য কোথাও নেই; কিন্তু যদি খ্রীষ্টকে কেবল মাথা রূপেই ধর, তবে খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল সেই খ্রীষ্টে সীমাবদ্ধ নয়। কেননা যদি খ্রীষ্টের দুঃখযন্ত্রণা কেবল খ্রীষ্টেই সীমাবদ্ধ থাকত, এমনকি কেবল মাথায়ই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে পল একটা অঙ্গ সম্পর্কে কেমন করে একথা বলতে পারতেন যে, *যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি?*

তাই তুমি খ্রীষ্টের অঙ্গগুলির মধ্যে থাক, তাহলে তুমি যেই মানুষ হও না কেন যে একথা শুনছ, বা তুমি যেই হও না কেন যে একথা শুনছ না (কিন্তু তুমি খ্রীষ্টের অঙ্গ হলে তবে তা শুনতে বাধ্য), যারা খ্রীষ্টের অঙ্গ নয় তাদের হাতে তুমি যাই ভোগ কর না কেন, তা খ্রীষ্টেরই দুঃখযন্ত্রণার বাকি অংশ।

অংশটি যোগ দেওয়া হচ্ছে এই কারণেই যে, তা বাকি ছিল। তুমি মাত্রা পূরণই করছ, তা উছলে পড়াচ্ছ না। তোমার দুঃখযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে তুমি ততখানিই ভোগ করছ যতখানি তোমার পক্ষে খ্রীষ্টের সার্বিক যন্ত্রণাভোগে আরোপ করা উচিত ছিল; কেননা তিনি একসময় আমাদের মাথা হয়ে যন্ত্রণাভোগ করলেন, আর এখন তাঁর অঙ্গগুলিতে তথা এই আমাদেরই মধ্যে যন্ত্রণাভোগ করছেন।

নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে আমাদের এই সমাবেশের কাছে—যাকে ‘সাধারণ অধিকার’ বলে অভিহিত করা চলে—নিজ নিজ ঋণ শোধ করি, ও আমাদের শক্তির সামর্থ্য অনুসারে আমরা প্রত্যেকে দুঃখযন্ত্রণার নিজ নিজ অংশ আনি। কেবল এ যুগ শেষ হলেই সকলের দুঃখযন্ত্রণার সার্বিক ঋণমুক্তি ঘটবে।

তাই, ভাইবোনেরা, এমনটি বিবেচনা করো না যে, দুর্জনদের হাতে যে সকল ধার্মিকজন নির্যাতন ভোগ করলেন, এমনকি তাঁরাও যাঁরা প্রভুর আগমনের কথা প্রচার করতে প্রভুর আগে জীবনযাপন করেছিলেন, তাঁরা সকলে খ্রীষ্টের অঙ্গের ছিলেন না। খ্রীষ্টই যে নগরের মাথা, সেই নগরের একটি মানুষও যে খ্রীষ্টের অঙ্গ নয়, তা কোন মতে হতে পারে না।

সুতরাং গোটা নগরই কথা বলে—সেই ধার্মিক আবেলের রক্ত থেকে জাখারিয়ার রক্ত পর্যন্ত। এবং পরবর্তীকালেও, যোহনের রক্ত থেকে প্রেরিতদূতদের রক্তের মধ্য দিয়ে, সাক্ষ্যমরদের রক্তের মধ্য দিয়ে, খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের রক্তের মধ্য দিয়ে এক-নগরই কথা বলে।

বিকল্প

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১২:২৪-২৬

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে। নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলে, আর এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক, যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে আমার পিতা তাকে সম্মানিত করবেন।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **৭ম-৮ম পুস্তক**

আমার অনুগামী হতে হলে
আমার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো প্রয়োজন

গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে মরে না যায়, তবে তা মাত্র একটাই হয়ে থাকে; কিন্তু যদি মরে যায়, তবে বহু ফল উৎপন্ন করে।

একথা বলে প্রভুর অভিপ্রায় শুধু এ ছিল না যে, তিনি নিজের যন্ত্রণাভোগের কথা পূর্বঘোষণা করবেন কিংবা তাঁর ক্ষণ এবার উপস্থিত বলে প্রকাশ করবেন; তিনি বরং সেই কারণও দেখাচ্ছিলেন যা তাঁর কাছে যন্ত্রণাকে মধুর করছিল ও যার জন্য সেই যন্ত্রণার ফল খুবই উপযোগী হওয়ার কথা। নইলে তিনি যন্ত্রণাভোগ করতে সদিচ্ছাও দেখাতেন না, যেহেতু তাঁর ইচ্ছা না থাকলে তা ভোগ করতে তিনি বাধ্য ছিলেন না। হ্যাঁ, আমাদের প্রতি তাঁর চরম ভালবাসা ও অসীম যত্নের খাতিরেই তিনি এমন কোমলতা দেখালেন যার জন্য জঘন্য যত পীড়ন সহ্য করতেও ভয় করলেন না।

আর যেমন গমের দানা বোনা হলে বহু শিষ উৎপন্ন করা সত্ত্বেও তার কোন ঘাটতি পড়ে না, কিন্তু শিষের প্রতিটি দানায় নিজ শক্তি অক্ষুণ্ন রাখে, তেমনি প্রভুও মরলেন, ও পাতালের দ্বার খুলে দিয়ে মানুষদের আত্মা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, তবু একইসময়ে তিনি বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ও নিজের ঐশঅস্তিত্বের মধ্য দিয়ে সকলের মধ্যে নিজ উপস্থিতি অক্ষুণ্ন রাখলেন। আর তিনি এমনটি করলেন যাতে তাঁর এই লাভ কেবল মৃতদের সংক্রান্ত নয়, জীবিতদেরও সংক্রান্ত লাভ হয়। কেননা খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের ফল হল সকলের জীবন—মৃত কি জীবিত সকলেরই জীবন: হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যু হল জীবনের বীজ!

কেউ যদি আমার সেবা করে, সে আমার অনুসরণ করুক। অর্থাৎ তিনি বলেন, আমি যখন তোমাদের মঙ্গলের জন্য মৃত্যুর হাতে নিজেকে সমর্পণ করলাম, তখন, দৈহিক মৃত্যু দ্বারা অনন্ত ও অবিনশ্বর জীবন লাভের উদ্দেশ্যে নিজেদের মঙ্গলের জন্য পার্থিব জীবন অবজ্ঞা না করা, এ কেমন করে তোমাদের সর্বোচ্চ অলসতার পরিচয় হবে না? কেননা যারা নানা যন্ত্রণা-নিপীড়ন ভোগ করে, তাদের দিকে তাকিয়ে এ মনে হচ্ছে যে, শাশ্বত মঙ্গলের উদ্দেশে জীবন রক্ষা করার জন্য যারা জীবন মৃত্যুর হাতে সঁপে দেয়, তারা জীবনকে ঘৃণা করে; এও মনে হচ্ছে যে, যারা অধ্যাত্ম সাধনা পালন করে, তারা জীবন ঘৃণা করে ও আমোদ-প্রমোদ দ্বারা নিজেদের পরাজিত হতে দেয় না।

সুতরাং, সকলের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্ট যা করেছেন, তা এমন দৃঢ়তার আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দেবার জন্যই করেছেন যাতে যে সকল মানুষ প্রত্যাশিত মঙ্গলের আশা দ্বারা চালিত, তারা যেন তেমন আদর্শের দিকে তাকিয়ে সদ্‌গুণ সাধনায় উৎসাহ লাভ করতে পারে। কেননা—তিনি বলেন—যারা

আমার অনুসরণ করতে চায়, তাদের পক্ষে আমার দৃঢ়তা ও আস্থার মত দৃঢ়তা ও আস্থা দেখানো আবশ্যক: এতেই তারা জয়মালা লাভ করবে! আর *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে।* আর গৌরবের দিকে যিনি আমাদের চালিত করেন তিনি যেমন গৌরব ও প্রমোদের মধ্য দিয়ে যাননি, কিন্তু অবমাননা ও পরিশ্রমেরই পথ চললেন, তেমনি আমরাও যদি সেই একই স্থানে পৌঁছতে ও দিব্য গৌরবের অংশীদার হতে ইচ্ছা করি, তবে দৃঢ় অন্তর দিয়ে আমাদেরও ব্যবহার তাঁর ব্যবহারের মত হওয়া উচিত। কেননা আমাদের প্রভু যা সহ্য করলেন, সেই যন্ত্রণা ভোগ করতে সম্মত না হলে আমরা কেমন সম্মানের যোগ্য হতে পারব? বস্তুতপক্ষে তিনি যখন বলেন, *যেখানে আমি আছি, আমার সেবকও সেখানে থাকবে,* তখন একটি স্থানের দিকে নয়, সদ্‌গুণ সংক্রান্ত অবস্থার দিকেই সম্ভবত অঙুলি নির্দেশ করেন। অর্থাৎ, যারা তাঁর অনুসরণ করে, তাদের উচিত, মানবস্বরূপের ঊর্ধ্বে তাঁর সেই ঐশঅধিকার ছাড়া তারা সেই সমস্ত বিষয়েই উৎকৃষ্টতা দেখাবে তিনি যে বিষয়ে উৎকৃষ্টতা দেখালেন; কেননা মানুষ সব বিষয়েই ঈশ্বরকে অনুকরণ করতে পারবে এমন কথা সম্ভব নয়, কিন্তু সেই বিষয়েই তাঁকে অনুকরণ করবে, যে বিষয়ে মানবস্বরূপ উৎকৃষ্টতা দেখাতে পারে: অতএব, সাগর প্রশমিত করা ও এপ্রকার অলৌকিক কাজে নয়, কিন্তু হৃদয়ের বিনম্রতা, কোমলতা, দুর্নাম সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়েই প্রভুকে অনুকরণ সাধিত।

বিকল্প

সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১-১২

একদিন যীশু লোকের ভিড় দেখে পর্বতে গিয়ে উঠলেন, এবং তিনি আসন নেবার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তখন তিনি কথা বলতে শুরু করে তাঁদের এই উপদেশ দিতে লাগলেন—

‘আত্মায় দীনহীন যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

কোমলপ্রাণ যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পাবে দেশের উত্তরাধিকার।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে।

ধর্মময়তার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই পরিতৃপ্ত হবে।

দয়াবান যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই দয়া পাবে।

শুদ্ধহৃদয় যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।

শান্তির সাধক যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত হবে।

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। আনন্দ কর, উল্লাস কর, কেননা স্বর্গে তোমাদের মজুরি প্রচুর। বাস্তবিকই তোমাদের আগে তারা নবীদেরও এভাবেই নির্যাতন করল।’

নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭:৯**

আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী

ধর্মময়তার জন্য নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। এই তো ঈশ্বরের জন্য যত সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও ফলাফল, তাঁর প্রেমের খাতিরে যত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার ফল, যত পরিশ্রমের মজুরি, যত প্রচেষ্টার পুরস্কার—এভাবেই ঈশ্বরের প্রতিযোগীরা স্বর্গরাজ্য লাভ করে।

তবু প্রভু মানব ভঙ্গুরতা জেনে অধিক দুর্বলদের কাছে ক্লান্তিকর সংগ্রামের শেষ ফলাফল আগে থেকে জানিয়ে দেন, যাতে শাশ্বত রাজ্যের আশা জীবনকালে সম্মুখীন যত প্রতিকূলতাজনিত ভয়ের উপর তাদের বিজয় আরও সহজ করতে পারে। এজন্য বীর স্তেফান চারদিক থেকে তাঁর উপর ছোড়া পাথর দেখে আনন্দ করেন; হিমকণার মত ঘন ঘন আগত আঘাত যেন মধুর শিশিরের মতই আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে গ্রহণ করেন; নির্বোধদের হত্যাকাণ্ডে আশীর্বাদ করেই সাড়া দেন, ও প্রার্থনা করেন তেমন অপরাধের জন্য তাদের যেন দায়ী করা না হয়। তিনি তো ঐশ অঙ্গীকার শুনেছিলেন, এবং দেখছিলেন, তাঁর আশা সত্যিই পূর্ণতা লাভ করছিল।

তিনি শুনেছিলেন, যারা বিশ্বাসের কারণে নির্যাতিত, তাদের স্বর্গরাজ্যে গ্রহণ করা হবে: সাক্ষ্যমরণ বরণ করতে করতে তিনি যা আশা করেছিলেন তাই দেখলেন। তিনি বিশ্বাস-স্বীকৃতির কারণে আশার বস্তু পাবার জন্য দৌড় দিতে দিতেই সেই আশার বস্তু তাঁর কাছে দৃশ্য হয়ে ওঠে: স্বর্গ উন্মুক্ত, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপন প্রতিযোগীর দৌড়ের দর্শক স্বয়ং ঐশগৌরব, সংগ্রামরত প্রতিযোগীর পরীক্ষক স্বয়ং খ্রীস্ট। তিনি প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক, এতে প্রতিযোগীর প্রতি তাঁর সাহায্যই প্রদর্শিত, কেননা তিনি আমাদের শেখাতে চান, নির্যাতকদের বিরুদ্ধে তাঁর আপন নির্যাতিতদের পক্ষে তিনি নিজেই উপস্থিত। সংগ্রামের স্বয়ং প্রধান বিচারক সংগ্রামে তাঁর সহায় হবেন, প্রভুর কারণে নির্যাতিতের কাছে এর চেয়ে মহত্তর আনন্দ কি থাকতে পারে? আমার কারণে নির্যাতিত যারা, তারাই সুখী।

মানবজীবনে একটি স্থান প্রয়োজন যেখানে আমরা স্থিতমূল থাকি; এমন কিছু যদি না থাকে যা বাইরের দিকে, মর্তের অতীতেই আমাদের নিক্ষেপ করে না, তাহলে আমরা সবসময় মর্তেরই থাকব; আমরা কিন্তু যদি স্বর্গ দ্বারা নিজেদের আকর্ষিত হতে দিই, তাহলে সেখানেই আমাদের স্থানান্তর করা হবে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কোথায় তোমাকে নিয়ে যায় সেই সুখময় অঙ্গীকার, যা আপাতদৃষ্টিতে দুঃখজনক ও কষ্টকর ঘটনার মধ্য দিয়ে তেমন মহাদান লাভ করতে তোমাকে চালিত করে? প্রেরিতদূতও একথা লক্ষ করেছিলেন, কোন শাসন শাসনের সময়ে আনন্দের বিষয় নয়, দুঃখেরই বিষয় মনে হয়; তবু যারা তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা পেয়েছে, পরে সেই শাসন তাদের এনে দেয় শান্তি ও ধর্মময়তার ফল; সুতরাং দুঃখই প্রত্যাশিত ফলগুলির ফুল। এসো, ফলের খাতিরে ফুলও গ্রহণ করি! এসো, ব্যস্ত হয়ে দৌড় দিই, আমাদের দৌড় কিন্তু যেন বৃথা না হয়: আমাদের দৌড় আমাদের স্বর্গীয় আহ্বানের পুরস্কারের দিকে ধাবিত হোক। এসো, সেইভাবে দৌড়োই যাতে সেই পুরস্কার পেতে পারি!

তবে আমরা যখন নিপীড়িত ও নির্যাতিত হই, তখন যেন দুঃখ না করি; বরং আনন্দই করি, কেননা মর্তে যা কিছু মূল্যবান বলে পরিগণিত, আমরা যখন তা থেকে বঞ্চিত, তখন আমরা স্বর্গীয় মঙ্গলদানেই আহূত, তাঁরই কথা অনুসারে যিনি তাদেরই সুখী করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাঁর কারণে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হবে: এদেরই তো স্বর্গরাজ্য, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহে যাঁরই গৌরব ও সর্বপরাক্রম হোক যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

একজনমাত্র সাক্ষ্যমর

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৫:১৮-২১

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন:

'জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তবে জেনে রাখ, তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকেই ঘৃণা করেছে। তোমরা যদি জগতেরই হতে, তবে জগৎ তার আপনজনদের ভালবাসত; কিন্তু যেহেতু তোমরা জগতের নও, বরং আমি তোমাদের বেছে নিয়ে জগৎ থেকে পৃথক করে দিয়েছি, এজন্য জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। যে কথা তোমাদের বলেছিলাম, তা মনে রাখ: দাস নিজের প্রভুর চেয়ে বড় নয়। তারা যখন আমাকে নির্যাতন করেছে, তখন তোমাদেরও নির্যাতন করবে; যখন আমার কথা মেনে নিয়েছে, তখন তোমাদের কথাও মেনে নেবে। কিন্তু তারা আমার নামের জন্যই তোমাদের প্রতি সেই সমস্ত করবে, কারণ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে জানে না।'

সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'ফর্তুনাতুসের কাছে' **১৩শ অধ্যায়**

নির্যাতনকালে ও শান্তিকালে খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আচরণ

আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়। তাহলে কেইবা ঈশ্বরের বন্ধু হবার জন্য ও খ্রীষ্টের আনন্দে প্রবেশ করার জন্য সমস্ত উপায় অবলম্বন করে তেমন গৌরব লাভ করতে চেষ্টা করবে না যাতে পৃথিবীর পীড়ন ও নির্যাতনের পরে স্বর্গের পুরস্কার পেতে পারে? শত্রুকে পরাভূত করে মাতৃভূমিতে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসা যখন পৃথিবীর সৈন্যদের পক্ষে গৌরবেরই চিহ্ন, তখন শয়তানকে পরাভূত করে পরমদেশে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসাই কি মহত্তর গৌরবের চিহ্ন হবে না? পাপী হিসাবেই আদমকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা, সেই দুর্জনকে ভূপাতিত করে যে আদিতে আমাদের প্রবঞ্চিত করেছিল, সেইখানে বিজয়ের চিহ্ন ফিরিয়ে আনব: অধিক গ্রহণীয় উপহার স্বরূপ আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদের অকলুষিত বিশ্বাস, অন্তরের অক্ষুণ্ণ সদ্‌গুণ, ও ভক্তির উজ্জ্বল প্রশংসাবাদ নিবেদন করব; শত্রুদের উপরে তিনি যখন প্রতিশোধ নিতে শুরু করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে পাশে উপস্থিত হব; তিনি যখন বিচারাসন গ্রহণ করবেন, তখন আমরা তাঁর পাশে দাঁড়াব; খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী ও দূতদের সমরূপ হয়ে উঠব; কুলপতি, প্রেরিতদূত ও নবীদের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হবার আনন্দ ভোগ করব। কোন্ নির্যাতনই বা এ সমস্ত ভাবনা জয় করতে পারে? কোন্ পীড়নই বা তা অতিক্রম করতে পারে?

তেমন ধর্মীয় ভাবে পূর্ণ হলে মন সুস্থির ও অটল হয়ে ওঠে, ও শয়তানের সকল সন্ত্রাস ও সংসারের সকল হুমকির বিরুদ্ধে অন্তর অবিচল ও নিষ্ঠাবান হয়ে দাঁড়ায়—সেই যে অন্তর যা ভাবী বিষয়গুলোর নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারাই স্থিতমূল। সংসারের নির্যাতনে খ্রীষ্টান ভূপাতিত হোক, তার কাছে স্বর্গই প্রকাশ্য; খ্রীষ্টবৈরী হুমকি দিক, খ্রীষ্টই তার রক্ষা; সে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হোক, অমরত্বই পুরস্কার! এসংসারের কাছ থেকে আনন্দের মধ্যেই বিদায় নেওয়া, অত্যাচার ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বিজয়ী অবস্থায়ই বিদায় নেওয়া, যে চোখ একসময়ে মানুষ ও সংসারকে দেখত তা এক নিমেষেই বন্ধ ক'রে ঈশ্বরকে ও খ্রীষ্টকে দেখবার জন্য হঠাৎ খুলে দেওয়া—আহা, এতে কেমন সম্মান, কেমন নিশ্চয়তা! আর স্থানান্তরটাও কেমন দ্রুতভাবে সাধিত! তোমাকে হঠাৎ পৃথিবীর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে যেন স্বর্গরাজ্যে উপনীত হতে পার।

এ সমস্ত বিষয় আমাদের মন ও অন্তরকে ঘিরে রাখুক; দিনরাত এ বিষয়েই ধ্যানমগ্ন হওয়া চাই। নির্যাতন ঈশ্বরের তেমন সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েও সংগ্রামে প্রস্তুত তার শক্তি পরাভূত

করতে পারবে না। আর চরম আহ্বান নির্যাতনের আগে ধ্বনিত হলে, তবুও সাক্ষ্যমরণের জন্য তৈরী বিশ্বাস পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না, কেননা আগে বা পরে, কালের তেমন পার্থক্যের উপরই যে বিচারকর্তা ঈশ্বরের পুরস্কার নির্ভর করে এমন নয়: নির্যাতনকালে সৈন্যসুলভ বীর্য পুরস্কৃত, শান্তিকালে সদ্বিবেক।

বিকল্প

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৭:১১-১৯

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন: 'আমি এজগতে আর থাকছি না, তারা কিন্তু এজগতে থাকছে, আর আমি তোমার কাছে আসছি।

পবিত্রতম পিতা, তোমার যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে তাদের রক্ষা কর: আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনি এক হয়। যতদিন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম, তুমি যে নাম আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে এসেছি, তাদের নিরাপদে রেখেছি, এবং সেই বিনাশ-পুত্র ছাড়া, কেউই তাদের মধ্যে বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হয়। কিন্তু আমি এখন তোমার কাছে আসছি; এবং জগতে থাকতেই এই সমস্ত কথা বলছি যেন তারা আমার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে নিজেদের অন্তরে পেতে পারে। আমি তাদের তোমার বাণী দিয়েছি, আর জগৎ তাদের ঘৃণা করল, কেননা তারা জগতের নয়, আমিও যেমন জগতের নই। আমি তো এমন প্রার্থনা করছি না, তুমি যেন জগতের মধ্য থেকে তাদের তুলে নাও, কিন্তু তুমি যেন সেই ধূর্তজনের হাত থেকে তাদের রক্ষা কর। তারা তো জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই।

সত্যে তাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার বাণীই সত্যস্বরূপ। তুমি যেমন আমাকে জগতের মধ্যে প্রেরণ করেছিলে, আমিও তেমনি তাদের জগতের মধ্যে প্রেরণ করলাম, আর তাদেরই খাতিরে আমি নিজেকে পবিত্রীকৃত করছি, তারাও যেন সত্যে পবিত্রীকৃত হতে পারে।'

৯০ নং সামসঙ্গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৭**

ক্লেশে আমি আছি তার সঙ্গে

ঈশ্বর বলেন, *ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে;* আর আমি এর মধ্যে ক্লেশ ছাড়া কিসের সন্ধান করব? *ঈশ্বরের কাছে কাছে থাকাই আমার মঙ্গল,* আর শুধু তাই নয়, *প্রভুতে আশ্রয় নেওয়াও* আমার মঙ্গল, কেননা তিনি বলেন, *আমি তাকে নিস্তার করব, গৌরবান্বিতও করব।*

ক্লেশে আমিই আছি তার সঙ্গে। তাছাড়া তিনি এ কথাও বলেন, *মানবসন্তানদের মধ্যে থাকাই আমার আনন্দ।* তিনি ইম্মানুয়েল তথা *আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর।* তিনি ক্লিষ্টহৃদয়দের কাছে কাছে থাকবার উদ্দেশ্যে, ক্লেশে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবার উদ্দেশ্যে নেমে এলেন; আর তখনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, যখন *এই আমাদের বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে, আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব*—অবশ্য, আমরা যদি তাঁকে কাছে পাবার জন্য এর মধ্যে সচেষ্ট থাকি যাতে তিনি পথের সাথী হন; তবেই তিনি আমাদের মাতৃভূমি দান করবেন, এমনকি তিনি নিজেই হবেন আমাদের মাতৃভূমি যেভাবে এখন তিনি আমাদের পথ।

প্রভু, তোমাকে ছাড়া রাজত্ব করা, তোমাকে ছাড়া ভোজে বসা, তোমাকে ছাড়া গৌরববোধ

করা—এই সমস্তের চেয়ে ক্লেশে থাকাই আমার মঙ্গল—তুমি নিজেও কিন্তু যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক! প্রভু, তোমাকে ছাড়া থাকা, স্বর্গেও তোমাকে ছাড়া থাকার চেয়ে ক্লেশেই বরং তোমাকে আলিঙ্গন করা শ্রেয়, কেননা *স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই। চুল্লি সোনা যাচাই করে, ও ক্লেশ ধার্মিকদের পরীক্ষা করে।* সেখানে, প্রভু, তুমিই তাদের সঙ্গে আছ; সেখানে তুমি তাদেরই মাঝে থাক যারা তোমার নামে একত্রিত—যেমন একদিন তুমি সেই তিনজন যুবকের সঙ্গে ছিলে।

আমরা কেন কম্পিত? কেন দ্বিধাগ্রস্ত? কেন এ চুল্লি এড়াতে চাই? আগুন তীব্রই বটে, কিন্তু ক্লেশে প্রভু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। *ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষে?* একই প্রকারে, যখন তিনি আমাদের নিস্তার করেন, তখন তাঁর হাত থেকে আমাদের কেড়ে নেবে এমন কেইবা আছে? কেইবা তাঁর হাত থেকে আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবে? পরিশেষে, যখন তিনি নিজেই আমাদের গৌরবান্বিত করবেন, তখন আমাদের সেই গৌরব বিনষ্ট করবে এমন কেইবা থাকতে পারে? তিনি যখন গৌরবান্বিত করেন, কেইবা অবনমিত করতে পারবে?

দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে। ঠিক যেন তিনি আরও স্পষ্টভাবে বলেন, সে যার আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তা জানি, তার কিসের পিপাসা, তাও জানি, সে কিসেতে প্রীত, তাও জানি। সে তো সোনা বা রুপোতে প্রীত নয়, বাহ্যিক অভিলাষ, কৌতূহল বা সাংসারিক সম্মানেও সে প্রীত নয়; এ সমস্ত সে ক্ষতিই বলে গণ্য করে, সবকিছু তুচ্ছ করে ও আবর্জনা বলেই যেন বিবেচনা করে। সে নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব করেছে, ও তেমন বিষয়ে চিন্তিত থাকতে সহ্য করে না, একথা জেনে যে, এসব কিছুতে তৃপ্তি পাবে না। কার প্রতিমূর্তিতে সে সৃষ্ট ও কেমন মহত্ত্বের সে অধিকারী, এ বিষয়ে সে অচেতন নয়; কিঞ্চিৎ মাত্রও উন্নীত হওয়ার ফলে তাকে যে সম্পূর্ণরূপেই নমিত করা হবে, তাও সে সহ্য করে না।

এজন্য, তাকে যখন প্রকৃত আলো দ্বারা ছাড়া যাচাইকৃত করা যায় না, সনাতন আলো দ্বারা ছাড়াও যখন তাকে পরিতৃপ্ত করা যায় না, তখন আমি *দীর্ঘায়ু দিয়ে তৃপ্তি দেব তাকে,* কারণ তেমন দীর্ঘায়ুর সমাপ্তি নেই, তেমন আলোরও শেষ নেই, তেমন তৃপ্তিও অস্বাস্থ্যকর নয়।

পালক

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১০:১১-১৬

সেসময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়। যে শুধু বেতনভোগী, যে নিজে মেষপালক নয়, মেষগুলি যার নিজের নয়, নেকড়েবাঘ আসতে দেখলেই সে মেষগুলিকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়; আর নেকড়েবাঘ সেগুলিকে ছিনিয়ে নেয় ও ছড়িয়ে ফেলে। বেতনভোগী বলেই সে পালিয়ে যায়, এবং মেষগুলির জন্য তার কোন চিন্তা নেই। আমিই উত্তম মেষপালক: যারা আমার নিজের মেষ, তাদের আমি জানি, তারাও আমাকে জানে, যেমনটি পিতা আমাকে জানেন আর আমি পিতাকে জানি, এবং মেষগুলির জন্য আমার নিজের প্রাণ বিসর্জন দিই। আর আমার আরও মেষ আছে, যারা এই ঘেরির নয়; তাদেরও আমাকে নিয়ে আসতে হবে, আর তারা আমার কণ্ঠে কান দেবে; তখন থাকবে একটামাত্র মেষপাল, একটিমাত্র মেষপালক। পিতা এজন্যই আমাকে ভালবাসেন যে, আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিই, তা যেন ফিরিয়ে নিতে পারি। কেউই আমার কাছ থেকে

তা কেড়ে নেয় না, নিজে থেকেই আমি তা বিসর্জন দিই। তা বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে: তেমন আজ্ঞা আমি আমার পিতা থেকেই পেয়েছি।' এই সমস্ত কথার জন্য ইহুদীদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিল: তাদের মধ্যে অনেকে বলছিল, 'ওকে অপদূতে পেয়েছে; লোকটা উন্মাদ। ওর কথা শুনছ কেন!' অপরে বলছিল, 'তেমন কথা অপদূতে পাওয়া লোকের কথা নয়; অপদূত কি অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?'

সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ৬**

হারানো মেষকে জীবন-চারণভূমিতে ফিরিয়ে আনবার জন্য স্বর্গ থেকে মেষপালক এসেছেন

খ্রীষ্টের আগমনে উত্তম মেষপালকই যে পৃথিবীতে এসেছেন, একথা তিনি নিজেই বলেন: আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক আপন মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দেন। তাছাড়া তিনি গুরু, যিনি গোটা জগৎকে নিরাময় করার জন্য সঙ্গী ও সহযোগীর অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়ান ও বলেন, পৃথিবী থেকে তোমরা সকলে প্রভুর উদ্দেশে জাগিয়ে তোল জয়ধ্বনি।

স্বর্গে ফিরে যাওয়ার সময় এলে তিনি আপন মেষগুলির পালনের ভার পিতরকে দেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিনিধি হয়ে তাদের চালিত করেন: পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর। আর অতিরিক্ত কঠোরতা দেখিয়ে তাঁর মনপরিবর্তনের ভঙ্গুর সূত্রপাত উদ্বিগ্ন না করার জন্য, বরং কোমলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে সুস্থির করার জন্য তিনি আবার বলেন, পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষগুলিকে পালন কর। তিনি মেষগুলিকে পালনের ভার তাঁকে দেন; সেগুলির বাচ্চারও কথা উল্লেখ করেন, কেননা তিনি জানতেন, তাঁর মেষগুলি উর্বর হবেই। পিতর, তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমার মেষশাবকদের পালন কর। পালক পিতরের সহকর্মী পল এ মেষশাবকদের প্রচুর দুধ খেতে দিতেন; তাঁর কথা: আমি তোমাদের গুরুপাক খাদ্য নয়, দুধ পান করিয়েছি। একই চিন্তা পোষণ করতেন বিধায় ধন্য দাউদ রাজাও বলেন: প্রভু আমার মেষপালক; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে যান শান্ত জলের কূলে।

যুদ্ধ-সংগ্রামের বহু হাহাকারের পর, রক্তপাতেরই অবসন্ন এক জীবনের পর যে সুসমাচারের শান্তির চারণভূমিতে ফিরে আসে, পরবর্তী অনুচ্ছেদ তাকে সেবার আনন্দের সংবাদ দেয়। মানুষ তো ছিল পাপের ক্রীতদাস, মৃত্যুর বন্দি, রিপুর বেড়িতে ক্লিষ্ট; হতভাগার মত সে নির্মম এ প্রভুদের সেবা করত। পাপের অধীন থাকতে মানুষ কখন অবসন্ন হয়নি? মৃত্যুর কর্তৃত্বে থাকতে সে কখন কাঁদেনি? রিপু বা অপরাধের বোঝার চাপে ভারাক্রান্ত হয়ে সে কখন নিরাশ হয়নি? এজন্যই তেমন নির্মম প্রভুদের সহ্য করতে করতে সে যেন শেষ নিশ্বাসই ছাড়ছিল।

অতএব নবী যখন দেখতে পেলেন আমরা মুক্ত হয়েছি ও স্রষ্টার বাধ্যতায়, পিতার অনুগ্রহে, মঙ্গলময় একমাত্র প্রভুর স্বেচ্ছাপূর্বক সেবায় ফিরে এসেছি, তখন তিনি যুক্তির সঙ্গেই বলে ওঠেন, সানন্দে প্রভুর সেবা কর, তাঁর সম্মুখে এসো হর্ষধ্বনির ছন্দে: অপরাধ ও দুঃখ যা কিছু হরণ করেছিল, অনুগ্রহ ও সদ্বিবেক তা ফিরিয়ে দেয়।

আমরা তাঁর জনগণ, তাঁর চারণভূমির মেষপাল। শাস্ত্রে বারবার একথা উল্লিখিত, স্বর্গ থেকে এমন পালক আসবেন যিনি কলুষিত চারণমাঠের দরুন অসুস্থ সকল বিক্ষিপ্ত মেষগুলিকে জীবনের

চারণভূমিতে আনন্দোল্লাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনবেন। প্রবেশ কর তাঁর তোরণে তাঁর কাছে স্বীকার করতে করতে: কেবল পাপস্বীকারই বিশ্বাস-তোরণের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রবেশ করায়।

প্রবেশ কর তাঁর তোরণে ধন্যবাদ গীতি গেয়ে, তাঁর প্রাঙ্গণে প্রশংসাগান গেয়ে; তাঁকে জানাও ধন্যবাদ, ধন্য কর তাঁর নাম: তথা, সেই যে নাম গুণে আমরা পরিত্রাণকৃত ও যে নামে প্রতিটি জানু নত হয়—স্বর্গে, মর্তে ও পাতালে। কেননা প্রভু সত্যি মঙ্গলময়, তাঁর কৃপা চিরস্থায়ী।

তাঁর কৃপা সত্যিই মধুর: কেবল সেই কৃপা গুণেই তিনি সমগ্র বিশ্বের তিক্ত দণ্ডবিধান মুছে দিতে প্রসন্ন হলেন: ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন!

বিকল্প

সুসমাচার পাঠ - যোহন ১৫:৯-১৭

শেষভোজের সময়ে যীশু নিজ শিষ্যদের বললেন: ‘পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি; আমার ভালবাসায় স্থিতমূল থাক। যদি আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর, তবে আমার ভালবাসায় থাকবেই, আমিও যেমন আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি। এই সমস্ত তোমাদের বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের অন্তরে স্থিতমূল থাকে এবং তোমাদের সেই আনন্দ যেন পরিপূর্ণ হয়।

আমার আজ্ঞা এ: তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি। বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই। আমি তোমাদের যা আজ্ঞা করি, তোমরা যদি তা পালন কর, তবেই তোমরা আমার বন্ধু। আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, কারণ দাস নিজের প্রভু কী করেন তা জানে না; তোমাদের আমি বন্ধু বলছি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছি, তা সমস্তই তোমাদের জানিয়েছি। তোমরা যে আমাকে বেছে নিয়েছ এমন নয়, আমিই তোমাদের বেছে নিয়েছি, তোমাদের নিযুক্তও করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে, যাতে তোমরা পিতার কাছে যা কিছু আমার নামে যাচনা কর, তিনি তা তোমাদের দেন। আমি তোমাদের এই আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস।’

সাধু আগস্তিন-লিখিত ‘সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি’ **সাম ৫৬, ১**

প্রভু যা শেখালেন তা করলেন, প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখলেন তা করলেন

ভাইবোনেরা, সুসমাচারে আমরা এইমাত্র শুনেছি আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট আমাদের কতই না ভালবাসেন: পিতার কাছে ঈশ্বর হয়েও তিনি আবার আমাদের মাঝে মানববংশে জাত মানুষ। তোমরা তো শুনেছ, যিনি পিতার ডান পাশে আসীন, আমরা তাঁর কেমন ভালবাসার পাত্র। তিনি নিজেই আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার মাত্রা দেখিয়েছেন, এবং তেমন ভালবাসা আমাদেরও আদেশ রূপে রেখে গেছেন: তিনি বলেছেন যে, একে অপরকে ভালবাসাই তাঁর আদেশ। আর যাতে আমরা সন্দেহপূর্ণ ও দিশাহারার মত এ বিষয়ের সন্ধানে সময় ব্যয় না করি, পরস্পরকে কতখানি ভালবাসতে হবে ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য ভালবাসার পূর্ণ মাত্রা কেমন (যেহেতু সেই মাত্রা সত্যিই এমন পূর্ণ মাত্রা যার চেয়ে পূর্ণতর মাত্রা নেই), সেজন্য তিনি নিজেই এ সুস্পষ্ট কথায় তা নির্দেশ করেছেন: বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া: এর চেয়ে বড় ভালবাসা মানুষের আর কিছুই নেই।

তিনি যা যা শিখিয়েছিলেন, প্রথমে তিনিই তা করলেন; আর প্রেরিতদূতেরা তাঁর কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা করলেন ও পরবর্তীতে আমাদের কাছে তা প্রচার করলেন, আমরা যেন তা মেনে চলি। তবে এসো, আমরাও সেরূপ ব্যবহার করি; কেননা যদিও আমাদের খ্রীষ্টের স্বরূপ না থাকে—তিনি তো স্রষ্টা!—তবু আমাদের প্রতি ভালবাসার খাতিরে তিনি যা হলেন আমরাও তাই।

তথাপি কেবল তিনিই যদি পরের জন্য প্রাণ দিতেন, হয় তো আমাদের মধ্যে এমন কেউই থাকত না যে তাঁর অনুকরণ করতে যথেষ্ট সাহসী হত, কেননা মানুষ হয়েও তিনি কিন্তু একইসময়ে ঈশ্বরও ছিলেন। তবু দেখ, তিনি যে মানুষ, সেই হিসাবে তাঁর সেবকেরা তাঁর অনুকরণ করল, ও তিনি যে গুরু, সেই হিসাবে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর অনুসরণ করলেন। উপরন্তু, ঈশ্বরের পরিবারে যাঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ, তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর একই প্রকার কাজ সাধন করতে পারলেন: তাঁরা ঈশ্বরের গৃহে ছিলেন আমাদের পিতৃপুরুষ ও সেবার সঙ্গী। কেননা ঈশ্বর এমন আদেশ করতে পারতেন না যা তিনি জানতেন আমাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব নয়।

আর তুমি কি নিজ দুর্বলতার কথা ধরে আদেশের চাপে মূর্ছা যাও? আদর্শের দিকে তাকিয়ে শক্তি ধর! আদর্শটাও কি বেশি কঠিন মনে হচ্ছে? তবে দেখ, যিনি আদর্শ দিয়েছেন, তোমাকে সাহায্য করতে তিনি তোমার পাশেই আছেন। সুতরাং এসো, এই সামসঙ্গীতে প্রভুর কণ্ঠ শুনি; কেননা একেবারে উপযুক্ত ভাবেই, এমনকি ঈশ্বরের সঙ্কল্প মতই এমনটি হল যে, ৫৬ নং সামসঙ্গীতের পাশাপাশি সুসমাচারের সেই বিবরণটি দেওয়া হচ্ছে যা খ্রীষ্টের ভালবাসাকে আদেশরূপে উপস্থাপন করে—তিনিই তো আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন আমরাও যেন ভাইদের জন্য প্রাণ দিই। বাস্তবিকই এ সামসঙ্গীত খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের কথা তুলে ধরে।

এখন, আমরা তো জানি যে, গোটা খ্রীষ্ট হলেন একইসঙ্গে মাথা ও দেহ। মাথা হলেন আমাদের সেই ত্রাণকর্তা নিজেই যিনি পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ করলেন, কিন্তু পুনরুত্থিত হয়ে এখন পিতার পাশে সমাসীন। অন্য দিকে তাঁর দেহ হল মণ্ডলী: তবু এ মণ্ডলী বা ও মণ্ডলী নয়, বরং সেই মণ্ডলী যা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। আরও, তাঁর দেহ কেবল সেই মণ্ডলীই যা বর্তমানকালে এজগতে জীবনযাপন করছে এমন নয়, কিন্তু সেই মণ্ডলী যার অভ্যন্তরে তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা আমাদের আগে জীবনযাপন করলেন, এবং তাঁরাও উপস্থিত যাঁরা পরবর্তীকালে যুগান্ত পর্যন্ত আবির্ভূত হবেন।

খ্রীষ্টের যারা অঙ্গ, সেই সকল বিশ্বাসীদের পূর্ণ সংখ্যায় গঠিত এই যে সার্বজনীন মণ্ডলী, তার মাথা স্বর্গে আবাস করলেও গোটা দেহকে শাসন করেন। আর তিনি দৃশ্যগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও তবু ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে যুক্ত।

এখন, যেহেতু গোটা খ্রীষ্ট একইসঙ্গে মাথা ও দেহ, সেজন্য আমরা সকল সামসঙ্গীতে মাথারই কণ্ঠ শুনতে চেষ্টা করি, যাতে দেহেরও কণ্ঠ শুনতে পাই। কেননা খ্রীষ্ট পৃথক ভাবে কথা বলতে চাইলেন না, যেহেতু তিনি আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলেন না, যেমন তিনি নিজেই স্পষ্ট বললেন: দেখ, আমি যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।

অতএব, তিনি যখন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন, তখন তিনিই আমাদের অন্তরে কথা বলেন, আমাদের বিষয়ে কথা বলেন, আমাদের মধ্য দিয়ে কথা বলেন, যেহেতু আমরাও তাঁর মধ্যে কথা বলি। সুতরাং আমরা সত্য বলি, কারণ তাঁরই মধ্যে কথা বলি।

মণ্ডলীর আচার্য

সুসমাচার পাঠ - মথি ৫:১৩-১৯

একদিন যীশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণ নিঃস্বাদ হয়ে গেলে, তবে কী করেই বা তা আবার নোনতা করা যাবে? তা আর কোন কাজে লাগে না; তা শুধু বাইরে ফেলে দেওয়া হবে যেন লোকে তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত কোন নগর গুপ্ত থাকতে পারে না। আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে তা ধামার নিচে রাখে না, দীপাধারের উপরেই রাখে; তবে ঘরের সকলের জন্য তা আলো দেবে। তেমনি তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।

মনে করো না যে, আমি বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে এসেছি; আমি বাতিল করতে আসিনি, পূর্ণই করতে এসেছি। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হয়, ততদিন বিধানের এক মাত্রা বা এক বিন্দুও লোপ পাবে না—যতদিন না সবই সম্পন্ন হয়। অতএব যে কেউ এই সমস্ত আজ্ঞার মধ্যে ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাগুলোর একটাও লঙ্ঘন করে ও মানুষকে সেইমত করতে শেখায়, তাকে স্বর্গরাজ্যে ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য করা হবে; কিন্তু যে কেউ সেগুলো পালন করে ও শিখিয়ে দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলে গণ্য করা হবে।'

যোহন-রচিত সুসমাচারে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা **১১শ পুস্তক ৬**

আমাদের উচিত নিজেদের কর্মে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা

আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টই দিব্য জীবনের দৃষ্টান্ত, মূলউৎস ও আদর্শ, আর তিনিই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন আমাদের কেমন জীবনধারণ করা উচিত। সুসমাচার-রচয়িতাগণ বিষয়টি সূক্ষ্মরূপে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর আপন বাণীর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের শেখান যে, আমরা যদি আমাদের হাতে ন্যস্ত সেবাকর্মের অনুশীলন করি ও ঈশ্বরের আদেশগুলো পালন করি, তবে আমাদের কর্মের মধ্য দিয়েই তাঁকে গৌরবান্বিত করি; আমরা তাঁকে এমন কিছুই আরোপ করব যা তাঁর নেই এমন নয়—তাঁর অবর্ণনীয় স্বরূপ তো অধিক গৌরবময়!—কিন্তু এ অর্থে যে, যারা আমাদের দেখে বা আমাদের কর্ম থেকে কোন উপকার পায়, তারা তাঁকে গৌরবান্বিত করবে।

ত্রাণকর্তা একথা বললেন: *তোমাদের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের সৎকর্ম দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে।* আমরা যখন দৃঢ় ও নিখুঁত ভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশে কাজ করি, তখন আমাদের কর্মের ফলে যে গৌরব উৎপন্ন হয়, তা তো আমরা নিজেদের উপরে আকর্ষণ করতে কোন মতেই চেষ্টা করি না, কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মর্যাদা ও গৌরব নতুন আলোতে উপস্থাপন করি।

আর যদি আমাদের জীবনধারণ জঘন্য ও ভক্তিহীন, তবে তাঁর অবর্ণনীয় গৌরব কলুষিত করায় নিজেদের আত্মাকে দণ্ডনীয় করে আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবেই দণ্ডিত হই ও নবীর এ বাণী ঠিক যেন আমাদের উদ্দেশেই উচ্চারিত হয়: *আমার নাম সর্বদাই, প্রতিটি দিন, নিন্দার পাত্র হয়েছে।* অপর

দিকে আমরা যখন শুভকর্ম সাধন করি, তখন আমাদের দ্বারা এমনটি হয় যে, লোকে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে।

সুতরাং, ঈশ্বর যে বিশেষ কাজ আমাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন, আমরা যখন তা সম্পন্ন করব, তখন আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী আমরা তাঁর দ্বারা প্রকৃত সন্তানদের স্বাধীনতায় উন্নীত হব; আর যিনি আমাদের দ্বারা গৌরবান্বিত হলেন, সেই ঈশ্বরের হাত থেকে আমরা আমাদের যোগ্যতা অনুযায়ী গৌরব গ্রহণ করব।

সন্ন্যাসী

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৯:১৬-২১

একদিন একজন লোক এসে তাঁকে বলল, 'গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন্ মঙ্গলময় কাজ করতে হবে?' তিনি তাকে বললেন, 'মঙ্গলময় সম্বন্ধে কেন জিজ্ঞাসা কর? মঙ্গলময় একজনমাত্র আছেন। তবু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলো পালন কর।' সে বলল, 'কোন্ কোন্ আজ্ঞা?' যীশু বললেন, 'নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যাসাক্ষ্য দেবে না, পিতামাতাকে সম্মান করবে, ও তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।' সেই যুবক তাঁকে বলল, 'আমি এ সমস্ত পালন করে আসছি, এখন আমার করার বাকি কী আছে?' যীশু তাকে বললেন, 'যদি সিদ্ধপুরুষ হতে ইচ্ছা কর, তবে যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; তারপর এসো, আমার অনুসরণ কর।'

সাধু পিতর দামিয়ানের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯**

সবকিছুই ত্যাগ করে খ্রীষ্টের অনুসরণ করা

দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করেছি। এ অধিক গাম্ভীর্যপূর্ণ বাণী! সবকিছুই ত্যাগ করে খ্রীষ্টের অনুসরণ করা বিরাট ব্যাপার, পুণ্য কর্ম, এমন কর্ম যা সমস্ত আশীর্বাদের যোগ্য। এ বাণীই নর-নারী নির্বিশেষে স্বেচ্ছাকৃত দরিদ্রতায় আকর্ষণ করেছে; এ বাণীই অসংখ্য মঠের উৎপত্তির কারণ; এ বাণীই মঠের বেষ্টনী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীতে ও বন বিজনাশ্রমীতে পরিপূর্ণ করেছে। মণ্ডলী যখন গান করে, *তোমার বাণীর জন্যই আমি কঠিন পথ অনুসরণ করেছি,* তখন এ বাণীকেই লক্ষ করে।

হ্যাঁ, সবকিছুই ত্যাগ করা সত্যিই মহাকাজ, কিন্তু খ্রীষ্টের অনুসরণ করা আরও মহত্তরই কাজ। আমরা তো অনেকেরই কথা পড়ে থাকি যারা সবকিছু ত্যাগ করেছে কিন্তু খ্রীষ্টের অনুসরণ করেনি। এই তো আমাদের কাজ, এই তো আমাদের পরিশ্রম; এতেই আমাদের পরিত্রাণের পূর্ণতা নিহিত; তাছাড়া খ্রীষ্টের অনুসরণ পর্যন্তও করতে পারি না যদি না সবকিছু ছেড়ে দিই, কেননা *তিনি বীরের মতই মেতে ওঠেন পথে দৌড়াবার জন্য,* আর এমন কেউই নেই যে ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁর অনুসরণ করতে পারে।

পিতর বলেন, *দেখুন, আমরা সবকিছুই ত্যাগ করেছি।* সবকিছু বলতে কেবল পার্থিব সম্পদ নয়, আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অভিলাষও বোঝায়। কেউ যদি কেবল নিজেকেও কাছে রাখে, সে সবকিছু ছাড়েনি; বাস্তবিকই নিজেকে না ছেড়ে অন্য সবকিছু ছেড়ে দেওয়া বৃথা, কারণ আমাদের 'আমিই' তো সবচেয়ে ভারী বোঝা। একজনের স্ব-ইচ্ছার চেয়ে আর কোন্ অধিক হিংস্র স্বৈরশাসক বা

অত্যাচারী রাজা থাকতে পারে? তবে নিজস্ব সম্পদ ও স্ব-ইচ্ছা দু'টোকেই ত্যাগ করা দরকার, যদি তাঁর অনুসরণ করতে চাই যাঁর মাথা গোঁজবার স্থানটুকুও ছিল না ও যিনি নিজের ইচ্ছা নয় কিন্তু তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ করতে এসেছিলেন যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন।

সুতরাং এসো, কেবল খ্রীষ্টেরই অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে সবকিছুই ত্যাগ করি; কেবল তাঁকেই প্রীত করতে প্রবৃত্ত থাকি; সজাগ মনোযোগের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছা ও তাঁর পছন্দ আঁকড়িয়ে থাকি; তবে স্বয়ং সত্য যা তাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন যারা সবকিছুই ত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করে, আমরা নিশ্চয়ই তা অনুভব করব; তাঁর প্রতিশ্রুতি এ: *তারা তার শতগুণ পাবে ও উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে।* বর্তমান যাত্রায় সান্ত্বনাস্বরূপে সেই শতগুণ দেওয়া হয়; অনন্ত জীবন হবে মাতৃভূমিতেই আমাদের চিরন্তন সুখ।

কিন্তু সেই 'শতগুণ' কী? তা কি পবিত্র আত্মার সেই সান্ত্বনা, অন্তরে তাঁর সেই আগমন, তাঁর সেই প্রথমফল নয়, যা মধুর চেয়েও সুমধুর? তা কি আমাদের বিবেকের সেই সাক্ষ্য, ন্যায়নিষ্ঠের সেই আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশা নয়? তা কি ঈশ্বরের সেই উপচে পড়া কৃপা ও তাঁর সেই বিচিত্র আনন্দের স্মৃতি নয়? যারা তার অভিজ্ঞতা করেছে, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন নেই, আবার, যারা সেই অভিজ্ঞতা করেনি, তাদের কাছে তেমন বর্ণনা দেওয়া বৃথা কাজ।

চিরকুমারী

সুসমাচার পাঠ - মথি ২৫:১-১৩

একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের এই উপমা-কাহিনী শোনালেন, 'স্বর্গরাজ্যের ভাবী অবস্থা এমন দশজন যুবতী কুমারীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, যারা নিজ নিজ প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। নির্বোধ যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপ নিল বটে, কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না; অপরদিকে বুদ্ধিমতী যারা, তারা নিজ নিজ প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। বর দেরি করায় সকলের ঝিমুনি ধরল ও তারা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু মাঝরাতে রব উঠল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বেরিয়ে পড়! তখন সেই যুবতীরা সকলে জেগে উঠল, ও নিজ নিজ প্রদীপ ঠিক ঠাক করল। আর নির্বোধেরা বুদ্ধিমতীদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের খানিকটা দাও, আমাদের প্রদীপ যে নিভে যাচ্ছে। কিন্তু বুদ্ধিমতীরা উত্তরে বলল, হয় তো তোমাদের ও আমাদের জন্য কুলোবে না; তোমরা বরং দোকানদারদের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও। তারা কিনতে গিয়েছিল, এর মধ্যে বর এসে উপস্থিত হলেন। যারা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ-বাড়িতে প্রবেশ করল, আর দরজা বন্ধ করা হল। শেষে অন্য সকল যুবতীরাও এল। তারা বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন। কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। সুতরাং জেগে থাক, কেননা তোমরা সেই দিন বা সেই ক্ষণ জান না।

১১৮ নং সামসঙ্গীতে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **১৪:৭-৮**

সেই প্রদীপ উজ্জ্বল ছিল
খ্রীষ্ট দ্বারাই যা উদ্ভাসিত ছিল

তখনই খ্রীষ্ট আমার পক্ষে প্রকৃত প্রদীপ, যখন তাঁর নাম আমাদের ওষ্ঠে উপস্থিত। তা এমন ধন যা কাদার মধ্যে উজ্জ্বল, যা মাটির পাত্রের ভিতর থেকে দীপ্তিমান, যা আমরা মাটির পাত্রে বহন

করি। সেই প্রদীপে তেল দাও, যেন তোমার তেমন অভাব না হয়, কেননা তেল হল প্রদীপের আলো—এসংসারের তেল নয়, কিন্তু দয়া ও স্বর্গীয় অনুগ্রহের সেই তেল যা দিয়ে নবীদের অভিষিক্ত করা হত। বিনম্রতাই তোমার তেল, কেননা বিনম্রতা তোমার কঠিন বুদ্ধি নরম করে। দয়াই তোমার তেল, কেননা দয়া পাপীদের অন্তরে অনিষ্টজনিত ক্ষতস্থান নিরাময় করে। সুসমাচারের সেই সামারীয় লোক এ তেল দিয়েই সেই পথিককে লেপন করল যে যেরুসালেম থেকে নেমে যাওয়ার পথে দস্যুদের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল: তাকে দেখে সে দয়ায় বিগলিত হয়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছিল ও তেল ও আঙুররস দিয়ে লেপন করেছিল।

এ তেল রোগপীড়িতদের নিরাময় করে: পরের প্রতি দয়া পাপ থেকে মুক্ত করে; আমাদের কর্ম যদি মানুষদের সামনে উজ্জ্বল, তবে এ তেল অন্ধকারে আলোর উদ্ভাস ঘটায়; এ তেল মণ্ডলীর পর্বোৎসবে জ্যোতি স্বরূপ। এ তেলের অভাব যাদের হয়নি, অর্থাৎ কিনা বিশ্বাসের আলোই যাদের অভাব হয়নি, সেই কুমারীরা জ্বলন্ত প্রদীপ নিয়ে বিবাহ-কক্ষে প্রবেশ করতে যোগ্য হয়েছিল; কিন্তু যারা সঙ্গে করে পাত্রে তেল নেয়নি, অর্থাৎ কিনা দেহ-সংশ্লিষ্ট নিজেদের আত্মার প্রতি যাদের বিশ্বাস ছিল না, দূরদর্শিতা ও দয়াও ছিল না, তাদের অবিশ্বস্ততার কারণে তারা বিবাহোৎসব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই তুমিও এমনটি কর, যাতে তোমার হাতে জ্বলন্ত একটা প্রদীপ বা উদ্দীপ্ত একটা মশাল সর্বদাই থাকে। কিন্তু তোমার প্রদীপ বা মশাল যদি আলো না দেয়, তাহলে তুমি সেই নির্বোধ কুমারীদেরই একজন বলে পরিগণিত হবে, ও তোমার স্বর্গীয় বরের মিলন-কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না; তুমি বরং তোমার নিজের অন্ধত্বের অন্ধকারে বসে থাকবে, তেমন একজনেরই মত আলো যে ঘৃণাই করে পাছে তার অপকর্ম প্রকাশ পায়; কেননা *যে অপকর্মের সাধক, সে আলোকে ঘৃণা করে।*

বিশ্বাসী হও, সুবিবেচক হও, যাতে তোমার পাত্রে দয়ার তেল তথা ভক্তির অনুগ্রহ সর্বদাই থাকে: সেই বুদ্ধিমতী কুমারীরা প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও সঙ্গে করে নিয়েছিল। এসো, আমাদের আত্মায় তেল ঢেলে দিই, যেন দেহ উজ্জ্বল হয়। তোমার জন্য ঈশ্বরের বাণীর প্রদীপ অনুক্ষণ উজ্জ্বল হোক; তোমার চোখও উজ্জ্বল হোক, কেননা চোখই তো তোমার দেহের প্রদীপ। দেহের মধ্য থেকে আলোপ্রবাহী তোমার সদ্বিবেক, এ তো প্রদীপের আলো, এ তো তোমার চোখ—তোমার চোখ নির্মল হোক! তোমার বিবেক শুচি হলে তোমার দেহও শুচি হবে; কিন্তু তোমার বিবেক অন্ধকারময় হলে তোমার দেহের উপরেও তোমার বিবেকের রাত নেমে পড়বে। আমরা নিজেরাই এ প্রদীপ, যা আমাদের দেহ-পরদায় আচ্ছাদিত; আলো ছড়াবার মত আমাদের যে উপায় রয়েছে, তা সামান্যই শুধু।

এমন এক প্রদীপ ছিল যা এ জগতে আলো ছড়াবার জন্য খ্রীষ্ট থেকে আলো পাচ্ছিল; এ প্রদীপ যোগ্যরূপেই জ্বলছিল, যোগ্যরূপেই আলো ছড়াত, কেননা সেই প্রদীপ ছিলেন খ্রীষ্টের সেই অগ্রদূত যিনি বিশ্বাসের বাণী প্রচারে মানুষের হৃদয় আলোকিত করছিলেন। কিন্তু প্রভু অন্য প্রদীপগুলোকেও জগতের আলো হওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন: তিনি তো প্রেরিতদূতদের বলেছিলেন: *তোমরাই জগতের আলো।* সুতরাং, পবিত্রজনদের গৌরব যখন একসময় প্রদীপ হিসাবে আর একসময় জগতের আলো হিসাবে পৃথিবীর উপরে উজ্জ্বল ছিল, তখন *আমার চরণ-পথের প্রদীপ* সেই ঐশবাণীর বেলায় আমরা আর কীবা বলতে পারব?

সাধুসাধ্বী

সুসমাচার পাঠ - মথি ১৬:২৪-২৭

একদিন যীশু নিজের শিষ্যদের বললেন, 'কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। কেননা যে কেউ নিজের প্রাণ বাঁচাতে চায়, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সে তা খুঁজে পাবে। বস্তুত মানুষ যদি সমগ্র জগৎ জয় ক'রে নিজের প্রাণ হারায়, তাতে তার কী লাভ হবে? কিংবা, মানুষ নিজের প্রাণের বিনিময়ে কী দিতে পারবে? কেননা মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন, আর তখন প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, যারা মানবপুত্রকে নিজের রাজ্যের প্রভাবে আসতে না দেখা পর্যন্ত কোনমতে মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।'

সাধু আগস্তিনের উপদেশাবলি **উপদেশ ৯৬:১,৪,৯**

পবিত্রতার দিকে সার্বজনীন আহ্বান

কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক। প্রভুর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী মনে হয়: যে তাঁর অনুসরণ করতে চায়, তাকে আত্মত্যাগ করতে হয়। কিন্তু যিনি আদেশ পালন করতে সাহায্য করেন, তাঁর আজ্ঞা কঠিন ও ভারী হতে পারে না।

আর আসলে সামসঙ্গীতে যা লেখা আছে তা সত্য: *তোমার শ্রীমুখের বাণীর জন্য আমি কঠিন জীবন যাপন করেছি,* তবু তাঁর এ কথাও সত্য: *আমার জোয়াল কোমল ও আমার বোঝা লঘুভার।* বাস্তবিকই আজ্ঞাগুলিতে যা কিছু ভারী, ভালবাসা তা লঘুভার করে তোলে।

নিজ ক্রুশ তুলে নেওয়া, এর অর্থ কী? সে সেই সবকিছু সহ্য করুক যা বিরক্তিকর—এভাবেই সে আমার অনুসরণ করবে! আমার আদর্শ ও আজ্ঞাগুলি পালন করতে করতে সে যখন আমার অনুসরণ করতে শুরু করবে, তখন সে দেখবে, বহু মানুষ—এমনকি খ্রীষ্টের অনুগামীদের মধ্যেও বহু মানুষ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, তাকে বাধা দেয়, তার মন পাল্টাতে চেষ্টা করে। যারা অন্ধদের চিৎকার করতে বারণ দিত, তারা তো খ্রীষ্টের সঙ্গেই পথ চলত! সুতরাং, তুমি যদি তাঁর অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তাহলে হুমকি কি তোষামোদ কি যত বাধা ক্রুশ বলে বিবেচনা কর: ধৈর্য ধর, সহনশীল হও, ভেঙে পড়ো না।

মনে রেখ যে এই পবিত্র, মুক্ত, মঙ্গলময়, পুনর্মিলিত, পরিত্রাণকৃত জগতে, এমনকি পরিত্রাণের প্রত্যাশায় ব্যাকুল এ জগতে—যা এখন আসলে প্রত্যাশায়ই পরিত্রাণকৃত কেননা *আমরা প্রত্যাশায় পরিত্রাণ পেয়েছি;*—এই জগতে তথা খ্রীষ্টের অনুগামী এই মণ্ডলীতে তিনি কোন পার্থক্য না রেখে সকলকেই বলেছেন: *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে আমার অনুসরণ করুক।*

তাঁর এ বাণী যে চিরকুমারীদেরই পক্ষে পালনীয়, কিন্তু বিবাহিত নারীদের পক্ষে নয়; কিংবা বিধবাদেরই পক্ষে পালনীয় কিন্তু দম্পতিদের পক্ষে নয়; কিংবা সন্ন্যাসীদের পক্ষেই পালনীয়, কিন্তু বিবাহিতদের পক্ষে নয়; কিংবা যাজকবর্গেরই পক্ষে পালনীয়, কিন্তু অন্য সকল ভক্তদের পক্ষে নয়, এমন নয়; বরং গোটা মণ্ডলীই, গোটা দেহই, নিজ নিজ ভূমিকায় বিস্তৃত প্রতিটি অঙ্গই খ্রীষ্টের

অনুসরণে বাধ্য।

সেই অনন্য গোটা মণ্ডলীই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, কপোতটি তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, কনেই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা, বরের রক্ত যার মুক্তিমূল্য ও বিবাহ-সম্পদ, সেই গোটা মণ্ডলীই তাঁর অনুসরণ করতে আহূতা। কেননা এইখানে তো চিরকুমারীদের শুচিতার স্থান, এইখানে বিধবাদের পুণ্যাচরণের স্থান, এইখানে দম্পতিদের শুচিতার স্থান।

মণ্ডলীর এ অঙ্গগুলো নিজ নিজ অবস্থা, পরিস্থিতি ও সাধ্য অনুসারে খ্রীষ্টের অনুসরণ করুন, আত্মত্যাগ করুন, অর্থাৎ নিজেদের উপর অযথা নির্ভর করবেন না, নিজ নিজ ক্রুশ তুলে নিন, অর্থাৎ খ্রীষ্টপ্রেমের খাতিরে এসংসারে সেই সবকিছু সহ্য করুন যা সংসার তাঁদের বিরুদ্ধে ঘটায়। কেবল তাঁকেই প্রেম করুন, কেননা কেবল তিনিই প্রবঞ্চনা করেন না, কেবল তিনিই ভুল করেন না, কেবল তিনিই ভোলান না; তাঁরা তাঁকে প্রেম করুন, কেননা তিনি যা প্রতিশ্রুতি দেন, তা সত্য। কিন্তু, যেহেতু তিনি তেমন প্রতিশ্রুতি এখনই পূরণ করছেন না, সেজন্য বিশ্বাস টলমান হয়। তুমি কিন্তু নিষ্ঠাবান হও, একনিষ্ঠ হও, ধৈর্যশীল হও, বিলম্বটা সহ্য কর—এতেই নিজ ক্রুশ তুলে নেবে।

দুঃখীজনদের সেবাব্রতি-ব্রতিনী

সুসমাচার পাঠ - মথি ২৫:৩১-৪৬

একদিন যীশু নিজের শিষ্যদের বললেন, ‘মানবপুত্র যখন তাঁর সকল দূতকে সঙ্গে করে নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তিনি নিজের গৌরবময় সিংহাসনে আসন নেবেন। তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে; আর তিনি তাদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়; পরে তিনি মেষগুলোকে নিজের ডান পাশে ও ছাগগুলোকে বাঁ পাশে রাখবেন। তখন রাজা নিজের ডান পাশের লোকদের বলবেন, এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে; কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে এসেছিলে। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে তাঁকে বলবে: প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত দেখে জল দিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে প্রবাসী দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, বা বস্ত্রহীন দেখে পোশাক পরিয়েছিলাম? কবেই বা আপনাকে পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনাকে দেখতে গিয়েছিলাম? উত্তরে রাজা তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। পরে তিনি বাঁ পাশের লোকদেরও বলবেন, আমার কাছ থেকে দূর হও, অভিশাপের পাত্র যে তোমরা! দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে খেতে দাওনি; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দাওনি; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাওনি; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরাওনি; পীড়িত ও কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে আসনি। তখন তারাও উত্তরে বলবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত বা প্রবাসী বা বস্ত্রহীন বা পীড়িত বা কারারুদ্ধ দেখে আপনার সেবাযত্ন করিনি? তখন তিনি উত্তরে তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতম মানুষদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করনি, তা আমারই প্রতি করনি। আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।’

সেই গরিব কে?

যাদের আমরা ভিক্ষাদান করি, সেই গরিবেরা কারা, সেই পালকি-বাহকেরাই ছাড়া যারা মর্ত থেকে স্বর্গে আমাদের বহন করে? সুতরাং ভিক্ষা দাও: তাতে তোমার বাহককেই তুমি ভিক্ষা দান করবে, আর সে তোমার ভিক্ষাদান স্বর্গেই বহন করবে। তুমি জিজ্ঞাসা করছ, সে কেমন করে তা স্বর্গে বহন করবে? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, সে খাচ্ছে, আমার ভিক্ষাদান ব্যয়ই করছে। হ্যাঁ, তা ঠিক: কেননা তা রক্ষা করায় নয়, কিন্তু তা খাওয়ায়ই সে তা বহন করে। তুমি কি এ বাণী ভুলে গেছ, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, রাজ্য উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর; কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ;* এবং *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও জন্য যা কিছু করেছ, তা আমারই জন্য করেছ।* তোমার সামনে যে ভিক্ষুক রয়েছে তুমি যদি তাকে অবজ্ঞা না করে থাক, তবে দেখ তোমার ভিক্ষাদান কার্ হাতে গেছে! খ্রীষ্টই তো এ বাণী বলেছেন, *আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।* খ্রীষ্টই তোমার ভিক্ষাদান গ্রহণ করেছেন: তিনিই তা গ্রহণ করেছেন যিনি তোমাকে দেবার মত কিছু দিয়েছেন; তিনিই তা গ্রহণ করেছেন যিনি শেষে নিজেকেই তোমার কাছে তুলে দেবেন। খ্রীষ্ট তো বলেননি, এসো, রাজ্য গ্রহণ কর, কারণ তোমরা শুচি জীবন যাপন করেছ, কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করনি, গরিবকে অত্যাচার করনি, কারও সম্পদ দখল করনি বা দেওয়া কথা ভাঙনি। না, তিনি তেমন কথা বলেননি, কিন্তু এ কথাই বললেন: *রাজ্য গ্রহণ কর; কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ।* যখন প্রভু অন্য কিছু উল্লেখ না করে কেবল এ কাজেরই কথা বলেন, তখন ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বটে!

ভাইবোনেরা, আমার পরামর্শ এ: পার্থিব রুটি দান কর ও স্বর্গীয় রুটি যাচনা কর। খ্রীষ্টই রুটি: তিনি তো বললেন, *আমিই জীবন-রুটি।* কিন্তু কেমন করে তুমি প্রত্যাশা করতে পার তিনি তোমাকে কিছু দেবেন যখন তুমি গরিবকে কিছুই দাও না? এমন কেউ আছে, তোমার রুটি যার প্রয়োজন, আর অপরের রুটিও তোমার প্রয়োজন; আর যেহেতু অপরের রুটি তোমার প্রয়োজন আর এমন কেউ রয়েছে তোমার রুটিই যার প্রয়োজন, সেজন্য যার রুটি কারও প্রয়োজন রয়েছে, তারও অপরের রুটি প্রয়োজন। অপর দিকে, যাঁর রুটি তোমার প্রয়োজন, তাঁর পক্ষে কোন কিছুই প্রয়োজন নেই। সুতরাং, যা তুমি চাও ঈশ্বর তোমার জন্য করবেন, তুমি গরিবদের জন্য তা কর। তুমি ও ঈশ্বর সেই সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত নও, সেই যে সম্পর্কে সেই বন্ধুরাই সম্পর্কযুক্ত যারা পরস্পরের দান বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে বলে, আমি তোমাকে এ দিয়েছি, আর অপর একজন উত্তরে বলে, আমি তোমাকে তা দিয়েছি, অর্থাৎ কিনা উপহারের বিনিময়ে তারা উপহার প্রত্যাশা করে। ঈশ্বরের কাছে কোন কিছু প্রয়োজন নেই, সুতরাং তিনিই সত্যকার প্রভু। *আমি প্রভুকে বলেছি, তুমিই আমার ঈশ্বর, কারণ তোমার কাছে আমার কোন বিষয়বস্তু প্রয়োজন নেই।*

যেহেতু তিনিই প্রভু, সেই সত্যকার প্রভু যাঁর পক্ষে আমাদের কোন বস্তু প্রয়োজন না হলেও তবু ইচ্ছা করেন আমরাই যেন তাঁর জন্য কিছু করতে পারি, সেজন্য তিনি গরিবদের মধ্যে ক্ষুধার্ত হতে সম্মত হলেন। তিনি বলেন, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ। প্রভু, আমরা কবেই বা আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখেছি? আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু*

করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ। সুতরাং, এক কথায়, ক্ষুধার্ত খ্রীষ্টকে খেতে দেওয়া যে কেমন মহাকাজ, আর ক্ষুধার্ত খ্রীষ্টকে অবজ্ঞা করা যে কেমন মহা অপরাধ, এসো, একথা শুনে মনোযোগের সঙ্গেই তা বিবেচনা করি।